ময়মনসিংহের বিবরণ।

"ময়মনসিংহের ইতিহাস" প্রণেতা

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার

প্রণীত

সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত।

প্রথম সংস্করণ

১৯০০ আগষ্ট

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

সাধারণ বিবরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিভাগ।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদম সুমারি।

চতুর্থ অধ্যায়।

শিক্ষা।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রাকৃতিক বিবরণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উৎপন্ন ও বাণিজ্য।

সপ্তম অধ্যায়।

ভূমির কর ও রাজস্ব।

অষ্টম অধ্যায়।

স্বায়ত্তশাসন।

নবম অধ্যায়।

দেশের অবস্থা।

দশম অধ্যায়।

বিবিধ।

পরিশিষ্ট।

ময়মনসিংহের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

সাধারণ বিবরণ।

প্রাকৃতিক সীমা; অবস্থান; সাধারণ বিভাগ; পরিমাণ-ফল; প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ; "ময়মনসিংহ" নামের কারণ।

প্রাকৃতিক সীমা।

ময়মনসিংহ পূর্ব্ববাঙ্গালার একটী প্রধান জেলা। এই জেলা আয়তনে বাঙ্গালার তৃতীয় ও জনসংখ্যায় প্রথম স্থানীয়। ইহার আকার বক্র চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ন্যায়। এই জেলার উত্তর সীমা গারো পাহাড়, পূর্ব্ব সীমা শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা, দক্ষিণ সীমা ঢাকা, পশ্চিম সীমা পাবনা, বগুড়া ও রঙ্গপুর জেলা। ১৮৭৯ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনী (Notification) অনুসারে যমুনানদী ময়মনসিংহের পশ্চিম সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যমুনার পশ্চিম তটে এই তিন জেলা অবস্থিত।

অবস্থান।

ময়মনসিংহ জেলা উত্তর-নিরক্ষ ২৩°—৫৭′ ও ২৫°—২৬′ কলার মধ্যে এবং পূর্ব্ব-দ্রাঘিমা ৮৯°—৩৬′ ও ৯১°—১৯′ কলার মধ্যে অবস্থিত।

সাধারণ বিভাগ।

ময়মনসিংহ জেলা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ ও পশ্চিম-ময়মনসিংহ। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীর প্রদেশ পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ, পশ্চিমতীর প্রদেশ পশ্চিম-ময়মনসিংহ।

পরিমাণ-ফল।

এই জেলার দৈর্ঘ্য, উত্তর-দক্ষিণে ৫৯ হইতে ৯৩ মাইল এবং প্রস্থ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৭০ হইতে ৭৬ মাইল। পরিমাণ-ফল ৬৩৩২ বর্গ-মাইল।

প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ।

অতি পূর্ব্বকালে ময়মনসিংহ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গৌড়েশ্বর হোসেনসাহ, কামরূপ অধিকার করিয়া, এই অংশ কামরূপ হইতে পৃথক করিয়া লন ও স্বীয় পুত্র নছরৎ সাহকে ইহার আধিপত্য প্রদান করেন। নছরৎ সাহের নামানুসারে তাঁহার অধিকৃত ভূমি, (বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা) নছরৎসাহী নামে অভিহিত হয়। তৎপরে এতদ্দেশে মোগল শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে, দিল্লীশ্বর আকবর-সাহ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তদীয় রাজস্ব-সচিব টোডরমল্ল, বাঙ্গালায় রাজস্ব ও ভূমির বন্দোবস্তে মনোযোগী হন। টোডরমল্লের বন্দোবস্ত কাগজে নছরৎসাহী "সরকার বাজুহা" নামে লিখিত হইয়াছে। ইংরেজ শাসনকালের প্রারম্ভে সরকার বাজুহা "জেলা ময়মনসিংহ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত এই জেলা বাঙ্গলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন ছিল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশ বিভাগ হইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশ গঠিত হইলে এই জেলা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন নীত হইয়াছে।

ময়মনসিংহ নামটী "মমিনসাহীর" পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। কথিত আছে দিল্লীশ্বর আকবরসাহের সময়ে মমিনসাহ নামে কোন ব্যক্তি সরকার বাজুহার একাংশের অধীশ্বর ছিলেন। সেই মমিনসাহ হইতে তদীয় অধিকৃত মহালের নাম মমিনসাহী হইয়া ছিল। আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে মমিনসাহী মহালের নাম দেখা যায়। এই মমিনসাহীর "সাহী" শব্দই লিপি-বিড়ম্বনায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে "সিংহ" রূপ ধারণ করিয়া ক্রমে বর্ত্তমানে একেবারে "মৈমনসিংহে" পরিণত হইয়াছে।* মৈমনসিংহ বা ময়মনসিংহ রাজস্বে এ জেলার সর্ব্ব প্রধান পরগণা। পরগণা মমিনসাহী বা মৈমনসিংহের গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া এই জেলা "ময়মনসিংহ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

"ময়মনসিংহ" নামের কারণ।

এই জেলা স্থাপন সময়ে ইহার আকার বর্ত্তমান আকারের দ্বিগুণ ছিল।† ক্রমে এ জেলার ভূমি অন্যান্য জেলাভুক্ত হওয়ায় ইহার আয়তন বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। এই জেলা বর্ত্তমান আয়তনেও ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জেলা ইয়র্কসায়ারের তুলনায় ১২ অংশ বৃহত্তর।‡

---

* পার্সি "সাহী" শব্দের ইংরেজী লিপিতেই যে এ পরিবর্ত্তনটী ঘটিয়াছে, এ কথা ঠিক বলা যায় না। ইংরেজীতে শুদ্ধরূপে লিখিত হইয়া পরে অপরিষ্কার হস্তাক্ষর নকলের সময়, নকল-কারকও এরূপ ভ্রম করিয়া থাকিতে পারেন। প্রাচীন হস্তলিখিত কাগজপত্রে এরূপ ভ্রম অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোম্পানীর রাজস্ব কর্ম্মচারী গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ব বিষয়ক কাগজপত্র ইহার প্রধান সাক্ষ্য। ঐ কাগজপত্র ময়মনসিংহের ইতিহাসের ৬৪ পৃঃ হইতে ৭৫ পৃঃ প্রদত্ত হইয়াছে।

† Collector's First Settlement Report, dated 12-2-1788.

‡ Report on the History and Statistics of the District of Mymensingh, by H. J. Reynold (1868—69).

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিভাগ।

শাসন, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ—প্রাচীন কথা ; সদর ও মফস্বল তহসীল কাছারী ; থানা, ফাঁড়ি-থানা, মহকুমা, চৌকী ও রেজেষ্টরী কার্য্যালয়। পরগণা—পরগণার বিবরণ ; ময়মনসিংহ ; জফরসাহী ; আলাপসিংহ ; রণ-ভাওয়াল ; পুখুরিয়া ; কাগমারী ; আটীয়া, বড়বাজু, সেরপুর ; সুসঙ্গ ; নসিরুজিয়াল ; হোসেনসাহী ; হোসেনপুর ; হাজরাদী ; খালিয়াজুরী ; জয়নসাহী ; কুড়িখাই।

শাসন, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ।

প্রাচীন কথা।

মোগল শাসনের সময় এ জেলার শাসন ও বিচারক্ষমতা কাননগু ও কাজিদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। যে সকল স্থানে কাজি বা কাননগুর কার্য্যালয় বর্ত্তমান ছিল না, পরগণার জমিদারগণ সে সকল স্থানের শাসন সংরক্ষণ করিতেন। জমিদারদিগের রাজস্ব প্রদানের ত্রুটির বিচার রাজধানীতে হইত। রাজস্ব প্রদানের ত্রুটি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ত্রুটি হইলে জমিদারদিগকে প্রায়ই কোন শাসন করা হইত না। প্রজা-সাধারণ নীরবে জমিদারের অত্যাচার সহ্য করিত।

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভকালেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। জমিদারগণ স্বীয় স্বীয় রাজস্ব ঢাকার কালেক্টরীতে প্রদান করিতেন। রাজস্ব প্রদানের ত্রুটি হইলে, কোম্পানীর লোক, জমিদার বা

তাহাদিগের আমলাদিগকে ধৃত করিত। প্রজা-সাধারণের সহিত কোম্পানীর অনুমাত্রও সম্পর্ক ছিল না। প্রজাদিগের অভিযোগের বিচার জমিদারগণই করিতেন।

১৭৮৭ সনের ১লা মে ময়মনসিংহ জেলা স্থাপিত হয়।* জেলা স্থাপিত হইলে জেলার কালেক্টরের হস্তে বিচার ও শাসন বিভাগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইলেও কালেক্টর রাজস্ব সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের অনুসন্ধান লইতেন না।

দশশালা বন্দোবস্তের সময় জমিদারীর অন্তর্গত অনেক মহাল পৃথক হইয়া যাওয়ায়, কার্য্যবাহুল্যে কালেক্টর খাজনা আদায় জন্য কতকগুলি তহসীল কাছারীর মঞ্জুরী আনয়ন করেন। ইহার পর ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইলে পৃথক জজ নিযুক্ত হইয়া আসিয়া কালেক্টরের হস্ত হইতে বিচারভার গ্রহণ করেন। এই সময় ময়মনসিংহ জেলার আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ ছিল। শ্রীহট্ট জেলার তরফ, ত্রিপুরা জেলার মেহের, সরাইল, বরদাখাত প্রভৃতি, নোয়াখালী জেলার ভেলুয়া, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ, আসামের তুরা প্রভৃতি বহুদূরবর্ত্তী স্থান ময়মনসিংহের কালেক্টরের শাসনাধীন ছিল।

সদর ও মফস্বল তহসীল কাছারী।

এই বিস্তৃত জেলার শাসন সংরক্ষণ জন্য পরগণায় পরগণায় তহসীল কাছারী স্থাপিত হয়; নিম্নে কর্ম্মচারিদিগের নাম সহ সেই প্রাচীন তহসীল কাছারীগুলির নাম প্রদত্ত হইল।†

---

* Board of Revenue's letter to the Collector of Belluah, No. 32, dated 24-4-1787.

† Collector's Letter regarding the establishment of Mymensingh Collectorship, dated 12-10-1804.

সদর কাছারী।

কর্ম্মচারীর নাম।	বেতন।
কালেক্টর মিঃ এফ, বি, গ্রস	১,৫০০৲
সহকারী কালেক্টর সি, ডবলিউ, ষ্টিয়ার	৪০০৲
মির আহাম্মদআলি, দেওয়ান	১৫০৲
জগৎরাম বানার্জি, সেরেস্তাদার	৫০৲
জন পিণ্টো, হেডকেরাণী	৭০৲
জগপ্রেম প্রেগাক, ২য় „	৪০৲
রামগোপাল দাস, পার্সি নবিস	২০৲
রামগোপাল ধর „	২০৲
রাজকিশোর বল „	২০৲
কীর্ত্তিনারায়ণ ঘোষ „	২০৲
রঘুনাথ সরকার „	২০৲
নরসিংহ ঘোষ „	২০৲
বালকরাম পালিত, বাঙ্গালা মোহরের	১৫৲
গোপীনাথ ঘোষ, বাঙ্গলা মোহরের	১৫৲
রামচন্দ্র পালিত „	১৫৲
রামকিশোর রায় „	১৫৲
কাশীকান্ত ঘোষ „	১৫৲
লালাহুলাস চান্দ, মুন্সি	৩০৲
গদাধর সেন, খাজাঞ্চি	২৫৲
রামরূপ সেন, খাজনা-মোহরের	১০৲
রামনিধি সেন „	১০৲
রূপরাম গুপ্ত „	১০৲

কর্ম্মচারীর নাম।	বেতন।
মেহেরআলি, নাজির	১৫৲
সেখ আস্কর, নায়েব-নাজির	১০৲
৩ জন পোদ্দার, রামসিং প্রভৃতি	২৫৲
জীবনকৃষ্ণ সেন, মহাফেজ	৩০৲
দেবী প্রসাদ মজুমদার	৩০৲

তহসীল কাছারী তপে হাজরাদী।

মহম্মদ হাফিজ, তহসীলদার	৫০৲
শোভারাম মজুমদার, পার্সি মুন্সি	১০৲
রাধামাধব ঘোষ	১০৲

তহসীল কাছারী পরগণে হোসেনসাহী ও হোসেনপুর।

চৈতন্য ঘোষ, তহসীলদার	৫০৲
রাধাকান্ত গোপ, পার্সি মুন্সি	১০৲
কাশীনাথ সেন	১০৲

তহসীল কাছারী পরগণে কাগমারী।

ব্রজনাথদাস, তহসীলদার	৫০৲
দিগাম্বর পালিত, পার্সি মুন্সি	১০৲

তহসীল কাছারী বরিকান্দি, কাশীপুর, নোয়াবাদ প্রভৃতি।

ঠাকুরদাস বানাজ, তহসীলদার	৪০৲

তহসীল কাছারী তপে রণভাওয়াল ও পরগণে আলাপসিংহ।

কর্ম্মচারীর নাম।	বেতন।
মির হায়দারবক্স, তহসীলদার	৪০৲
সদাশিব মজুমদার, পার্সি মুন্সি	১০৲

তহসীল কাছারী পরগণে রায়দোম।

মদনমোহন ঘোষ, তহসীলদার	২০৲

তহসীল কাছারী পরগণে পুখুরিয়া।

গুরুদাস বানার্জ্জি, তহসীলদার	৫০৲
সদাশিব ঘোষ, পার্সি মুন্সি	১০৲

তহসীল কাছারী পরগণে নসিরুজিয়াল।

মনোহর পালিত, তহসীলদার	৫০৲
ইন্দ্রনারায়ণ মিত্র, পার্সি মুন্সি	১০৲

এই রূপ তহসীল কাছারীর নিয়ম বহু দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। তৎপর কয়েকটী থানা ও ফাঁড়িথানার সৃষ্টি হইলে, ১৮১৩ অব্দে, তহসীল কাছারীগুলি উঠিয়া যায়* এবং ১৮১৯ অব্দে কাননগুর কার্য্যালয় পুনঃস্থাপিত হয়। † ১৮২৩ সনে এ জেলায় ১২টী থানা ও ২৫টী কাননগুর কার্য্যালয় ছিল। ‡

---

* Collector's letter, dated 22-11-1819,
† " " " 18-11-1819,
‡ " " " 15-8-1823.

থানা, ফাঁড়ি-থানা মহকুমা, চৌকী ও রেজেষ্টরী কার্য্যালয়।

ক্রমে কার্য্য বাহুল্য, ও সাধারণের অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট মহকুমা সৃষ্টির আবশ্যকতা অনুভব করেন। ১৮৪৫ অব্দে জামালপুর মহকুমার সৃষ্টি হইয়া জেলার শাসনকার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। সেরপুর, হাজিপুর, সিরাজগঞ্জ ও পিংনা থানা লইয়া জামালপুর বিভাগ; নসিরাবাদ, গাবতলি, মধুপুর, নেত্রকোণা, ঘোষগাঁও, ফতেপুর, গফরগাঁও, মাদারগঞ্জ, নিকলি ও বাজিতপুর থানা লইয়া সদর বিভাগ স্থাপিত হয়। আটীয়া থানার অন্তর্গত স্থান তৎকালে ঢাকা জেলার অধীন ছিল। ১৮৬০ সনে কিশোরগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হইলে, কিশোরগঞ্জ বিভাগ পৃথক হইয়া যায়। ১৮৬৬ সনে বগুড়া জেলা হইতে দেওয়ানগঞ্জ থানা ও ঢাকা জেলা হইতে আটীয়া থানা এ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহাতে জামালপুর মহকুমার আয়তন বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে জেলার বৃদ্ধি হওয়াতে জেলা কালেক্টর গবর্ণমেণ্ট সমীপে অতিরিক্ত শান্তিরক্ষক নিয়োগের প্রার্থনা করেন। ১৮৬৭ সনের ২০ শে মার্চ্চের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনী (Notification) অনুসারে আরও কয়েকটী থানা ও ফাঁড়ি-থানা সংস্থাপিত হয়, এবং ১৮৬৯ সনে টাঙ্গাইল মহকুমা স্থাপিত হইলে সেই প্রদেশবাসীদিগের অসুবিধা ও অশান্তি দূরীভূত হয়। এইরূপে ১৮৭১ সন পর্য্যন্ত, এ জেলায় ৪টী বিভাগ, ১৬টী থানা ও ১০টী ফাঁড়ি-থানা, ১০টী ফৌজদারী ও ১৪টী দেওয়ানী বিচারালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৮২ সনে নেত্রকোণা মহকুমা স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমান সময় এ জেলায় ৫টী মহকুমা (বিভাগ), ৯টী চৌকী

(মুনসেফী), ৩০টী পুলিশ ষ্টেশন (থানা), ও ২১টী সব্‌-রেজেষ্টরী কার্য্যালয় স্থাপিত আছে।

মহকুমা—(১) সদর, (২) জামালপুর, (৩) কিশোরগঞ্জ, (৪) টাঙ্গাইল ও (৫) নেত্রকোণা।

চৌকী—সদর মহকুমায়—(১) সদর ও (২) ঈশ্বরগঞ্জ। জামালপুর মহকুমায়—(৩) জামালপুর ও (৪) সেরপুর। কিশোরগঞ্জ মহকুমায়—(৫) কিশোরগঞ্জ ও (৬) বাজিৎপুর। টাঙ্গাইল মহকুমায়—(৭) টাঙ্গাইল ও (৮) পিংনা। নেত্রকোণা মহকুমায়—(৯) নেত্রকোণা।

থানা—সদর মহকুমায়—(১) সদর, (২) ফুলবাড়ীয়া, (৩) গফরগাঁও, (৪) নান্দাইল, (৫) ঈশ্বরগঞ্জ ও (৬) ফুলপুর। জামালপুর মহকুমায়—(৭) জামালপুর, (৮) নালিতাবাড়ী, (৯) দেওয়ানগঞ্জ ও (১০) সেরপুর। কিশোরগঞ্জ মহকুমায়—(১১) কিশোরগঞ্জ, (১২) কটিহাদী ও (১৩) বাজিৎপুর। টাঙ্গাইল মহকুমায়—(১৪) টাঙ্গাইল, (১৫) কালীহাতী ও (১৬) গোপালপুর। নেত্রকোণা মহকুমায়—(১৭) নেত্রকোণা, (১৮) কেন্দুয়া ও (১৯) দুর্গাপুর।

ফাঁড়ি-থানা—সদর মহকুমায়—(১) মুক্তাগাছা। জামালপুর মহকুমায়—(২) মাদারগঞ্জ। কিশোরগঞ্জ মহকুমায়—(৩) বাদলা, (৪) ভৈরব ও (৫) অষ্টগ্রাম। টাঙ্গাইল মহকুমায়—(৬) নাগরপুর, (৭) মৃজাপুর, (৮) ঘাটাইল ও (৯) জগন্নাথগঞ্জ। নেত্রকোণা মহকুমায়—(১০) খালিয়াজুরী ও (১১) বারহাট্টা।*

---

* ১৯০৬ সনের ১৬ই জুনের পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেটের বিজ্ঞাপন অনুসারে এই ১১টী আউট পোষ্টও থানায় পরিণত হইয়াছে। (No. 6676 J, dated 15-6-06.)

রেজেষ্টারী কার্য্যালয়—সদর মহকুমায়—(১) সদর, (২) ফুলপুর, (৩) গফরগাঁও (৪) নান্দাইল ও (৫) ঈশ্বরগঞ্জ। জামালপুর মহকুমায়—(৬) জামালপুর, (৭) দেওয়ানগঞ্জ ও (৮) সেরপুর। কিশোরগঞ্জ মহকুমায়—(৯) কিশোরগঞ্জ, (১০) কটিহাদী, (১১) বাজিৎপুর ও (১২) করিমগঞ্জ। টাঙ্গাইল মহকুমায়—(১৩) টাঙ্গাইল, (১৪) কালীহাতী, (১৫) নাগরপুর, (১৬) গোপালপুর, ও (১৭) পাকুল্যা। নেত্রকোণা মহকুমায়—(১৮) নেত্রকোণা, (১৯) কেন্দুয়া, (২০) দুর্গাপুর ও (২১) বারহাট্টা।

পরগণা।

এই জেলা ৩৯টী* পরগণায় বিভক্ত। যথা—(১) ময়মনসিংহ, (২) জফরসাহী, (৩) আলাপসিংহ (৪) রণভাওয়াল, (৫) পুখুরিয়া, (৬) কাগমারী, (৭) আটীয়া, (৮) বড়বাজু, (৯) সেরপুর, (১০) সুসঙ্গ, (১১) নসিরুজিয়াল, (১২) হোসেনসাহী, (১৩) হোসেনপুর, (১৪) হাজরাদী, (১৫) খালিয়াজুরী, (১৬) জয়নসাহী, (১৭) কুড়িখাই, (১৮) নছরৎসাহী, (১৯) লতিবপুর, (২০) মকিমাবাদ, (২১) আটগাঁও, (২২) বলরামপুর, (২৩) বরিকান্দি, (২৪) বাউথণ্ড, (২৫) চন্দ্রপ্রতাপ, (২৬) ইদগা, (২৭) ইছফাবাদ, (২৮) রায়দোম, (২৯)

---

* W. W. Hunter সাহেব তাঁহার Statistical Account of Dacca Division গ্রন্থে লিখিয়াছেন এ জেলা ৩২ পরগণায় বিভক্ত। বাস্তবিক পক্ষে এ জেলা ৩২টি পরগণায়ই বিভক্ত; অবশিষ্ট ৭টী পরগণা ভিন্ন জেলায়স্থিত। ঐ সাত পরগণার ২।১টী মহাল মাত্র এ জেলার ভৌজীভুক্ত হইয়াছে। যথা—ত্রিপুরা জেলার বরদাখাত, ঢাকা জেলার চন্দ্রপ্রতাপ, শ্রীহট্ট জেলার আটগাঁও, রঙ্গপুর জেলার পাতিলাদহ ইত্যাদি।

সিংধা-দরজিবাজু, (৩০) কাসেমপুর, (৩১) নিকলী, (৩২) সাগরদী, (৩৩) হাউলী, (৩৪) জফুজিয়াল, (৩৫) ইছাপুর, (৩৬) বরদাখাত, (৩৭) পাতিলাদহ, (৩৮) তুলন্দর, (৩৯) ইছপসাহী।

পরগণার বিবরণ।

এই ৩৯টী পরগণার মধ্যে ১৬টী আদিম। অপর কতকগুলি কালক্রমে এই ১৬টী হইতে ছিন্ন হইয়া ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছে। কতকগুলির অংশমাত্র ভিন্ন জেলা হইতে এ জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৮৫০ অব্দে গবর্ণমেণ্ট পক্ষে যে জরিপ হইয়াছিল, ঐ জরিপে এই ১৬ পরগণাই মূল ধরিয়া ভূমির মাপ হইয়াছিল। নিম্নে এই মূল পরগণাগুলির জমিদারী সংক্রান্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

ময়মনসিংহ।

ময়মনসিংহ পরগণা মোগল শাসনকালে, মমিনসাহী নামে পরিচিত ছিল; ইহার সরকারী রাজস্ব তৎকালে অন্য আর একটী মহালের সহিত একত্রে ২২০৭৭১৫ দাম* বা ৫৫১৯২৸৵০ আনা ছিল। এই পরগণা পূর্ব্বে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান বংশের (ঈশাখাঁ বংশের)† জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। তৎপরে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই জমিদারী টীকরার জমিদার-দিগের হস্তগত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব আলিবর্দ্দি-খাঁর কর্ম্মচারী, রামগোপালপুর, গৌরীপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদার-গণের পূর্ব্বপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী, তাহা গ্রহণ করেন। ১৭৮৭ সনে,

* দাম—মোগল শাসন সময়ের প্রচলিত মুদ্রা বিশেষ। ইহার ৪০টীতে কোম্পানীর এক টাকার বিনিময় হইত।

† ঈশাখাঁ বঙ্গীয় দ্বাদশ ভৌমিকের শ্রেষ্ঠ ভৌমিক। সম্রাট আকবর শাহ হইতে ২২ পরগণার শাসনভার লইয়া তিনি এই প্রদেশে আগমন করতঃ জঙ্গল-বাড়ীতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। জঙ্গলবাড়ী, হয়বৎ নগর ও ভাগলপুরের দেওয়ান সাহেবগণ ইঁহারই বংশধর।

জেলা বন্দোবস্তের সময়, এই পরগণার প্রথম চারি আনা হিস্যা, উক্ত শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর পুত্র, কিশোর রায়ের বিধবা পত্নীদ্বয়—রতনমালা ও নারায়ণী দেবীর সহিত, দ্বিতীয় চারি আঁনা হিস্যা কৃষ্ণগোপাল রায়ের দত্তক পুত্র, যুগল রায়ের সহিত, তৃতীয় চারি আনা হিস্যা, শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র, গঙ্গানারায়ণ রায়ের পুত্র হরনাথ রায়ের সহিত ও চতুর্থ চারি আনা হিস্যা, হরনারায়ণের দুই বিধবা পত্নীর সহিত, বন্দোবস্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ে গৌরীপুরের জমিদার এই জমিদারীর চারি আনা আড়াই গণ্ডা অংশ, রামগোপালপুরের জমিদার চারি আনা অংশ ও ভবানীপুর, গোলোকপুর, কালীপুর, কৃষ্ণপুর, বাসাবাড়ী, ধনকুড়া, ডৌহাখলা ও মুক্তাগাছার জমিদারগণ অবশিষ্ট অংশের স্বত্বাধিকারী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই পরগণার খাজানা, পরগণা জফরসাহী সহ ১২৩৬০৬৲ টাকা ধার্য্য হয়। ১৮৫০ সনের জরিপ-নক্সায় এই পরগণার জমি ৩৮৬৪১৬ একর ২ রোড ১৫ পোল, গ্রামসংখ্যা ১১৪২ এবং পরিমাণ-ফল ৬০৩·৭৮ বর্গমাইল লিখিত হইয়াছে।

জফরসাহী। জফরসাহী পরগণা টোডরমল্লের বন্দোবস্ত সময়ে "সরকার ঘোড়াঘাটের" অধীন ছিল। দেওয়ান ঈশা খাঁ সম্রাট আকবর সাহ হইতে এই পরগণার আধিপত্য গ্রহণ করেন। তৎকালে ইহার রাজস্ব ৭৩৫৮৩৫ দাম বা ১৮৩৯৫৸৵০ আনা ছিল। অতঃপর এই পরগণা রাজসাহীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয় ও কিছু কাল পরে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী এই পরগণা ময়মনসিংহ পরগণার অন্তর্ভুক্ত করেন। অদ্যাপি এই পরগণা ময়মনসিংহ পরগণার সহিত এক বন্দোবস্তে চলিতেছে। পৃথক সদর জমা নাই। ১৮৫০ সনের সার্ভে-নকসায় জমির

পরিমাণ ১৬২৩১২ একর, ৩ রোড, ৩০ পোল, গ্রাম সংখ্যা ৩৯৯ ও পরিমাণ-ফল ২৫৩·৬১ বর্গমাইল লিখিত হইয়াছে।

আলাপসিংহ।

আলাপসিংহ পরগণা আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে আলেপসাহী নামে লিখিত হইয়াছে। ইহার গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৭৬০৬৬৭ দাম বা ১৯০১৬৷৶১৫ গণ্ডা ছিল। এই পরগণা পূর্ব্বে জঙ্গলবাড়ীর ২২ পরগণা ভুক্ত ছিল। অতঃপর টীকরার জমিদারদিগের জমিদারী অন্তর্ভুক্ত হয়। সপ্তদশ শতাব্দির শেষভাগে তাহা পুনরায় বড়বাজুর চন্দ ও পুঁটিজানার রায়দিগের হস্তগত হয়। নবাব আলিবর্দ্দিখাঁর সময়ে ১১৩২ ও ১১৩৩ বঙ্গাব্দে মুক্তাগাছার বর্ত্তমান জমিদার বংশের পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য, পুঁটীজানার রামচন্দ্র ও ভবানীদেব রায় হইতে।৶০ আনা ও লোকিয়া গ্রাম নিবাসী বিনোদরাম চন্দ হইতে ॥৶০ আনা জমিদারী দুইখণ্ড কওলা সম্পাদনে ক্রয় করেন। ১৭৮৭ সনের বন্দোবস্ত সময়ে এই পরগণার প্রথম আট আনা হিস্যার চারি আনায় শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের বংশধর শ্যামকিশোর আচার্য্য ও চন্দ্রকিশোর আচার্য্য, এবং চারি আনায় কৃষ্ণকান্ত আচার্য্যের বিধবা পত্নী গঙ্গা দেবী, দ্বিতীয় চারি আনা হিস্যায় রুদ্ররাম আচার্য্য ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ও অবশিষ্ট চারি আনায় রঘুনন্দন স্বত্বাধিকারী ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ইঁহাদিগের বংশধরগণ কর্ত্তৃক এই পরগণার জমিদারী শাসিত হইতেছে। এই পরগণার অধীনে তপে কুমারিয়া ও তপে সাতসিকা নামে দুইটী তপ্পা আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরগণার রাজস্ব ৬৫৩৯৩৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ১৮৫০ সনের সার্ভে-নক্সায় ৬০১ গ্রাম ৩২৬৫৫৬ একর, ২ রোড, ১১ পোল জমি ও পরিমাণ-ফল ৫১০·২৪ বর্গমাইল লিখিত হইয়াছে।

রণভাওয়াল।

তপ্পা রণভাওয়াল, ভাওয়াল পরগণার অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া আকবর সাহের সময়ে ভাওয়ালবাজু নামে পরিচিত ছিল। রাজস্ব-সচিব টোডরমল্ল এই সমস্ত মহালের রাজস্ব ১৯৩৫১৬০ দাম বা ৪৮৩৭৯৲ টাকা নির্দ্ধারণ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ভাওয়াল পরগণায় বঙ্গীয় দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ফজলগাজীর আবির্ভাব হয়। গাজী-বংশ ইহার পূর্ব্ব হইতে ভাওয়ালে আধিপত্য করিতেছিলেন। ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পালওয়ান সাহের পুত্র কায়েম খাঁ, দিল্লীর বাদসাহ হইতে ভাওয়াল পরগণার আধিপত্য গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মানদীর তীরে স্বীয় আবাসস্থল নির্দ্ধারিত করেন। অতঃপর আকবর সাহের সময় ইহার বংশধর ফজলগাজী অপর একাদশ ভূম্যধিকারীর সহিত সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঈশা খাঁ এই দ্বাদশ ভৌমিকের নেতা ছিলেন। ঈশা খাঁ আকবর সাহের বশ্যতা স্বীকার করিলে, দ্বাদশ ভৌমিকের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতঃপর তিনি ভাওয়াল পরগণার উত্তর অংশও নিজ ২২ পরগণার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া আনেন। এই উত্তর অংশে আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহের সহিত ঈশা খাঁর যুদ্ধ হয়।* এই রণাভিনয় হইতে ভাওয়াল পরগণার এই অংশের নাম রণভাওয়াল হয়। ক্রমে ঈশা খাঁর বংশধরগণ, রণভাওয়ালকে আলাপসিংহের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিজ নিজ বিভাগক্রিয়া সম্পাদন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর

---

* ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব তীরে এগারসিন্দুর কেল্লা। এই কেল্লার পশ্চিম দিকে, (ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে) এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই অংশই রণভাওয়াল নামেপ রিচিত।

প্রথম ভাগের নবাবী আমলের কাগজপত্রে রণভাওয়ালকে আলাপ-সিংহের অন্তর্গত তপ্পা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঈশা খাঁ বংশের পর এই তপ্পা ঢাকার মোগলদিগের হস্তগত হয় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর পর্য্যন্ত, তাঁহাদিগের হস্তে পরিচালিত হয়। ১৭৮৭ সনে এই তপ্পার (জমিদারীর) ।৵০ আনা অংশ মহম্মদ করিম, ।৵০ আনা অংশ হুসেন আলি ও অবশিষ্ট ।০ আনা অংশ মহম্মদ আলির নামে লিখিত ছিল। ইতঃপূর্ব্বেই এই মহাল হইতে কতকগুলি বড় বড় তালুক বাহির হইয়া যাওয়ায়, মালীকগণের পক্ষে রাজস্ব চালাইয়া জমিদারী রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। অতঃপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর, জমিদারীর অংশ রাজস্ব বাকীর জন্য নীলাম হইয়া যায়। এবং বোর্ডের ১৭৯৪ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারীর চিঠি অনুসারে ৩৪টী তালুকসহ পরগণার অংশ ঢাকা জেলার তৌজিতে পরিবর্ত্তিত হয়। অতঃপর ইহার বাকী অংশ ত্রিপুরার কালেক্টরী-ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এ জেলায় রণভাওয়ালের জমিদারীর অংশ নাই। এই পরগণার মোট জমি ২০৩৫৪০ একর, পরিমাণ-ফল ৩১৮·০৩ বর্গমাইল, ও গ্রাম সংখ্যা ২৭৯।

পুখুরিয়া।

পুখুরিয়া মোগল শাসনকালে পুখুরিয়াবাজু নামে পরিচিত ছিল। তৎকালে ইহার রাজস্ব ১৭১৫১৭০ দাম বা ৪২৮৭৯।০ টাকা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পরগণা ধনবাড়ীর ইস্পিঞ্জর খাঁ, মনোহর খাঁর অধিকার হইতে নাটোরের মহারাজদিগের হস্তগত হয়।* ঐ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত

* পুখুরিয়া পরগণার ভূমিসম্বন্ধীয় যে সকল প্রাচীন দলিল দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, তৎকালে পুখুরিয়া গড়ের পশ্চিমাংশ ইস্পিঞ্জর খাঁ, মনোহর খাঁর ও পূর্ব্বাংশ সিরলা-নিবাসী কৃষ্ণজীবন রায় ও জগজ্জীবন রায়ের অধীনে ছিল।

তাঁহারা এই পরগণা শাসন করেন। অবশেষে কোম্পানীর রাজস্ব বাকী জন্য ১২০০ বঙ্গাব্দের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ (১৭৯৪ সন ৪ঠা জুন) এই পরগণা নীলাম হইলে, পুটীয়ার রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় ৬২১০০৲ টাকা মূল্যে উহা ক্রয় করেন।* ইতঃপূর্ব্বে এই মহাল রাজসাহীর কালেক্টরীর অধীন ছিল; নীলামের পূর্ব্বে ১১৯৯ সনের প্রথম ভাগ হইতে ময়মনসিংহের কালেক্টরীর অধীন হয়† এবং নীলাম হইলে ক্রেতার সহিত ৭০৬৭২৸৴১০ আনা সিক্কা রাজস্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হয়। ১২০৫ সনে পুনরায় রাজস্ব বাকী পড়িলে ॥৴৩-২ কাগ অংশ নীলাম হয় ও তাঁহাদিগের কার্য্যকারক পঞ্চানন্দ সরকার উহা ক্রয় করেন। পঞ্চানন্দ ১২০৮ সনে রাজা ভূপেন্দ্র-নারায়ণের পুত্র জগৎনারায়ণকে উহা কাওলা করিয়া দেন। অতঃপর জগৎনারায়ণের পত্নী রাণী ভুবনময়ীর সহিত অপর অংশী কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণের এক রফা হয়। রফাসূত্রে কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায়

* আবশ্যক বোধে ঐ নীলামের দলিলের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। মূল দলিলের ভাষা পারস্য।

"বহুল সম্মানিত সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের হুকুম অনুসারে বোর্ড অব রেভিনিউর সম্মানিত মেম্বরগণ রাজসাহী প্রভৃতির জমিদার মহারাজা রাম-কৃষ্ণের জমিদারী জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত পংপুখুরিয়া যাহার সরকারী রাজস্ব নিম্ন তপছিলের লিখিত মত মং ৭০৬৭২৸৴১০ গণ্ডা বটে। বাং ১১৯৯ সনের সরকারের বাকী রাজস্বের আদায়ের জন্য ১৭৯৪ সনের ৪ঠা জুন তারিখে মোঃ বা ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২০০ সাল কলিকাতা মোকামে বোর্ড অব রেভিনিউ আদালতে বোর্ডের সেক্রেটারী সাহেবের হুজুরে নীলাম হইল। ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী ৬২১০০৲ টাকা প্রচলিত টাকার মূল্যে খরিদ করিলেন। মূল্যের মুদ্রা সরকারী খাজানা খানায় দাখিল করিয়াছে। উক্ত পরগণা প্রকাশিত ও পরিচিত সীমানা সরহর্দ্দ অনুসারে দরোবস্ত যাহা কিছু উক্ত মহারাজার দখলে ছিল, তৎসমুদায় সত্বে ভূপেন্দ্রনারায়ণের সত্ব বর্ত্তিল ও তাহাকে সমুদায় সত্ব দখল দেওয়া গেল। ইতি।"

† Decrees of the Sudder Dewani Adalat, dated 2-6-1812.

।• আনা ও রাণী ভুবনময়ী ৸• আনা প্রাপ্ত হন।* ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই বাটওয়ারার আখরা-জাত খরচ জন্য কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণের নাবালক পুত্র ভৈরবচন্দ্রের।• আনা অংশ নীলাম হইলে, গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করেন। ১২৫৪ বঙ্গাব্দায়, পুনরায় কৃষ্ণেন্দ্রের পুত্র রাজা ভৈরবেন্দ্র-নারায়ণ গবর্ণমেণ্ট হইতে একরার দ্বারা ঐ।• আনা গ্রহণ করেন। ১২৫৫ সনে ভৈরবেন্দ্র আম্বারিয়ার পদ্মলোচন রায়ের নিকট ৵• আনা বিক্রয় করেন ও অপর ৵• আনা তাঁহারই নিকট পত্তন থাকে। ১২৬১ সনে পত্তনি মালীকানাও নীলাম হইয়া যায় এবং পদ্মলোচন রায়ের পুত্র কালীচন্দ্র রায় উহা খরিদ করেন। বর্ত্তমানে আম্বারিয়ার হেমচন্দ্র চৌধুরী পরগণার।• আনা অংশ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাণী ভুবনময়ী, ৸• আনা অংশ হইতে দৌহিত্র গোবিন্দপ্রসাদ খাঁ প্রভৃতিকে ৵• আনা অংশ দান করেন এবং বাকী ॥৵• আনা তাঁহাদের থাকে। বর্ত্তমানে ঐ ॥৵• আনা অংশ উত্তরাধিকারসূত্রে রাণী হেমন্তকুমারী ও ৵• আনা অংশ ভবপ্রসাদ খাঁ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পরগণার কতকগুলি গ্রাম নিজ তালুক বলিয়া নাটোরের জমিদারগণ আপত্তি উপস্থিত করিলে, ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলার কালেক্টর গ্রস সাহেব ভূমি তদন্তের জন্য ও উভয় পক্ষের প্রমাণ পরিদর্শন জন্য মধুপুরে উপস্থিত হন। ঐ তালুকগুলি নিজ তালুক ও বাজে তালুক নামে বর্ত্তমান সময়ে নাটোরের রাজাদিগের সম্পত্তিভুক্ত হইয়াছে।† পুখুরিয়ার গড়ে

* Collector's letter to Revenue Board, dated 15-4-1817.

† ১৮০৫ সনের ১২ই এপ্রিল তারিখের রেভেনিউ বোর্ডে লিখিত চিঠিতে ময়মনসিংহের কালেক্টর লিখিয়াছিলেন "I can assure the Board that the 15 Taluks in question formed a part of their Nij Taluk and were nominally separated in 1204 B. S., at an over—assessed Jama". এই চিঠির সহিত শিবচন্দ্র রায় ও কৃষ্ণকিশোর রায়ের ২ খণ্ড দরখাস্তও প্রেরিত হয়।

প্রচুর গজারি কাষ্ঠ জন্মিয়া থাকে। এই গড় জয়ানসাহীর গড় নামে পরিচিত। এই পরগণায় ৯৪৯টী গ্রাম এবং ২৭৯৮৬৭ একর ১ রোড ৪ পোল জমি, জমির পরিমাণ ফল ৪৩৭.২৯ বর্গ মাইল। সরকারী রাজস্ব ৭৫২৪৫৲

কাগমারী।

আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে কাগমারী পরগণার উল্লেখ দেখা যায় না। তৎকালে এই মহাল বড় বাজুর অন্তর্গত ছিল। সম্রাট সাহজাহানের সময় সাহজমান্ নামক একজন পীর এই পরগণার আধিপত্য লাভ করেন। সাহজমান্ হইতে তদীয় অনুচর বাফলা-নিবাসী যাদবেন্দ্র রায় তাহা প্রাপ্ত হন। যাদবেন্দ্রের পুত্র অভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ রায় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। এই সময়ে মুর্শদাবাদে বাঙ্গলার রাজস্ব গৃহীত হইত। নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর "জমা কামাল তুমারি" কাগজে এই পরগণার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রনারায়ণ বিধর্ম্মী হইয়া গেলে, ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বনাথ চৌধুরী সমগ্র কাগমারীর প্রভুত্ব গ্রহণ করেন। বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্র জমিদারী বিভাগ করিয়া লন। বড় পুত্রের ।৵০ আনা ও ছোট পুত্রের ।/০ আনা অংশ বর্ত্তমান সময়ে কাগমারীর ছয় আনী ও পাঁচ আনী নামে পরিচিত। ছয় আনীর বর্ত্তমান মালীক দীনমণি চৌধুরাণী এবং পাঁচ আনীর বর্ত্তমান মালীক প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ও মন্মথনাথ রায় চৌধুরী। মধ্যম পুত্র রামেশ্বর রায় পুত্রহীন হওয়ায় তদীয় ।/০ আনা অংশ, কন্যা শিবানী দাস্যা প্রাপ্ত হন। ঐ অংশ বর্ত্তমানে বিক্রয় ও হস্তান্তর ক্রমে বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে। কন্যার বংশধরগণ, অলোয়ার জমিদার বলিয়া পরিচিত। এই পরগণার গ্রাম সংখ্যা ৯২৬, ভূমির পরিমাণ ২৫৬২২৫ একর

৩ রোড ৪ পোল ও পরিমাণ ফল ৪০০.৩৫ বর্গ মাইল। মোট জমিদারীর গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ২৪১০৯৷৵০।

আটীয়া।

মোগল-শাসন সময়ের ইতিহাস আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে আটীয়া পরগণার নাম দেখা যায় না। ইহাও তৎকালে বড়বাজুর অন্তর্গত থাকিয়া ঈশাখাঁর শাসনাধীন ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, আলিসাহেন সা বাবা কাশ্মীরী নামক একজন মুসলমান পীর এই পরগণায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে পীরের মৃত্যু হয়। পীরের সমাধিমন্দির আটীয়ায় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।*

পীরের দেহত্যাগের পর সৈয়দ খাঁ পনি এই পরগণা গ্রহণ করেন। সৈয়দ খাঁ হইতে তাঁহার অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ খোদানেওয়াজ খাঁ পনি পর্য্যন্ত এই পনি বংশ এই পরগণার ষোল আনা ভোগ করিতেছিলেন। অতঃপর ১৭৮৭ সনে এই পরগণার ৷৷০ আনা খোদানেওয়াজ খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আলেপ খাঁ চৌধুরী ও ইমাম বক্স খাঁ ও অপর ৷৷০ আনা কনিষ্ঠ পুত্র আলিয়র খাঁর সহিত বন্দোবস্ত হয়। অতঃপর আলেপ খাঁর অংশ বা "বড় আট আনার" ৶০ আনা তৎপুত্রগণের মধ্যে কোচালি খাঁ প্রাপ্ত হন।† ঐ ৶০ আনার ⁄০ আনা তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র জাফর আলি খাঁ, ৻১৮৷ কড়া নিকাহিতা স্ত্রীর পুত্র বিরাম আলি খাঁ ও ৻১৮ কড়া কন্যা রণ খাতুন প্রাপ্ত হন। রণ খাতুনকে ধনবাড়ীর বেজআলি চৌধুরী বিবাহ করিলে ঐ অংশ ধনবাড়ীর জমিদারেরা প্রাপ্ত হন। বিরাম আলির ৻১৮৷ গণ্ডা নীলাম হইয়া গেলে বালিয়াটীর সাহা জমিদারগণ

* Calcutta Gazette of 17-9-1902. (Report on the Archœological Survey of Bengal).

† Collector's letter, dated 9-9-1803.

৻১১। গণ্ডা ও ষষ্ঠী মজুমদার ৻৭ গণ্ডা ক্রয় করেন। জাফর আলির ৴৹ নীলাম হইলে দেলদুয়ারের রহিছদ্দিন চৌধুরী ক্রয় করেন। রহিছদ্দিন চৌধুরীর পুত্র সদরদ্দিনের মৃত্যুর পর এই এক আনা সদরদ্দিনের স্ত্রী আশ্রফন্নেছা, কন্যা দৌলত খাতুন ও সফিকন্নেছা এবং পুত্র চাঁদ চৌধুরী প্রাপ্ত হন। চাঁদ চৌধুরীর অপুত্রক মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই ভগ্নী, স্ত্রী ও মাতা, পাকুল্লা চলিয়া যান। অতঃপর প্রসিদ্ধ মুচি মিঞা, তাঁহাদিগকে তথা হইতে পুনরায় দেলদুয়ারে আনিয়া চাঁদ চৌধুরীর স্ত্রীকে ও ক্রমে দুই ভগ্নীকে বিবাহ করেন। এইরূপে মুচি মিঞা এই ৴৹ আনা জমিদারী হস্তগত করেন। মুচি মিঞা এক খুনি মোকদ্দমায় "ফেরার" হইয়া মক্কা চলিয়া যান। যাইবার পূর্ব্বে "হেবা" করিয়া নিজ জমিদারী অংশের ।৶১৹ অংশ স্ত্রী দৌলত খাতুনকে দিয়া যান। এদিকে সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক হইয়া নীলাম হইয়া যায় এবং ঢাকার নবাব সাহেব ক্রয় করেন। অতঃপর দৌলত খাতুন দাবিদারীমূলে নিজ ।৶১৹ আনা অংশ রক্ষা করেন; ঐ অংশ বর্ত্তমান সময়ে তৎপুত্র দেলদুয়ারের জব্বর মিঞা ও বগুড়ার নবাব আবদুল সোভান চৌধুরী পাইয়াছেন। বড় আট আনীর বাকী ।৵৹ আনা অংশের ৻১৮৷৷৴৴ আলেপ খাঁ চৌধুরীর ভগিনী ও তৎপর ভাগিনেয় ছলিম নগরের গহের আলি চৌধুরী প্রাপ্ত হন; বাকী ।৴১।৴ ক্রান্তি ষোল আনা রূপে ।৶৹ আনা ঢাকার নবাব সাহেব ও ৷৷৴৹ আনা সায়াদত আলি খাঁর স্থলে ক্রমে চান্দ মিঞা ওরফে ওয়াজেদ আলি খাঁ পনি পাইয়াছেন। ছোট আট আনীর আলিয়র খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী রতন বিবির কন্যা রমজান খাতুন ৵৫ গণ্ডা ও নিকাহিতা স্ত্রী মতিবিবির পুত্র জাহাইয়ার খাঁ ।৹ চারি আনা ও কন্যা জান

খাতুন /১৫ গণ্ডা প্রাপ্ত হন। রমজান খাতুনের ৵৫ ও জান খাতুনের /১৫ গণ্ডা হিস্যা ঢাকার নবাব সাহেবের নিকট ৪০,০০০৲ 'চল্লিশ হাজার টাকার জন্য রেহেনাবদ্ধ থাকে, এবং অবশেষে এই টাকার জন্য এই ।০ চারি আনা অংশ নবাব সাহেব গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট জাহাইয়ার খাঁর ।০ আনা অংশ তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপত্নী রসুন খাতুন প্রাপ্ত হন। রসুন খাতুনের /১০ আনা অংশ বিক্রয় হইলে কৃষ্ণপুর, গয়হাটা প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ ক্রয় করেন। বাকী ৵১০ হিস্যা রাখিয়া রসুন খাতুনের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পিতা কামাল খাঁ ঐ ৵১০ হিস্যা প্রাপ্ত হন। কামাল খাঁর মৃত্যুর পর, তাঁহার দুই কন্যা, দৌলত খাতুন ও ইদন খাতুন ៸৮/ করিয়া ও দুই পুত্র, ছালামত আলি খাঁ ও মাজাম আলি খাঁ ៸১৬॥// করিয়া অংশ প্রাপ্ত হন। ছালামত খাঁর দুই স্ত্রী, ছালাহেন্নেছা ও লক্ষ্মী বিবি। ছালাহেন্নেছার এক পুত্র, নহেছ উদ্দিন আলি খাঁ ও কন্যা রাহাতন্নেছা খাতুন, বিভাগ অনুসারে এক অংশ প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মী বিবির এক কন্যা, বদরন্নেছা ও পুত্র কুদ্রত আলি খাঁ, অপর অংশ গ্রহণ করেন। দৌলত খাতুনের ៸৮/ অংশ তৎপুত্র দেলদুয়ারের ছৈয়দ আবদুল জব্বার ও নবাব আবদুল ছোভান প্রাপ্ত হন। ইদন খাতুনের ៸৮/ অংশ লতিফন্নেছা ও মির আতহর আলি প্রাপ্ত হইয়া অভাব হইলে আতহর আলির অংশ হইতে কিছু অংশ খরিদসূত্রে করটীয়ার আমজদালী প্রাপ্ত হইয়াছেন। লতিফন্নেছার অংশ "মত উল্লি" সূত্রে আবদুল রহেমান চৌধুরী পাইয়াছেন। ইহারা পাকুল্লার জমিদার নামে পরিচিত। অবশিষ্ট মাজাম আলি খাঁর ៸১৬॥// ক্রান্তি, দুই কন্যা নুরন্নেছা ও নজমন্নেছা এবং দুই পুত্র আবদুল আজিজ খাঁ ও আবদুল হাকিম খাঁ প্রাপ্ত হন। আবদুল

আজিজ খাঁ পূর্ব্বোক্ত রাহাতুন্নেছাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার অংশও প্রাপ্ত হন। এই অংশ বর্ত্তমান সময় তাঁহার পুত্র গেন্দা মিঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবদুল হাকিম খাঁর অংশ, তৎপুত্রদ্বয় আবু আহম্মদ গজনভি ও আবদুল হালিম গজনভি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহারা দেলদুয়ারের জমিদার বলিয়া পরিচিত। সার্ভে নকসায় এই পরগণার ভূমির পরিমাণ ৪৪১৩৩০ একর ৩ রোড ৩৪ পোল, পরিমাণ-ফল, ৬৮৯.৫৮ বর্গ মাইল ও গ্রামসংখ্যা ৭৯৯ প্রদত্ত হইয়াছে। মোট পরগণার জমিদারী রাজস্ব ৫৪১৩৬৲ টাকা।

আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে বড়বাজু পরগণার নাম দেখা যায়। তৎকালে ইহার সরকারী রাজস্ব, আরও চারিটী মহালের সহিত, ৪১৭৮১৪০ দাম বা ১০৪৪৫৩॥০ আনা নির্দ্দিষ্ট ছিল। সরকার বাজুহার অন্তর্গত মহালগুলির মধ্যে, বড়বাজুই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ "বাজু" ছিল। ব্লকম্যান্ সাহেব, বাজুর বহুবচন হইতে "বাজুহা" নামের উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* এই বাজু হইতে পশ্চিম ময়মসিংহে "বাজুর সমাজ" পরিচিত। আকবর সাহের সময়ে আটীয়া ও কাগমারী উভয় পরগণা, এই বাজুর অন্তর্গত ছিল। এবং সেই কারণেই এই দুই পরগণার নাম, আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে বা টোডরমল্লের বন্দোবস্ত কাগজে দেখা যায় না। ঈশা খাঁর প্রাধান্য সময়ে ঈশা খাঁ, এই পরগণা স্বীয় শাসনাধীন করেন। অতঃপর ঈশাখাঁবংশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে, বড়বাজু তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হয় ও বেল-

বড়বাজু।

* "The name Bajuha is the plural of the Parsian word Baju, an arm, a wing; as all the Mahals on this Sarkar have the word Baju after their names."

H. Blochmann's History & Geography of Bengal.

কুচির আবজাল মহম্মদ সাহেবের পূর্ব্ব-পুরুষের হস্তগত হয়। প্রাচীন দলিলাদিতে আবজাল মহম্মদ সাহেবেরই নাম লিখিত দেখা যায়। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। ইহাঁর নামে বড়বাজু পরগণার সর্ব্বত্র দরগা স্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান সমভাবে এখনও সেই স্বর্গীয় পুরুষের নামে "সিন্নি মানত" করে। প্রবাদ যে, তাঁহার নামে সিন্নি রাখিলে অসাধ্য সাধন করা যায়। এতৎসম্বন্ধে বহু অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। ইঁহার লোকান্তরের পর, ইঁহার বংশধরেরা জমিদারী প্রাপ্ত হন। ১৭৮৭ সনে, এই পরগণার ।৶০ আনা হিস্যায় সিরাজ আলি চৌধুরী, ৻১০ হিস্যায় হরিব্রজ রায়, ⁄১০ হিস্যায় শিবনাথ ও রাধানাথ, ৵৫ হিস্যায় কমলরাম ও গোকুলরাম, ৵৫ হিস্যায় জয়দেবের ৭ পুত্র ও অবশিষ্ট ৵৫ হিস্যায় মামুদ সুফার পুত্র মহম্মদ জিয়ান মালিক ছিলেন। ১৮০৩ সনে সিরাজ আলি চৌধুরীর মৃত্যুর পর, বিবন বিবি আপনাকে সিরাজ আলির বিধবা পত্নী' বলিয়া ।৶০ আনা অংশ দাবী করেন। কিন্তু জান খাতুন, প্রকৃত পত্নী স্থির হওয়ায়, তিনিই তখন ঐ অংশ প্রাপ্ত হন।* অতঃপর ব্রহ্মপুত্র নদের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যবুনা (যমুনা) নদীর উদ্ভব হইলে, এই পরগণার ॥⁄০ অংশের ভূমি যবুনার পশ্চিম তটে পতিত হয়। ১৮৭৫ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ঐ॥⁄০ আনা পাবনা জেলায় খারিজ হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ।৶০ :আনা ময়মনসিংহের ২৬ নং জমীদারী বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান সময়ে করটীয়া, কাগমারী,

* *Vide* Collector's letter, dated 1-10-1803. বন্দোবস্ত কাগজ ও দলিলে বিবন বিবির নাম দেখা যায়। সম্ভবতঃ তিনি পরে প্রকৃত ওয়ারিশ (স্ত্রী) সাব্যস্থ হইয়াছিলেন। এই জান খাতুন, মতিবিবির কন্যা ও আটীয়ার জমিদারীর মালীক, জানইয়ার খাঁর ভগ্নী। (আটীয়া দ্রষ্টব্য।)

টিকরিপাড়া, ভাঙ্গনি প্রভৃতির জমিদারগণ এই ।৶০ আনা হিস্তার মালীক। এই ।৶০ আনার সরকারী রাজস্ব ৯৮৫৩৶০। ১৮৫০ সনের জরিপে সমগ্র পরগণায় ১৮০০১১ একর ১ রোড ৯ পোল জমি, পরিমাণ-ফল ২৮১.২৭ বর্গ মাইল, ও গ্রামসংখ্যা ৬৬৯ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

সেরপুর।

সেরপুর, আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে, দশ-কাহনিয়া বাজু নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রবাদ এই, তৎকালে এই স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বিস্তার এত অধিক ছিল যে, তাহার "পারাপার" জন্য দশ কাহন কড়ি নির্দ্ধারিত ছিল। এই "পারাপারের" মাশুলের পরিমাণ হইতেই, এই বিস্তৃত মহাল "দশ-কাহনিয়া" নামে পরিচিত হয়। আকবর বাদসাহের সময় এই পরগণার সরকারী রাজস্ব ৬৪৫৬১০ দাম, অর্থাৎ ৪১১৪০।০ আনা ছিল। মোগল শাসন আরম্ভের পূর্ব্বে, এই পরগণা বা মহাল কোচরাজ দলিপ (দরিপ) সামন্তের রাজ্যান্তর্গত ছিল।* দ্বিতীয় ফিরোজ সাহার শাসন সময়ে তদীয় অনুচর মজলিস-সা হুমায়ুন, দলিপ সামন্তকে নিহত করিয়া, সেরপুর মুসলমান-শাসন অন্তর্ভুক্ত করেন। অতঃপর ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ঈশা খাঁর প্রাধান্য কালে তাহা ঈশা খাঁর করায়ত্ত হয় ও তৎপর তাহার অনুচর গাজিদিগের† হস্তগত হয়। এই গাজিদিগের শেষ জমিদার

* সেরপুর পরগণার অন্তর্গত গড়দরিপা গ্রামে অদ্যাপি দরিপ বা দলিপ সামন্তের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে।

† কথিত আছে, দিল্লীশ্বর আকবর সাহ ঈশাখাঁকে "মসনদ আলি" উপাধি প্রদান করিয়া দ্বাদশ পারিষদ সহ এতদ্দেশে প্রেরণ করেন। এই দ্বাদশজন মধ্যে, চারিজন গাজি ও চারিজন মজলিস বংশীয় পারিষদ ছিল। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর গাজিগণ সেরপুর ও ভাওয়াল পরগণা এবং মজলিসগণ নসিরুজিয়াল ও খালিয়াজুরী পরগণা গ্রহণ করেন।

সেরআলি গাজির নামানুসারে সেরপুর পরগণা পরিচিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেরআলি হইতে রামনাথ নন্দী এই পরগণা গ্রহণ করেন।* সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই পরগণা সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, এই পরগণা চাকলে কড়েবাড়ীর অধীনে নীত হয়। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে নন্দী ও দাস বংশীয় জমিদারদিগের মধ্যে এই পরগণা বিভক্ত হইয়া যায়। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে, এই পরগণা ভীমনারায়ণ, প্রতাপনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্রের নামে লিখিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ ও মহারাজ সূর্য্যকান্ত, কালীপুরের ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী প্রভৃতি এই জমিদারী ভোগ করিতেছেন। দশশালা বন্দোবস্তে ইহার সদর জমা ২৪৪৭৪৶০ আনা ধার্য্য হইয়াছে। সার্ভে নক্সায় জমির পরিমাণ ৫০৫১১৯ একর ১ রোড ৪ পোল, গ্রামসংখ্যা ৭৪৫ ও ভূমির পরিমাণফল ৭৮৯.২৫ বর্গমাইল প্রদত্ত হইয়াছে। এই জেলায় সেরপুর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পরগণা।

সুসঙ্গ।

মোগল শাসন আরম্ভের বহু পূর্ব্ব হইতে সুসঙ্গ-রাজগণ সুসঙ্গ পরগণার অধিপতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, রাজকুমার যাদবেন্দ্র অপুত্রক পরলোক গমন করিলে, ৵০ আনা অংশ, তদীয় দৌহিত্র পূর্ব্বধলার ভাদুড়ীদিগের হস্তগত হয়। ১৭৮৭ সনে এই দুই অংশের চৌদ্দ আনা অংশে রাজা রাজসিংহ ও দুই আনা অংশে শিবরাম সিংহের পৌত্রগণ (ঘাগরা ও পূর্ব্বধলা বংশ) মালীক ছিলেন। অতঃপর ১৮৬৩ সনে, (১২৭৯ আশ্বিন), রাজা গোপীনাথের উত্তরাধিকারসূত্রে শঙ্করপুরের প্রাণদা ও বরদা রাজকুমারীদ্বয় ৶৵০ আনা অংশ হইতে ।১৩/ অংশ

---

* স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত "বংশানুচরিত।

পৃথক করিয়া নেন। এই রাজকুমারীদ্বয়ের অংশ হইতে, নারায়ণ-ডহরের রামচরণ মজুমদার ৷১৩৷৴ ক্রয় করেন। ইহার পর রাজকুমারী-দ্বয়ের অবশিষ্ট অংশ বিভাগ হইলে, রাজকুমারী বরদা দেবীর দুই আনা হইতে, নারায়ণডহরের বর্ত্তমান জমিদারগণ পুনরায় ৷১৩৷৴ গ্রহণ করেন। অতঃপর রাজকুমারী বরদা দেবীর উত্তারাধিকারী হইতে, অবশিষ্ট অংশ ১৩০১ বঙ্গাব্দের ৩রা ভাদ্র, সুসঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজগণ ক্রয় ও পত্তনিসূত্রে গ্রহণ করেন। রাজকুমারী প্রাণদা দেবীর অংশ তৎ দত্তক পুত্র ঈশানচন্দ্র লাহিড়ী প্রাপ্ত হইয়া ১৩১২ সনের চৈত্র মাসে সুসঙ্গ-মহারাজদিগকে পত্তনী দিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সমগ্র জমিদারীর রাজস্ব ২০৩৭৭৷৴০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১৮৫০ সনে এই পরগণায় ৯৫৪ গ্রাম, ৩৭৯৮৯৮ একর ১ রোড ২৩ পোল জমি, ও ৫৯৩·৫৯ বর্গ মাইল পরিমাণফল ছিল।

নসিরুজিয়াল।

আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে, নসিরুজিয়াল পরগণা, নছরৎ-ও-জিয়াল নামে পরিচিত ছিল। সেই সময়, আরও তিনটী মহাল সহ, এই মহালের সরকারী রাজস্ব ১৮৬৭৭১৫ দাম বা ৪৬৬৯২৸৴০ আনা ছিল। বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা হোসেনসাহ কামরূপ অধিকার করিয়া, তাহার শাসনভার তৎপুত্র নছরৎ সাহের হস্তে প্রদান করেন। নছরৎ সাহ কামরূপের রাজা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে, পলায়নপর হইয়া গারো পাহাড় অতিক্রম করিয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনা হইতে এই পরগণা নছরৎ-ও-জিয়াল নামে অভিহিত হইয়াছে। নছরৎ ক্রমে তাঁহার সমস্ত প্রদেশ, নছরৎসাহী নামে অভিহিত করেন। আকবর সাহের সময় পর্য্যন্ত, এই প্রদেশ (সাধারণতঃ সম্পূর্ণ ময়মনসিংহ জেলা) নছরৎসাহী নামে পরিচিত ছিল। অতঃপর

ঈশা খাঁর শাসনকালে এই পরগণা ঈশা খাঁর হস্তগত হয়। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর, তাঁহার পারিষদ মসজিদ জালাল, নছরৎ-ও-জিয়াল পরগণার আধিপত্য গ্রহণ করেন। এই মসজিদ জালালের সুরক্ষিত আবাস-বাটীর বিচিত্র ভগ্নাবশেষ, রোওয়াইল-বাড়ীর নিবিড় অরণ্যে অন্ধকারে লয় পাইতেছে। দেওয়ান মসজিদ জালালের বংশধর দেওয়ান ফতেইয়ার খাঁর সময়ে, ইঁহাদিগের অবনতি ঘটে, ও মহালের ।৵১০ আনা হিস্যা বাহির হইয়া যায়। এই ।৵১০ আনার ।১০ আনা, আঁধার মাণিকের জমিদার, ও ৵০ দুই আনা নওপাড়ার চৌধুরীদিগের হস্তগত হয়। ১১৮৬ বঙ্গাব্দে, দেওয়ান সাহেবগণ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হন, এবং মহালও হস্তান্তরিত হইয়া যায়। এই সময় দুর্গাব্রহ্ম, মহালের ।১০ আনা, কিশোর চাঁদ ⁄০ আনা, মামুদ মানুয়ার ৵৩৫, অমর কৃষ্ণ ⁄৩৷৷, প্রেমনারায়ণ ৴১১৫, মহম্মদ মুজাফর ৶১২৷৷, রামরাম ৵০ আনা, ও শ্যামকিশোর ⁄০ এক আনা হিস্যার মালীক দণ্ডায়মান হন। ১১৮৮ সনে গবর্ণমেণ্ট, মালীকগণ হইতে সমস্ত হিস্যা গ্রহণ করেন, ও রামগোপাল ঘোষ নামক এক ব্যক্তির নিকট ইজারা পত্তন করেন, এবং জমিদারগণ নির্দ্দিষ্ট মালিকানা পাইতে থাকেন। অতঃপর ১৭৮৭ সনে উপর্য্যুক্ত মালীকগণের উত্তরাধিকারিগণ, যথাক্রমে তাঁহাদের পৈতৃক হিস্যা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন। অনন্তর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় মুক্তাগাছার নারায়ণ আচার্য্য, ধনকুড়ার গিরিশগোবিন্দ রায় চৌধুরী প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পৃথক করিয়া নেন। এইরূপে ১৮০০ সনের পূর্ব্বেই, এই মহাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুড়ি অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে, আঁধারমাণিক, নওপাড়া, মুক্তাগাছা, কোরাটী, কৃষ্ণপুর, ভবানীপুর, আঠারবাড়ী, ধনকুড়া প্রভৃতির জমিদারগণ

এই পরগণার মালীক। ১৮৫০ সনের জরিপ-কাগজে জমির পরিমাণ ১২৪২৬১ একর, ১৩ পোল, পরিমাণফল ১৯৪·১৬ বর্গ মাইল, গ্রাম-সংখ্যা ২৮৪ প্রদত্ত হইয়াছে। মোট জমিদারীর সরকারী রাজস্ব ২০০৮৬৸৶০।

হোসেনসাহী

হোসেনসাহী পরগণা, বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হোসেনসাহের নামে পরিচিত। হোসেনসাহ, ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতটভূমি জয় করিয়া, তাহা নিজ নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র তীরে, যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সে স্থানও তাঁহার নিজ নামে হোসেনপুর বলিয়া পরিচিত। টোডরমল্লের বন্দোবস্তে, এই পরগণার রাজস্ব ১৮২৭৫৪০ দাম বা ৪৫৬৮৮৷৷০ আনা নির্দ্ধারিত হয়। এই বন্দোবস্তের পর, ইহা ঈশা খাঁর শাসনান্তর্গত হয়। ঈশা খাঁর বংশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরগণাও তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হয়, এবং তাঁহাদিগের পারিষদ বেত্রাটীর দেওয়ানদিগের হস্তগত হয়। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে, নাটোর রাজবংশের প্রাধান্য সময়ে, এই পরগণা নাটোরের শাসনাধীন হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এই পরগণা রাজসাহীর কালেক্টরের অধীন ছিল। ঐ সনে মহারাজ রামকৃষ্ণের জমিদারী নীলাম হইলে, এই পরগণা খাজে আঁরাতুন নামক আর্ম্মাণী ক্রয় করেন; এবং মহালও রাজসাহীর কালেক্টরী হইতে এই জেলার কালেক্টরীর অধীন হয়। অতঃপর আরাতুনের বংশধরদিগের মধ্যে এই জমিদারী বিভক্ত হইয়া যায়। বিভাগ অনুসারে বিবি কেথারিনা, বিবি এজিনা, ষ্টিফেন্স ও কেসপার্জ্জ, জমিদারী চারি সমান ভাগে প্রাপ্ত হন। তৎপর আঠারবাড়ীর শম্ভুরায় কেসপার্জ্জের অংশ, মোহিনী মোহন রায় কেথারিনার অংশ, নীলকর

ওয়াইজ ও গোবিন্দ দত্ত এজিনার অংশ এবং ওয়াইজ স্বতন্ত্র ভাবে ষ্টিফেন্সের অংশ ক্রয় করেন। এই নীলকর ওয়াইজের নামে এক সময় ময়মনসিংহের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভয়ে থরথরি কম্পিত হইত। ওয়াইজ সাহেব এদেশ পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার জমিদারী হোসেনসাহীর চারি আনা অংশ মুক্তাগাছার জমিদার রামকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও অবশিষ্ট অংশ গাঙ্গাটীয়ার দীননাথ চক্রবর্ত্তী, মসূয়ার হরিকিশোর রায়, সরারচরের জয়গোবিন্দ রায় ও টি, টি, কেলানোজ ক্রয় করেন। রামকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর ।০ আনা অংশ, তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর নাবালক অবস্থায়, পৈতৃক ঋণের জন্য, কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক বিক্রীত হয়; এবং উহা ১২৮৫ সনে শম্ভুরায়ের পুত্র, মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী ক্রয় করেন। অন্যান্য মালীকগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশও ক্রমে বিক্রয় হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরীর পত্নী জ্ঞানদাসুন্দরী চৌধুরাণী, এই পরগণার মালীক ও পত্তনিসূত্রে ৸৶০ আনা, গাঙ্গাটীয়ার অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য অবশিষ্ট দুই আনা অংশের মালীক আছেন। সার্ভেনক্সায় জমির পরিমাণ ২০৮২৭৬ একর ১ রোড ৩১ পোল, পরিমাণফল ৩২৫.৪৩ বর্গ মাইল ও গ্রামসংখ্যা ৭০৭ প্রদত্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৪৫৪৫৭৸৶০।

হোসেনপুর। জোয়ার হোসেনপুর, হোসেনসাহী পরগণার অন্তর্গত একটী বৃহৎ জোয়ার।* হোসেনসাহীর পূর্ব্ব জমীদারগণ শাসন সৌকর্য্যার্থে এই মহাল মূল পরগণা হইতে

---

* জোয়ার– পরগণার অন্তর্গত বিভাগ বিশেষ।

নবাবী আমলে পরগণার জমিদারগণ, খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য, পরগণার অংশ পৃথক করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জিম্মাদারের হস্তে রাখিতেন। এই সকল অংশ বা বিভাগ, তপ্পা জোয়ার প্রভৃতি নামে পরিচিত হইত। জিম্মাদারগণও যথাক্রমে তপ্পাদার, জোয়ারদার প্রভৃতি উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইতেন।

পৃথক করিয়া লইয়াছিলেন। এই বিভাগ-সম্পাদন, টোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তের পরে হইয়াছিল ; নতুবা টোড়রমল্লের বন্দোবস্ত কাগজে ইহার উল্লেখ দেখা যাইত। সম্ভবতঃ ঈশা খাঁর বংশধরগণ কর্ত্তৃক এই জোয়ার মূল মহাল হইতে পৃথক হইয়াছিল। এই মহালও কালক্রমে হোসেনসাহীর সহিত নাটোর-রাজবংশের হস্তগত হয়, ও পরে আর্ম্মাণী আরাতুন ক্রয় করেন। এই জোয়ারের অন্তর্গত কতিপয় বৃহৎ বৃহৎ মহাল লইয়া আরাতুনের সহিত কাটাখালীর (কিশোরগঞ্জ) সুপ্রসিদ্ধ পরামাণিকদিগের বহুদিন বিবাদ চলিয়াছিল। পরিশেষে পরামাণিকদিগের জয় লাভ হয়, ও জোয়ার হোসেনপুরের সমস্ত মহাল তালুকদারগণ নিজ তালুক বলিয়া কালেক্টরীতে খারিজ করিয়া ফেলেন; সুতরাং জমিদারী স্বত্ব লুপ্ত হইয়া যায়। সার্ভে নক্সায় এই জোয়ারের জমির পরিমাণ ৮৭২৬৭ একর ১ রোড ১৭ পোল। পরিমাণফল ১৩৬·৩৬ বর্গ মাইল, ও গ্রামসংখ্যা ২৮৭ প্রদর্শিত হইয়াছে।

হাজরাদী।

টোডরমল্লের বন্দোবস্ত সময়ে হাজরাদী সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল না। তৎকালে এই অঞ্চলে লক্ষ্মণ হাজরা নামক এক কোচরাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। ঈশা খাঁ এতৎপ্রদেশে উপস্থিত হইলে লক্ষ্মণ হাজরা পলায়ন করেন। এই লক্ষ্মণ হাজরার নামানুসারে ঈশা খাঁ এই প্রদেশকে "হাজরাদী" নামে পরিচিত করেন। এই তপ্পা দশ শালা বন্দোবস্তের সময় পর্য্যন্ত ঈশা খাঁর বংশধরগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, এই পরগণার ।৵০ আনা অংশে দেওয়ান আছালত খাঁর বংশধরগণ।* ।/০ আনা অংশে দেওয়ান

* বন্দোবস্ত কাগজে ইঁহাদের নাম প্রদত্ত হয় নাই। বোধ হয় মনস্থর খাঁ ও মজহর খাঁ।

খোদাদাদ খাঁ, ও অপর ।৵০ আনা অংশে খোদানেওয়াজ খাঁর পুত্র আউলীআলী খাঁ ও নবিনেওয়াজ খাঁর পুত্র (অলি) নেওয়াজ খাঁ ভোগ দখল করিতেন। অতঃপর ১৮০০ সনে জমিদারী রক্ষণে অসমর্থ হইয়া ষোল আনার মালীকগণ একত্রে সমগ্র জমিদারী গবর্ণমেণ্টে ইস্তেফা প্রদান করেন। গবর্ণমেণ্টেও ৩৫২৯।৵০ আনা বাৎসরিক মালীকানা সাব্যস্তে হাজরাদীর জমিদারী খাস করিয়া ফেলেন বর্ত্তমানে জমিদারীর যে অংশ মালীকগণ ভোগ করিতেছেন, তাহা বাদসাহী নিষ্কর। সার্ভে নকসায় সমগ্র পরগণার ভূমির পরিমাণ ২০৬১২১ একর ০ রোড ৩৭ পোল। পরিমাণফল ৩২২·০৭ বর্গ মাইল ও গ্রামসংখ্যা ৪০০ প্রদত্ত হইয়াছে।

খালিয়াজুরী।

খালিয়াজুরী পরগণা এক সময়ে "ভাটী" নামে পরিচিত ছিল। এই স্থানে কামরূপের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীতারি নামক কোন ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক এতৎপ্রদেশ অধিকৃত হইলে, তাহা কামরূপরাজ্যের শাসনচ্যুত হয়। আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে ঈশা খাঁকে এই "ভাটী" অঞ্চলের অধীশ্বর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই "ভাটী" মহাল তৎকালে সরকার বাজুহার জলকর মহালের অন্তর্গত ছিল। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর এই পরগণা ঈশা খাঁর পারিষদ মজলিস দিগের হস্তগত হয়। অল্পকাল পরে মজলিসদিগের হস্ত হইতে হোমবংশের শাসনাধীন হয়। সেই সময় হইতে বিগত উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্য্যন্ত এই পরগণা তাঁহাদিগেরই হস্তে শাসিত হইতে থাকে। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জেলা বন্দোবস্তের সময়

* Collector's letter to the Board of Revenue, dated 11-9-1802

এই পরগণা রামশঙ্কর চৌধুরী, জয়প্রসাদ চৌধুরী, অনুপনারায়ণ চৌধুরী, মোহনরাম চৌধুরী, মাণিকরাম চৌধুরী, আবুলওয়াল্লা চৌধুরী, মহম্মদ গহুর, মহম্মদ রুশন ও মহম্মদ রঞ্জি, এই কয় ব্যক্তির নামে লিখিত ছিল। এই হিন্দু ও মুসলমান মালীকগণ একই পূর্ব্ব-পুরুষের সন্তান।* ১২০৪ বঙ্গাব্দে তৎকালীন মালীকগণ ঋণগ্রস্ত হইয়া, পরগণার ॥০ আনা হিস্যা খাজে ওয়ালীস নামক একজন আর্ম্মাণীর নিকট ৫০০১৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন ও অবশিষ্ট ॥০ আট আনা তাঁহার নিকটেই ৯ বৎসর মেয়াদে ইজারা পত্তন করেন। কিছুদিন পরে উক্ত সাহেব, ইজারা মহালের তর্কে মালীকগণের নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করেন। মালীকগণ জমিদারী রক্ষার জন্য ঐ ॥০ আনা, হিস্যা শিবচরণ দত্ত ও আক্তরজমা খাঁ নামক দুই ব্যক্তির "বিনামীতে" এক কাওলা সম্পাদন করেন। এই সময় আর্ম্মাণী, ওয়ালীসেব দাবির ডিক্রির জন্য, মহাল ক্রোক হয়। মালীকগণ অনন্যোপায় হইয়া ১২১৫ সনে এই ॥০ আনা জমিদারী ও ধানকুড়ার রামকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ রায়ের নিকট বিক্রয় করেন। ওয়ালীসের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই কন্যা ॥০ আনা জমিদারীর মালীক হন। এই কন্যাদ্বয়ের এক কন্যার।০ আনা অংশ, করটিয়ার জমিদার সায়াদত-আলি খাঁ ২২০০০৲ টাকায় ক্রয় করেন, ও অপর কন্যার।০ আনা উপর্য্যুক্ত রামকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ রায়ের উত্তরাধিকারী গিরীশ বাবু ও গোবিন্দ বাবু ৩২০০০৲ টাকায় ক্রয় করেন। এইরূপে ধানকুড়ার জমিদারগণ ৸০ আনা ও কর টিয়ার জমিদার।০ আনা প্রাপ্ত হন।

* প্রবাদ যে, মুর্শিদকুলি খাঁ খালিয়াজুরী পবগণা "খাস" করিয়া ফেলিলে, খালীয়াজুরীর হিন্দু জমিদারদিগের একজন মুর্শিদাবাদ যাইয়া, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও জমিদাবী উদ্ধার করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সন্তানগণই সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

ধানকুড়ার জমিদারগণের হিস্যা হইতে পূর্ব্ব মালীক কদম্বশ্রীর আক্তরজমা খাঁ আদালত যোগে ৴৪৷২ চারি গণ্ডা এক কড়া দুই কাগ অংশ পৃথক করিয়া লইয়াছেন। সার্ভে নক্সায় জমির পরিমাণ ১৭১১৭৩ একর—০—২৫ পোল। পরিমাণ-ফল ২৬৭৷৪৬ বর্গ মাইল ও গ্রামসংখ্যা ১৬৪ প্রদত্ত হইয়াছে। সদর জমা ১৬৫১৴৯ সিক্কা বা ১৭৬১৴০ আনা।

জয়নসাহী।

আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে জয়নসাহী পরগণার উল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ তৎকালে ইহা "সায়র-জলকর" মহালের অন্তর্গত ছিল। সরকার বাজুহার অন্তর্গত যে "সায়র-জলকর" মহাল লিখিত হইয়াছে, তাহা খালিয়াজুরী ও জয়নসাহী ব্যতীত অন্য কোন স্থান বলিয়া অনুমান করা যায় না। এই সায়র-জলকর মহালের বাদসাহী রাজস্ব, রাজস্ব-সচিব টোডরমল্ল ২৬১২৮০ দাম বা ৬৫৩২৲ টাকা নির্দ্ধারণ করেন। প্রবাদ যে, ঈশা খাঁর শাসন সময়ে সায়রের এই অংশ জয়নসাহ নামক কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত এবং তাঁহার নামানুসারে পরগণার নামকরণ হইয়াছিল। ঈশা খার সনন্দ অনুসারে দেখা যায়, এই পরগণা তৎকালে ঈশা খাঁর ২২ পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বংশের অধঃপতনেব পর, এই পরগণা, ফতে খাঁ ও জা × × * খাঁ বাদসাহী ফবমান অনুসারে ভোগদখল করেন। ক্রমে জেলা-বন্দোবস্ত কালে, ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, মহম্মদ মনোহর আলি ও নুর হায়দরের সহিত এই পরগণার বন্দোবস্ত হয়।

* ১৮৪৩ সনের ২৭শে মে তাবিখের লাখেরাজ বাজেআপ্তি মোকদ্দমার রোবকারী দ্রষ্টব্য। ঐ দলিলেব এই স্থান ছিন্ন হওয়ায়, নামটী সম্যক অবগত হওয়া গেল না।

কিছুকাল পরে মনোহর আলির ॥১৪ গণ্ডা হিস্যা বিক্রয় হইলে, কালীপ্রসাদমুন্সি ক্রয় করেন। ১২০৩ সনে নুর হায়দরের ।৶৫। কড়া জমিদারী, যাহা নয় কোষা * নামে পরিচিত, তাহা হইতে ৵১। রামসুন্দর দেব ক্রয় করেন। রামসুন্দর গোলাপ বিবির নিকট বিক্রয় করেন। ১২০৫ সনে গোলাপ বিবির ৵১। অংশ হইতে ৻৪।৮ তিল নীলাম হইয়া যায়, ও রামনিধি দাস ক্রয় করেন। ১২০৬ সনে নুর হায়দরের অংশ ।৴৪ গণ্ডাও নীলাম হইয়া যায় এবং রামনারায়ণ সিং ক্রয় করেন। ১২০৭ সনে ঐ অংশ রাম-নারায়ণ সিং হইতে পঞ্চানন দাস গ্রহণ করেন। পঞ্চানন দাস

* পরগণা জয়নসাহীর অংশ "নয়কোষা" ও "দশকোষা" নামে পরিচিত থাকিবার একটী বিশেষ ঐতিহাসিক কারণ আছে। মুসলমান শাসনকালে মহালের নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত সীমান্ত প্রদেশস্থ মহালগুলির উপর দেশরক্ষার্থে সৈন্য প্রতিপালন জন্যও এক প্রকার কর ধাযা ছিল। ঐ কর দ্বারা সেই সেই প্রদেশে রক্ষিত সৈন্যগণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এইরূপ সৈন্য প্রদান ব্যতীত সেই সকল পরগণা হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক হস্তী, অশ্বও প্রদান করিতে হইত। যে সকল মহাল, সায়র-জলকরের অন্তর্গত ছিল, ঐ সকল মহাল হইতে হস্তী, অশ্বের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যুদ্ধোপযোগী কোষ বা নৌকা প্রদান করা হইত। যে পরগণা যত সংখ্যক কোষপ্রদানের জন্য দায়ী, সেই পরগণা তত "কোষা" বা "কোষা" বলিয়া পরিচিত ছিল। এই কোষ (নৌকা বা নাও) প্রদানের জন্য যে পৃথক কর ধায্য থাকিত তাহার নাম "নাওযারা জমা"। পরগণা জয়নসাহীর নাওয়ারা হইতে সৈন্য পরিচালনোপযোগী কুড়ি খানা কোষ রক্ষিত হইত, ও কায্যকালে ব্যবহৃত হইত। এই পরগণার উপর কুড়িখানা কোষা প্রদানের ভার ছিল বলিয়া নবাবী কাগজপত্রেও এই পরগণা কুড়ি কোষা নামে পরিচিত ছিল। পরে পরগণা দুই মালিকের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায়, সাড়ে নয়কোষা ও সাড়ে দশকোষা নামে অভিহিত হইতে থাকে। কাল ক্রমে সাড়ে লোপ হইয়া, মহাল নয়কোষা ও দশকোষা নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ যুদ্ধোপযোগী কোষ প্রদানের জন্য এই "কোষা" নামের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত সরাইল পরগণা হইতে বাইশ খানা কোষ প্রদান করিতে হইত বলিয়া উক্ত পরগণাও "বাইশ কোষা" নামে পরিচিত ছিল। অতঃপর সরাইল পরগণা চৌদ্দ কোষা ও আট কোষাতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

হইতে ঐ অংশ ঐ সনে মতি বিবি গ্রহণ করেন। ১২০৮ সনে অপর দুই ক্ষুদ্র অংশও পঞ্চানন দাস নীলাম খরিদ করেন, এবং চান্দ বিবির নিকট বিক্রয় করেন। ১২০৯ সনে মতি বিবির অংশ পুনরায় নীলাম হয় এবং আহাম্মদ উল্লা ক্রয় করেন, ১২১১ সনে চান্দ বিবি আহাম্মদ উল্লাব অংশ নীলামে ক্রয় করিয়া নিজ ক্ষুদ্র হিস্যা কালীপ্রসাদের নিকট বিক্রয় করেন। ১২১৩ সনে, কুলদ্দিন (Kuladeen) (*sic*) চান্দ বিবির অংশ ক্রয় করেন। ১২১৬ সনে চান্দ বিবি পুনরায় কালীপ্রসাদের হিস্যা ক্রয় করেন, ও ১২২৮ সনে কুলদ্দিনের হিস্যা ক্রয় করিয়া সম্পূর্ণ নয় কোষা (।৴৫। কড়া) জমিদারীর মালিক হন। এবং মৃত্যুর সময় (১২৪২ সন) পর্য্যন্ত তাহা ভোগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, নয় কোষা রাজস্ব বাকীতে নীলাম হইয়া যায়, ও গবর্ণমেণ্ট পক্ষে ২৩০০০৲ হাজার টাকা মূল্যে খরিদ হইয়া তালুকী স্বত্বে বন্দোবস্ত হয়। অতঃপর কালীপ্রসাদ মুন্সি তাঁহার ক্রীত অংশ ॥১৪ গণ্ডা ১২২০ সনের ২রা বৈশাখ ঢাকার গাজে নিকলস্ মার্কারের নিকট বিক্রয় করেন।* ১২৮৪ সনে এই ॥১৪ গণ্ডা অংশ ষোল আনা রূপে ধরিয়া ॥০ আনা ঢাকার নবাব আবদুল গণি ক্রয় করেন। অতঃপর মহারাজা সূর্য্যকান্ত ৵১৭২ ও আম্বাড়ীয়ার হেমচন্দ্র চৌধুরী ।/২২ গণ্ডা ক্রয় করেন। গবর্ণমেণ্টের জরিপ কাগজে এই পরগণার জমির পরিমাণ ১৫৭৭২২ একর—০ রোড ৩১ পোল। পরিমাণ-ফল ২৪৬'৪৪ বর্গ মাইল, ও গ্রামসংখ্যা ১৪৬

* Collector's letters, dated 29-7-1837, 9-3-1839, & Report of Babu Dharam Chandra Ghose, Deputy Collector dated 24-8-1839.

প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জমিদারীর অংশ দশকোষা নামে পরিচিত। এই দশকোষার সরকারী রাজস্ব ১০৫২৫৸৶০।

কুড়িখাই।

তপ্পা কুড়িখাই পূর্ব্বকালে বরদাখাত পরগণার অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ঈশা খাঁর শাসনাধীনে ছিল। ঈশা খাঁর বংশধরগণের ক্রম-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে এই অংশ পরগণা হইতে পৃথক হইয়া যায়। অতঃপর ঈশা খাঁর অধস্তন পঞ্চম বংশধর দেওয়ান আদম খাঁ বিভাগ অনুসারে কুড়িখাইর সম্পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইযা জঙ্গলবাড়ী ত্যাগ করেন ও ভাগলপুর আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। দেওয়ান আজম খাঁর বংশধর দেওয়ান ২য় এয়জ মহম্মদ খাঁর সময়ে, সরকারী রাজস্বের ত্রুটিতে, মহাল মুর্শিদাবাদের নবাব কর্ত্তৃক "খাস" হইয়া যায়। এই ঘটনা ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘটিয়াছিল। ১৭৮৭ সনে জেলা স্থাপন হইলে, জেলার কালেক্টর, মহম্মদ ঘোসী (Ghosi) (*sic*) নামক কোন ব্যাক্তির সহিত এই মহালের বন্দোবস্ত করেন। ইহার পর পুনরায় মহাল ভাগলপুরের দেওয়ানদিগের হস্তগত হয়। কিন্তু দেওয়ান-বংশধর ইব্রাহিম খাঁর সময় মহাল নীলাম হইয়া যায়, এবং মুক্তাগাছার ভবানীকিশোর আচার্য্য চৌধুরী উহা ক্রয় করেন। ভবানীকিশোর এই মহাল অধিকার করিতে উদ্‌যোগ করিলে, ভৈরব বাজারে এক ভয়ানক দাঙ্গা হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। কথিত আছে এই "হাঙ্গামায়" এত লোক নষ্ট হইয়াছিল যে, মনুষ্য রক্তে মেঘনা নদের জল রঞ্জিত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। ভবানীকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর উত্তরাধিকারী জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বর্ত্তমান সময়ে এই পরগণার ষোল আনা জমিদারীর মালীক। এই জমিদারীর সদর জমা ১০৯১০৸৶০ আনা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদম সুমারি।

জনসংখ্যা—প্রাচীন কথা; অধিবাসী, প্রবাসী ও নিবাসীর সংখ্যা; প্রবাসীর সংখ্যার বিবরণ; থানা ওয়ারি এলাকার পরিমাণ-ফল, গ্রামসংখ্যা ও লোক-সংখ্যা। ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম মন্দির—ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা; থানা ও মহকুমা ওয়ারি ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা, মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসী সংখ্যার তুলনা; খৃষ্টান মিসন; প্রেতোপাসক; ব্রাহ্মসমাজ; বৈষ্ণব-সম্প্রদায়; দেবালয়; মসজিদ। জাতি—বিভিন্ন জাতির কথা; বিবাহিত ও অবিবাহিতের সংখ্যা; ভাষা বিভিন্ন ভাষীর সংখ্যা; উচ্চারণের বিভিন্নতা; গ্রাম্যশব্দ।

জনসংখ্যা।

বিগত ১৯০১ সালের সেন্সস্ অনুসারে ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা ৩৯১৫০৬৮।

এ জেলায় ১৮৮১ সনে প্রথম লোকগণনা আরম্ভ হয়।* তৎপর দশ বৎসর পর ক্রমে তিন বার গণনা হইয়াছে। ১৮৮১ সনে আদম সুমারির বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলে, সমগ্র দেশে এক অশান্তির ভাব লক্ষিত হয়। অশিক্ষিত লোক, উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া দাঙ্গা হাঙ্গামার সূত্রপাত

প্রাচীন কথা।

* ১৮৭২ সনেও লোকসংখ্যা গণনা করা হইয়াছিল, কিন্তু সে গণনা সূক্ষ্ম রূপে হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে সেন্সাস্ ১৮৮১ সন হইতেই আরম্ভ হয়।

করিয়াছিল।* সেন্সস্ অশিক্ষিত লোকের মনে নানা আতঙ্ক উৎপাদন করিয়াছিল। তাহারা সেন্সস্‌কে "ছেনিকাড়ার ধুম" বলিত।

জনসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। প্রতি দশ বৎসরে কত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১
পুং	১১৮৮৮১৬	১৫৫৫০০৫	১৭৮৮৬১৬	২০১৪৮০৫
স্ত্রী	১১৬২৮৭৯	১৫০০২৩২	১৬৮৩৫৭০	১৯০০২৬৩
মোট	২৩৫১৬৯৫	৩০৫৫২৩৭	৩৪৭২১৮৬	৩৯১৫০৬৮

এই জেলায় বিভিন্ন স্থানের বহু লোক চাকুরী ও ব্যবসায় করিয়া থাকে। এ জেলারও বহুলোক ভিন্ন ভিন্ন জেলায় আছে। এই উভয় সংখ্যাসহ জেলা নিবাসী ও জেলার বর্ত্তমান (১৯০১ সনের আদম-স্থমারির) অধিবাসী সংখ্যার তালিকা প্রদত্ত হইল্প।

অধিবাসী, প্রবাসী ও নিবাসীর সংখ্যা।

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
জেলার লোকসংখ্যা	৩৯১৫০৬৮	২০১৪৮০৫	১৯০০২৬৩
প্রবাসী (ভিন্ন স্থানের লোক)	১১৫০১০	৮২৭৬০	৩২২৫০
বিদেশ বাসী	৮০৫৬৫	৪৫৯৭১	৩৪৫৯৪
জেলা নিবাসী	৩৮৮০৬২৩	১৯৭৮০১৬	১৯০২৬০৭

* সেন্সাসের পরও বহুদিন লোকের আতঙ্ক দূর হইয়াছিল না। এতৎ সম্বন্ধে তৎকালীন জেলা কালেক্টর আলেক্‌জাণ্ডার সাহেব লিখিয়াছিলেন :—

"I do not remember ever to have noticed such strangulation in public opinion, that is, if we consider that of the masses and not that of the educated minority; perhaps it was the excitement caused by the census last year." General Administration Report, 1881-82.

প্রবাসীর সংখ্যার বিবরণ।

উপর্য্যুক্ত তালিকায় অবগত হওয়া যায়, ১৯০১ সনের লোক গণনার সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ১১৫০১০ জন লোক এ জেলায় ছিল এবং এই জেলারও ৮০৫৯৫ জন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিল। কোন স্থানের কত লোক এই জেলায় ও এই জেলার কত লোক কোন স্থানে ছিল, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

	এই জেলার লোক অন্য স্থানে	অন্য স্থানের লোক এই জেলায়		এই জেলার লোক অন্য স্থানে	অন্য স্থানের লোক এই জেলায়
বর্দ্ধমান বিভাগ	৩৫০	৬৮০	পাবনা	৬১৩৩	৬৬৭৯
বর্দ্ধমান	৮৯	৩৪৯	পাটনা বিভাগ	৬৮	১৮৬০৪
বীরভূম	২৩	১২	পাটনা	৩৭	৪৮৮
বাঁকুড়া	২৪	১৬১	গয়া	৪	১৫৭
মেদিনীপুর	২৪	২৯	সাহাবাদ	১৮	১০৫১
হুগলী	৯১	১১০	সারণ	৯	১৩৭৪৬
হাবড়া	৯৯	১৯	চাম্পারণ বিভাগ	১৪	১৮৬০৪
রাজসাহী বিভাগ	২০৪২৫	৯১৩৭	চাম্পারণ	১২	১৮২
			মজফরপুর	১	১৯৯৫
রাজসাহী	১২৮৩	২৮৯	দ্বারভাঙ্গা	১	৯৮৫
দিনাজপুর	৮৪২	২৩	ছোটনাগপুর বিভাগ	৫৭	২৩৫
দার্জিলিং	১২	৬	হাজারিবাগ	৪১	১৬২
জলপাইগুড়ি	৬৩	—	রাঞ্চি	০	৩
রংপুর	১০২৬৬	৯৬৯	মানভূম	১০	৭০
বগুড়া	১৭২৬	১১৭১	সিংহভূম	৬	০

	এই জেলার লোক অন্য স্থানে	অন্য স্থানের লোক এই জেলার		এই জেলার লোক অন্য স্থানে	অন্য স্থানের লোক এই জেলায়
উড়িষ্যা বিভাগ	২৫৫	৩৯৩	ঢাকা বিভাগ	২৮৫১১	২৪৮৫৩
কটক	১২	২৩৬	ঢাকা	২৭২৭৭	২২৪৩৪
বালেশ্বর	২২	৭২	ফরিদপুর	৮৬৬	১৮৫৩
আঙ্গুল	২	১	বাখরগঞ্জ	৩৬৮	৫৬৬
পুরী	২১৯	৮৪	চট্টগ্রাম বিভাগ	২৭৬৫	১০৪৭৬
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	৪৮৮৭	১৭১৬	ত্রিপুরা	২৬৫২	১০১১৮
২৪ পরগণা	৩০৯	৫৫	নোওয়াখালি	৪৮	১১২
কলিকাতা	৩৪২২	২১২	চট্টগ্রাম	৬৫	২৩৬
নদীয়া	৩৫৫	৯৩১	কোচবিহার	৭৩০	৩২
মুর্শিদাবাদ	৩৩৬	১১৫	পার্ব্বত্য ত্রিপুরা	৪০	০
যশোহর	৯৯	৩১৫	আজমীঢ়	০	১৫
খুলনা	৩৬৬	৫২	আসাম	০	৯৮৯০
ভাগলপুর বিভাগ	১৫৮	৯৯৯	ছোটনাগপুর	০	১
ভাগলপুর	৩	৮৩	বেরার	০	১
মুঙ্গের	৪৫	৮৮০	বোম্বাই	০	১১
পূর্ণিয়া	৪	১৫	সিন্ধু	০	১১
মালদহ	৬৬	১৬	ব্রহ্মা	০	৯
সাঁওতাল পরগণা	৪০	৫	মধ্যপ্রদেশ	০	২৭
			মান্দ্রাজ	০	৬
			যুক্তপ্রদেশ	০	৩৬৮৯১
			পঞ্জাব	০	৪৩

	এই জেলার লোক অন্য স্থানে	অন্য স্থানের লোক এই জেলায়		এই জেলার লোক অন্য স্থানে	অন্য স্থানের লোক এই জেলায়
মিত্ররাজ্য সমূহের	০	৬৫৮	ইউরোপ	০	১২
ভারতবর্ষের বাহিরে এসিয়ার অন্য স্থানের		৩০৩	আফরিকা	০	১
			অষ্ট্রেলিয়া	০	৬

থানওয়ারি এলাকার পরিমাণ ফল, গ্রাম সংখ্যা ও লোক সংখ্যা।

বিগত আদমসুমারির সময় প্রতি থানার এলাকায় কত অধিবাসী ছিল, এলাকার পরিমাণফল ও গ্রাম সংখ্যা সহ তাহা প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট—"ক" দ্রষ্টব্য।)

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমন্দির।

ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা।

এ জেলায় হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। গত ১৯০১ সনের সেন্সাসে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী কত লোক এ জেলায় বাস করিত তাহা প্রদর্শিত হইল।

ধর্ম্মাবলম্বী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	১০৮৮৮৫৭	৫৬৯৩৫২	৫১৯৫০৫
ব্রাহ্ম	১০৩	৫৬	৪৭
মুসলমান	২৭৯৫৫৪৮	১৪২৯৭৬৪	১৩৬৫৭৮৪
জৈন	২৯২	২৬০	৩২
খৃষ্টান	১২৯১	৬৭৯	৬১২
বৌদ্ধ	১৪	১৪	০
প্রেতোপাসক	২৮৯৫৮	১৪৬৭৭	১৪২৮১
অন্যান্য	৫	৩	২
মোট	৩৯১৫০৬৮	২০১৪৮০৫	১৯০০২৬৩

১৮৮১ ও ১৮৯১ সনে জনসংখ্যা গণনার সময়, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী লোক কত ছিল, তাহার সংখ্যাও প্রদত্ত হইল।

	১৮৮১		১৮৯১	
ধর্ম্মাবলম্বী।	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	৫০৪৫৭৩	৪৮৩০৩৫	৫৪৮৪৭৩	৪৯৭০৯৩
মুসলমান	১০৩৭০০২	১০০৪৫২১	১২২৪৬৯৪	১১৭১৭৮২
খৃষ্টান	৮২	৬৯	১০৮	১০৩
প্রেতোপাসক	১৩৩৪৮	১২৬০৭	১৫০৭০	১৪৫৩৯
অন্যান্য	...	..	২৭১	৫৩

থানা ও মহকুমা ওয়ারি ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা।

প্রতি থানা ও মহকুমায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান ও প্রেতোপাসকের সংখ্যা কত, তাহা পৃথক করিয়া দেখান গেল (পরিশিষ্ট "খ" দ্রষ্টব্য)।

মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর সংখ্যার প্রায় তিন গুণ অধিক।

মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসী সংখ্যার তুলনা।

হিন্দুর সঙ্গে তুলনায় মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতও অধিক। হিন্দু অধিবাসীর তুলনায় জামালপুরে মুসলমানের বৃদ্ধির অনুপাত অন্যান্য উপবিভাগ অপেক্ষা অধিক। প্রায় সাড়ে চারি গুণ। নেত্রকোণায় মুসলমানের সংখ্যা অপর উপবিভাগগুলি অপেক্ষা ন্যূন। হিন্দুর সংখ্যা টাঙ্গাইল মহকুমায় অন্যান্য মহকুমা অপেক্ষা অধিক। জামালপুরে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অন্যান্য উপবিভাগ হইতে কম; মুসলমানের সংখ্যা সদর মহকুমায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। (পরিশিষ্ট "খ")।

খৃষ্টান মিশন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এ জেলায় প্রথম খৃষ্টান-মিসনের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই মিসন The Australian Victorian Baptist Foreign Mission

নামে পরিচিত। প্রথম প্রথম প্রচারকগণ ঢাকা থাকিয়াই এ জেলায় মিসনের কার্য্য চালাইতেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড এলিসন, ময়মনসিংহ নগরে আগমন করেন। তাহার পর হইতে রীতিমত প্রচারের কার্য্য চলিতেছে। কতিপয় বৎসর যাবৎ টাঙ্গাইলে ব্যাপটীষ্ট মিসন চার্চ্চ প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। সুসঙ্গের অন্তর্গত বিরেশিরীতেও একটী গির্জা আছে। খৃষ্টান অধিকাংশই গারো, হাজং প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি। ইহাদের সংখ্যা নেত্রকোণা মহকুমায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দুর্গাপুর থানাতে খৃষ্টানের সংখ্যা ৫৬৮। তৎপর ফুলপুব ; ফুলপুব থানায় খৃষ্টানের সংখা ৩৪৬।

প্রেতোপাসক।

প্রেতোপাসকগণ সমস্তই গারো। ইহারা রোগ উপশম এবং অন্যান্য বিবিধ উৎপাৎ নিবারণের জন্য "দেও" আহ্বান করিয়া থাকে। কোন বৃক্ষের নীচে বেড়াদিয়া সেই স্থানে ছাগ, শুকব ইত্যাদি পশু বলি দেয়। ইহাতেই নাকি তাহাদের অভীষ্ট দেবতাকে আহ্বান করা হয়।

ব্রাহ্ম সমাজ।

এ জেলায় সাধারণ ব্রাহ্ম ও নববিধান উভয় সমাজভুক্ত ব্রাহ্মই আছেন। নসিরাবাদ নগরে দুই সমাজের দুইটী উপাসনা মন্দির আছে। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ময়মনসিংহ নগরে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

ভেকধারী বৈষ্ণবেব সংখ্যা এ জেলায় ১২০৯১। তন্মধ্যে পুরুষ ৪৯৫২, স্ত্রী ৭১৩৯। এ জেলায় ভেকধারী বৈষ্ণবগণ অধিকাংশই রামকৃষ্ণ গোসাঞির শিষ্য। উক্ত মহাপুরুষের আখড়া শ্রীহট্ট জেলার অধীন বিথঙ্গল। এ জেলায় সাইটধা, গুরই, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে তাঁহার শিষ্যদিগের আখড়া আছে। রামকৃষ্ণের মতাবলম্বী ব্যতীত, বাউল, গুরুসত্য,

আগলশঙ্কর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোকও অনেক দেখা যায়। নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত ইচলিয়া গ্রামে আগলশঙ্করের আখড়া বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম এ জেলায় প্রবেশ করিয়াছিল। ভক্ত প্রধান মাধবাচার্য্য* সর্ব্ব প্রথমে এতদ্দেশে চৈতন্য ধর্ম্ম প্রচার করেন। আটীয়ার নিবিড় অরণ্যে গুপ্তবৃন্দাবন নামক স্থান শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নামের স্মৃতি আজও বহন করিতেছে।

দেবালয়।

এ জেলায় হিন্দু দিগের ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য জামালপুরের দয়াময়ীর বাড়ী, সেরপুরের রঘুনাথজীর বাড়ী, কিশোর-গঞ্জের ঝুলনবাড়ী, ভোগবেতালের গোপীনাথজীর বাড়ী, মঠখলার কালীবাড়ী, হুসেনপুরের কুলেশ্বরীর বাড়ী, লস্কর পুরের শিববাড়ী, মধুপুরের মদনগোপালের বাড়ী, টাঙ্গাইলের কালী-বাড়ী, দেউপুরে কালীবাড়ী, বেথৈরের আনন্দময়ী কালীবাড়ী, ময়মনসিংহের দুর্গাবাড়ী ও কালীবাড়ী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

মসজিদ।

মুসলমানদিগের ধর্ম্মস্থান—জামালপুরের অন্তর্গত দুর্ম্মুটের সাহা কামালের দরগা, কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত ইটনার মসজিদ, টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কদিম হামজানির মসজিদ, নেত্রকোণার অন্তর্গত মদনপুর ও সেকান্দর নগরের দরগা এবং সদরের অন্তর্গত মুক্ষির সাহা নিমকিনের দরগা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

* চণ্ডী প্রণেতা মাধবাচার্য্য একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইনি চৈতন্যের সম-সাময়িক লোক।

জাতি।

এই জেলায় বৈদ্যের সংখ্যা অতি অল্প। টাঙ্গাইল অঞ্চলেই অধিক। কিশোরগঞ্জ উপবিভাগে বৈদ্য ও কায়স্থে বিবাহ সম্বন্ধ চলিত। টাঙ্গাইল অঞ্চলে বৈদ্য-কায়স্থের সমাজ পৃথক। সময়ে সময়ে বৈদ্য এবং কায়স্থগণ আপন আপন শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের আন্দোলন করিয়া থাকেন।

বৈদ্য ও কায়স্থের হুজুগ ব্যতীত অন্যান্য জাতির মধ্যেও শ্রেষ্ঠতা স্থাপনের হুজুগ বিরল নহে। এই আন্দোলন আদম সুমারির (সেন্সস্) সময়েই আরম্ভ হয়; আবার কিছুদিন পরেই লুপ্ত হইয়া যায়। এই জেলায় এই হুজুগ ১৮৭১ সন হইতে আরম্ভ। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এই হুজুগ হইতে প্রচুর "নজরানা" গ্রহণ করিতে পারিতেন।*

বিগত সেন্সসের সময় এই জেলার হালুয়াদাসগণ "মাহিষ্য" উপাধি পাইবার জন্য আবেদন করে। গবর্ণমেণ্টে আবেদন গ্রাহ্য হয়।† কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, মাহিষ্য হইলে লোকে মহিষের সন্তান বলিবে তখন তাঁহাদের সে উন্নতি স্পৃহা তিরোহিত হইয়া যায়। তাঁহারা তাঁহাদের প্রার্থনা উঠাইয়া নেন।‡

* ১৯০১ সনের Distict Census Reportএ তদানীন্তন সেন্সস্ ডিপুটী কালেক্টর এই হুজুগ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—If government had not objected to the payment NAZARANA (fine), it would have afforded an opportunity of securing an innocent income.

† Census Superintendent's letter No 1627, dated 21-11-1900.

‡ এই ব্যাপারে একটী পুলিস কর্ম্মচারী হালুয়াদাসদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, মহিষ শব্দ অপত্যার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিলে মাহিষ্য হয়। সেন্সস্ ডিপুটী কালেক্টর

মুসলমানদিগের মধ্যে কুলু ও জোলা সম্প্রদায় যথা ক্রমে বেপারি ও কারিকরবাচ্যে অভিহিত হইবার জন্য প্রার্থনা করে। সেন্সস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করে; গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন।* গবর্ণমেণ্টের আদেশ আসিতে বিলম্ব হওয়ায় এবার তাহারা প্রার্থিত উপাধি প্রাপ্ত হয় নাই।

যুগী, সূত্রধর ও সাঁহার ব্রাহ্মণেরা "ব্রাহ্মণ" শ্রেণী ভুক্ত হইবার প্রার্থনা করেন। তাঁহাদিগকে "বর্ণ ব্রাহ্মণ" শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

সদর মহকুমার বারুইগণ কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিল। অনেক দলিল পত্রও দাখিল করিয়াছিল। কোন ফল হয় নাই।

সেরপুর ও নালিতাবাড়ী থানার রাজবংশীগণ "ব্যর্থ ক্ষত্রিয়" পদবী লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের চেষ্টা রাজপুরুষের কর্ণগোচর করাইতে অযথা বিলম্ব হওয়ায় তাহাদের এবারের প্রয়াস বিফল হয়।

যুগিগণ যজ্ঞসূত্র ধারণে প্রয়াসী হইয়া বিলক্ষণ অর্থব্যয় করিয়াছিল। যুগীর ব্রাহ্মণেরা প্রতিবাদী হওয়ায় আত্মকলহে কোন ফল হয় নাই। অনেক স্থানের যুগী সূত্রধারণ করিয়াছিল। কিশোর-

---

রিপোর্টে লিখিয়াছেন "He (Police S I) called some of these castemen and explained that the word "Mahishya" was derived from the Sanskrit word Mahish (মহিষ) by adding the affix sna (ষ্ণ) and signified the offspring of buffaloes, * * * and they expressed no desire to change "Halua Das" into "Mahishya"—District Census Report, 1901

* Census Superintendent's letter No. 1200, dated 25-2-1901.

গঞ্জের "যুগীমারা" মোকদ্দমার পর হইতে যুগিগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।

চণ্ডালেরা অনেক স্থানে "চঙ্গ" বলিয়া পরিচিত ছিল; উন্নতির পর্য্যায়ে আসিয়া "নমশূদ্র" হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতির সংখ্যা।

নমশূদ্রের সংখ্যা এই জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরে কৈবর্ত্ত ও কায়স্থ। কৈবর্ত্ত, সাহা ও তিয়র জাতিব পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী লোকের সংখ্যা অধিক দেখা যায়। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও তাঁহারা সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, কুলু ও জোলা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত।

হাজং এবং হদি বাঙ্গালার অন্য কোন জেলাতে নাই। ইহারা ময়মনসিংহের আদিম নিবাসী। এবং বর্ত্তমানেও কেবল ময়মনসিংহেরই অধিবাসী।

গারোদিগের মধ্যে ২১৪২ পুরুষ ও ২০৯১ স্ত্রী—হিন্দু ও খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। অবশিষ্ট প্রেতোপাসক।

এই জেলায় বহু জাতীয় অধিবাসীর বাস। প্রত্যেক জাতির লোক সংখ্যা প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট "গ" দ্রষ্টব্য।)

বিবাহিত ও অবিবাহিতের সংখ্যা।

এই জেলায় হিন্দু ও মুসলমান দিগের মধ্যে বিবাহিত, অবিবাহিত ও স্বামী অথবা স্ত্রীহীন অধিবাসীর সংখ্যা কত, তাহা বয়ক্রম অনুসারে প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট "ঘ" দ্রষ্টব্য।)

ভাষা।

বাঙ্গালা, হিন্দি, গারো ও কোচ এই চারি ভাষা এই জেলাবাসীদিগের কথিত ভাষা। প্রবাসীরা অন্যান্য ভাষায়ও বাক্যালাপ করিয়া থাকে। কোন্ ভাষায় কত জন কথোপকথন করে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল :—

বিভিন্ন ভাষীর সংখ্যা।

কথিত ভাষা।	ভাষীর সংখ্যা।
বাঙ্গলা	৩৮১৬৭৫১
হিন্দি	৬৩২৭৪
গারো	৩১৮৪০
কোচ	২৪৯০
উড়িয়া	৩৭৪
খাস	৪
আসামী	২
মারওয়ারী	৪৪
তেলুগু	২
তামিল	২
মণিপুরী	২৯
ব্রহ্মী	৬
পারস্য	৬৮
পাষ্টু	১০৩
গ্রীক	১
ইংরেজী	৪৬

কথিত ভাষা।			ভাষীর সংখ্যা।
আরবী	...	...	২৩
চীনা		..	১৮
			মোট—৩৯১৫০৬৮

বাঙ্গালা ভাষায় বাক্যালাপকারীদিগের মধ্যে ৪৪২৪ জন হাজং ভাষায় ও গারোভাষায় বাক্যালাপকারীদিগের মধ্যে ১৪১৭ জন আটং ও ১৪৬ জন দোয়াল ভাষায় বাক্যালাপ করে।

গারোজাতির সংখ্যা এই জেলায় ৩৩১৯১; ইহার মধ্যে ৩১৮৪০ জন বাদে অবশিষ্ট বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

উচ্চারণের বিভিন্নতা।

এই জেলায় শব্দের উচ্চারণ এবং ধ্বনিও সকল স্থানে একরূপ নহে। "কাক" শব্দটীকে পূর্ব্ব ময়মনসিংহ বাসী উচ্চারণ করেন "কাউয়া" পশ্চিম ময়মনসিংহবাসী, "কাইআ"। এইরূপ খাইবাম, খাইয়াম, খামু, খাইমু। গেছিলা, গেছলা, গেছল, যাইছাল। করবাম, করুম, করমু, ইত্যাদি।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহের পূর্ব্ব প্রান্তের অধিবাসীদিগের উচ্চারণ ও ধ্বনির সহিত শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরাবাসীদের উচ্চারণ ও ধ্বনির এবং পশ্চিম ময়মনসিংহের অধিবাসীদিগের ধ্বনি ও উচ্চারণের সহিত ঢাকা, বগুড়া ও পাবনাবাসীদিগের ধ্বনি ও উচ্চারণের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

গ্রাম্য শব্দ।

এই জেলার সাধারণ লোকের কথিত গ্রাম্যশব্দগুলি অধিকাংশই, সংস্কৃতের অপভ্রংশ। কতকগুলি গ্রাম্য শব্দের নমুনা প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট "ঙ" দ্রষ্টব্য।)
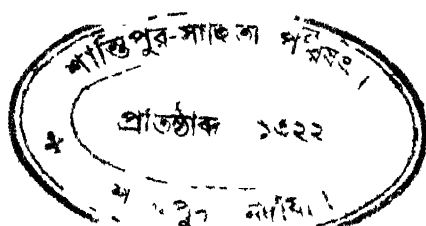
চতুর্থ অধ্যায়।

শিক্ষা।

শিক্ষার সূত্রপাত, বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় প্রাচীন বিবরণ; স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও টোল, স্ত্রীশিক্ষা; শিক্ষিত, অশিক্ষিতের সংখ্যা, সাহিত্য —সভাসমিতি, লাইব্রেরী।

শিক্ষার সূত্রপাত।

১৮৪৬ সনে এই জেলায় ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত হয়। বলা বাহুল্য ইতঃপূর্ব্বে স্থানে স্থানে পার্সি ও আরবি ভাষার পাঠাগার হইতে কেবল ঐ ঐ ভাষাই শিক্ষা দান করা হইত। ১৮৪৬ সনের জানুয়ারী মাসে নারায়ণডহরে মধ্যইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সনের নবেম্বর মাসে হার্ডিঞ্জ সাহেবের অমর কীর্ত্তি হার্ডিঞ্জস্কুল স্থাপিত হয়। ১৯০১ অব্দের আশ্বিন মাসে স্কুলটী উঠিয়া গিয়াছে। হার্ডিঞ্জস্কুল স্থাপনের পর অল্পকাল মধ্যেই স্থানে স্থানে বহু মধ্যইংরেজী ও বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৫৩ অব্দের ৩রা নবেম্বর বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট জেলাস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় প্রাচীন বিবরণ।

১৮৬৪ অব্দে এই নগরে একটী নর্ম্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ১৮৭৬ অব্দে ঐ স্কুল উঠিয়া যায়।

১৮৬৭ অব্দে এই জেলায় কতটী বিদ্যালয় ছিল তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

		বিদ্যালয়েরসংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
গবর্ণমেণ্টস্কুল—			
এণ্ট্রেন্স	১	৭	৬৩৭
বঙ্গবিদ্যালয়	১		
নর্ম্মাল	১		
মডেল	৪		
মধ্যইংরেজী—			
সাহায্য প্রাপ্ত		১৭	৯৪০
অপ্রাপ্ত সাহায্য		৮	২০৩
মধ্যবাঙ্গালা—			
সাহায্য প্রাপ্ত		২৯	৯৪৮
অপ্রাপ্ত সাহায্য		১৮	৫৭৭
বালিকাবিদ্যালয়—			
সাহায্য প্রাপ্ত		১	৯
অপ্রাপ্ত সাহায্য		৬	৬৩
সার্কেল		২৩	৬০৭
		১০৯	৩৯৮৪

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল স্থাপিত হয়। ইহাই এই জেলার মফস্বলের প্রথম এণ্ট্রেন্স স্কুল।

স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও টোল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সার জর্জ্জ কেম্বেলের নিম্নশিক্ষা বিস্তারবিষয়ক মন্তব্য প্রকাশিত হইলে বহু প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭৪ অব্দে এই নগরে একটী মধ্যইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৭৮ অব্দের ১৩ই নবেম্বর ঐ স্কুলটী এণ্টেন্স স্কুলে পরিণত হয়। ইহাই নসিরাবাদ এণ্ট্রেন্স স্কুল।

১৮৭৯ অব্দে সুসঙ্গে "দুর্গাপুর এণ্ট্রেন্স স্কুল" নামে একটী স্কুল স্থাপিত হয়। কিছুদিন পরে তাহা উঠিয়া যায়।

১৮৮২ সনের আশ্বিন মাসে নসিরাবাদ এণ্ট্রেন্স স্কুলটীও উঠিয়া যায়।

১৮৮৩ সনের ১লা জানুয়ারী ময়মনসিংহ ইনিষ্টিটিউসন স্থাপিত হয়। ঐ সনের ৩১শে জানুযারী নসিরাবাদ এণ্ট্রেন্স স্কুল পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৮৮৪ অব্দে মযমনসিংহ ইনিষ্টিটিউসনের কর্ত্তৃপক্ষ ১৭৫০৲ টাকা দিয়া এই স্কুলটী ক্রয় করেন।

১৮৮৬ সনে ইনিষ্টিটিউসন "সিটিস্কুল ময়মনসিংহ ব্রেঞ্চ" নাম গ্রহণ করে।

১৯০৫ সনে কিশোরগঞ্জ "হরিমোহন ইন্‌ষ্টিটিউসন" নামে একটী এণ্ট্রেন্স স্কুল স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই শিক্ষাপরিষদের কায্য পরিচালন জন্য গৌরীপুরের ভূম্যধিকারী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নগদ পাঁচলক্ষ টাকা ও মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বার্ষিক দশ হাজার টাকার ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ স্থাপিত হইলে, ঐ শিক্ষাপরিষদের অধীনে এই ময়মনসিংহ নগরে একটী জাতীয় বিত্থালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং কিশোরগঞ্জের হরিমোহন ইন্‌ষ্টিটিউসনটীও জাতীয় বিত্থালয়ের অন্তভুক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে এই জেলায় ২১টী এণ্ট্রেন্স স্কুল। এই এণ্ট্রেন্স স্কুল গুলির মধ্যে ১৯টী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে ও দুইটী জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধীনে পরিচালিত। সরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীন ১৯টী এণ্ট্রেন্স স্কুলের মধ্যে একটী গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ খরচে ও ছয়টী গবর্ণমেণ্টের আংশিক সাহায্যে পরিচালিত হয়। স্কুল গুলির ছাত্র সংখ্যা ও আয় এবং স্থাপনের সময় প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট "চ" দ্রষ্টব্য।)

বর্ত্তমান সময়ে (১৯০৫-৬ অব্দে) এই জেলায় মধ্যইংরেজী স্কুলের সংখ্যা ৭০, ছাত্র সংখ্যা ৬০৭৬ ; এই ৭০টী স্কুলের ৪৯টী সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত, ছাত্র সংখ্যা ৪৪০৮ ও ২১টী অপ্রাপ্ত সাহায্য, ছাত্র সংখ্যা ১৬৬৮।

মধ্যবাঙ্গালা স্কুল ৪৯টী ; এই ৪৯টীর মধ্যে ৮টী জেলা বোর্ডের ও মিউনিসিপ্যালিটীর সাহায্য প্রাপ্ত, ছাত্র সংখ্যা ৪৪৪ ; ৩৮টী সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত, ছাত্র সংখ্যা ১৬৮৭ ও ৩টী অপ্রাপ্ত সাহায্য, ছাত্র সংখ্যা ২৮৩।

উচ্চ প্রাইমারী স্কুল ২৬৩টী, ছাত্র সংখ্যা ১১৩৯৭ এই ২৬৩টী স্কুলের মধ্যে ৫টী স্কুল গবর্ণমেণ্টের, ছাত্র সংখ্যা ১৯৪ ; ৩টী জেলা বোর্ডের সাহায্য প্রাপ্ত, ছাত্র সংখ্যা ৮৩, ২৫১টী সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত, ছাত্র সংখ্যা ১০৮৯৮ ও ৪টী অপ্রাপ্ত সাহায্য, ছাত্র সংখ্যা ২২২।

নিম্ন প্রাইমেরী স্কুল ১৫২০, ছাত্র সংখ্যা ৩৮৫৭৫ ; তন্মধ্যে ২টী জেলা বোর্ডেব সাহায্য প্রাপ্ত, তাহাতে ছাত্র সংখ্যা ৪৪ ; ১৩৫১টী সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত, ছাত্র সংখ্যা ৩৫০৪৯ ; অপ্রাপ্ত সাহায্য ১৬৭, ছাত্র সংখ্যা ৩৪৮২।

বালিকাদিগের জন্য মধ্যবাঙ্গালা বালিকা বিদ্যালয় একটী, বালিকার সংখ্যা ৪৫। বালিকাদিগের জন্য এণ্ট্রেন্স স্কুল একটী, তাহা Nasirabad Alexander Girl School. ১৮৭৩ সনে এই বালিকা বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হয়। গোলোকপুরের কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর ব্যয়ে এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা মধ্যবাঙ্গালা বালিকা বিদ্যালয় ছিল, ১৯০৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে এই মধ্যবাঙ্গালা বালিকা বিদ্যালয়টী এণ্ট্রেন্স স্কুলে পরিণত হইয়াছে। বালিকার সংখ্যা ১০৮। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে বার্ষিক ২২০০৲ টাকা সাহায্য দান করেন।

উচ্চ প্রাইমেরী বালিকা বিদ্যালয় ১০টী; বালিকার সংখ্যা ৩০০। এই দশটীর মধ্যে ৯টী সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত, ছাত্রীসংখ্যা ২৩৯; ১টী অপ্রাপ্ত সাহায্য, ছাত্রীসংখ্যা ৬১; নিম্নপ্রাইমেরী বালিকা বিদ্যালয় সংখ্যা ৩১৮, বালিকার সংখ্যা ৫১৫৯; এই ৩১৮টার মধ্যে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ২৮৩টী, ছাত্রীসংখ্যা ৩৭১০; অপ্রাপ্ত সাহায্য ৩৫টী, ছাত্রীসংখ্যা ৪৪৯।

এই জেলায় কলেজ দুইটী। টাঙ্গাইল প্রমথ-মন্মথ কলেজ ও ময়মনসিংহ সিটিকলেজ। দুই কলেজেই এফ্, এ, পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হয়। ১৯০০ সনের ২৩শে জুন সন্তোষের ভূম্যধিকারী ভাতৃদ্বয়ের নামে তাঁহাদিগেরই ব্যয়ে টাঙ্গাইলে প্রমথ-মন্মথ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ঐ সনের ২৭শে ডিসেম্বর শিক্ষা-সমিতি কর্ত্তৃক তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত হইয়াছে। পরবৎসর, ১৯০১ সনের ১৮ই জুলাই ময়মনসিংহ-সিটি-কলেজিয়েট স্কুলে কলেজ বিভাগ খোলা হয়। এবং পরবর্ত্তী এপ্রেল মাসে, সিণ্ডিকেট এই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত করেন।

টেক্‌নিকেল স্কুল একটী; এই স্কুল কাশীকিশোর টেক্‌নিকেল স্কুল, নামে পরিচিত। রামগোপালপুরের জমিদার রায় যোগেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রসংখ্যা ৫৯; জেলাবোর্ড এই বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন। ইহার ব্যয়ের জন্য রায় বাহাদুর ১৫ হাজার টাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

এই জেলায় সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ১৬টী, ছাত্রসংখ্যা ৯৯৪; অপ্রাপ্ত সাহায্য ১০টী, ছাত্রসংখ্যা ২৯৩; এতদ্ব্যতীত আরও ১৭ স্থানে ৪৭৫ জন ছাত্র পার্সি ও আরবি ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে এবং ১৪০ স্থানে ২৩৩৩ জন পুরুষ ও ২ স্থানে ৩০ জন স্ত্রীলোক কোরাণ শিক্ষা করিয়া থাকে।

সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত সংস্কৃত টোল ১৮, ছাত্রসংখ্যা ২৯০; অপ্রাপ্ত সাহায্য ১৩, ছাত্রসংখ্যা ৮১; এতদ্ব্যতীত আরও ১৪ স্থানে ১৪৩ জন ছাত্র সংস্কৃতশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে।

শিক্ষকদিগের জন্য এই জেলায় ৫টী শিক্ষাগার আছে; তাহাতে ৬০ জন শিক্ষকতার জন্য শিক্ষাগ্রহণ করিতেছেন। সাধারণ বাঙ্গলা শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয় ২টী, ছাত্র সংখ্যা ১২টী। কলেজ ব্যতীত এ জেলার মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৪৮৯ এবং ছাত্রসংখ্যা ৭৪২৫৫।

শিক্ষাকার্য্য পরিদর্শন জন্য এ জেলায় ২ জন ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টর, ১০ জন সবইন্‌স্পেক্টর, ৯ জন সার্কেল পণ্ডিত, ও ১৭ জন ইন্‌স্পেক্‌টিং পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন।

এই জেলার শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্‌-স্পেক্টরের অধীন।

স্ত্রীশিক্ষা

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার জন্য এই নগরে বহুপূর্ব্বে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা-সমিতি নামে একটি সমিতি ছিল; কালে তাহা উঠিয়া যায়। অতঃপর কলিকাতা-প্রবাসী ময়মনসিংহবাসিগণের যত্নে "ময়মনসিংহ সম্মিলনী সভা" নামে একটী সভা কলিকাতায় স্থাপিত হয়। সম্মিলনীর চেষ্টায় অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য জেলাবোর্ড প্রতি বৎসর সম্মিলনীকে ২৫০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

শিক্ষা বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এতদ্দেশীয় দিগের মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দ-মোহন বসু সর্ব্ব প্রথম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ গণিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি গত ৪ঠা ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন।

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাঘিলের কুমুদিনী মিত্র এই জেলার মহিলা দিগের মধ্যে প্রথম বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সংখ্যা।

১৮৮১ সনে মাত্র ৬৭২৮৩ জন পুরুষ ও ৯৪০ জন স্ত্রীলোক লেখা পড়া জানিত। এর দশ বৎসর পর ১৮৯১ সনে এই জেলায় শিক্ষিতের সংখ্যা পুরুষ ১০৮২৪০ ও স্ত্রী ২৮৯৪ হয়। ১৯০১ সনে শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা ১৩৯৫৮৬ ও শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৬৮০০ হইয়াছে।

১৯০১ সনে এই জেলার হিন্দু, মুসলমান ও প্রেতোপাসক দিগের মধ্যে কত অধিবাসী বাঙ্গালা ও কত অধিবাসী ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিল তাহা থানা ওয়ারি প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট "ছ" দ্রষ্টব্য।)

সাহিত্য।

এ জেলার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য "ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতি" বিগত ১৩১২ সনের বৈশাখ মাসে "কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী"র সহিত সাহিত্য প্রদর্শনীরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সাহিত্য প্রদর্শনীর প্রকাশিত বিবরণী দ্বারা এ জেলার সাহিত্য চর্চ্চার একটা মোটামুটি অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

প্রদর্শনীতে এ জেলার প্রাচীন লেখকদিগের রচিত হস্ত-লিখিত গ্রন্থ ও আধুনিক লেখকদিগের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে পরম হংস পূর্ণানন্দ গিরি, নারায়ণ দেব, রামেশ্বর নন্দী, অনন্ত দত্ত, রাজা রাজসিংহ, দ্বিজবংশী দাস, গঙ্গানারায়ণ, জগন্নাথ দাস, মুক্তারাম নাগ প্রভৃতি এ জেলা-বাসী প্রাচীন কবিগণের হস্ত-লিখিত গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল।

আধুনিক হস্ত লিখিত গ্রন্থ বিভাগে এ জেলাবাসী ২০ জন লেখকের ৪৭ খানা গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই দেড় বৎসরে ৪৭ খানার তিন খানা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থ বিভাগে এ জেলায় ৭৬ জন লেখকের ১০১ খানা গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থকারদের মধ্যে ২১ জন কিশোরগঞ্জ, ২০ জন টাঙ্গাইল, ১৫ জন সদর, ৯ জন নেত্রকোণা, ও ৯ জন জামালপুর বিভাগের।

মহিলা গ্রন্থকর্ত্রী এ জেলায় ৪ জন। দুই জন টাঙ্গাইল ও দুই জন কিশোরগঞ্জের। বর্ত্তমান সময়ে "আরতি" দ্বারা ময়মন-সিংহের সাহিত্য আলোচনা হইতেছে। ইসলামপুরের মুসলমান সমাজ হইতে "হানি ফি" এবং টাঙ্গাইল হইতে "উত্থান" নামক দুই খানা মাসিক পত্রিকা বাহির হয়।

মুদ্রা যন্ত্র।

বর্ত্তমান সময়ে এ জেলায় সাতটী মুদ্রা যন্ত্র আছে। ময়মনসিংহ সদরে "চারু যন্ত্র", "বাসন্তী যন্ত্র", "সুহৃদ যন্ত্র", "ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড" "প্রেস"; টাঙ্গাইলে "মহম্মদী ও আহাম্মদী যন্ত্র" এবং কিশোরগঞ্জে "আয্য যন্ত্র"।

সংবাদ পত্র।

এ জেলায় দুই খানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র চলিতেছে। "চারু-মিহির" ও "স্বদেশ সম্পদ"। দুই খানাই সদর হইতে পরিচালিত হয়। "চারুমিহির" রাজ-নৈতিক, অন্য খানা কৃষি-শিল্প বিষয়ক।

সভা সমিতি।

এ জেলায় রাজনৈতিক সভা ৬টী,—"ময়মনসিংহ সভা" "আঞ্জমিয়া ইসলামিয়া" "কিশোরগঞ্জ জনসাধারণ সভা", "টাঙ্গাইল জনসাধারণ সভা" "নেত্রকোণা জন-সাধারণ সভা" ও "জামালপুর জনসাধারণ সভা"।

"সুহৃদ সমিতি" দেশীয় ব্যায়াম ও সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে।

লাইব্রেরী।

এই নগরে ১৮৮৪ সনে "সাহিত্য সমিতি" নামে একটী লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ লাইব্রেরী কয়েক বৎসর থাকিয়া উঠিয়া যায়। নসিরাবাদ সূর্য্যকান্ত-টাউনহলে একটী বৃহৎ লাইব্রেরী ছিল; করোনেসনের সময় তাহা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সেরপুরের "হেমাঙ্গ-লাইব্রেরী," টাঙ্গাইলের "রমেশচন্দ্র-লাইব্রেরী" ও সদরের "বেতাগরী-লাইব্রেরী" সাধারণের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। গৌরীপুরে ও মুক্তাগাছায় কোন কোন জমিদারদিগেরও এক একটী লাইব্রেরী আছে। তাহা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে। এতদ্ব্যতীত প্রতি স্কুলে ও কলেজে ক্ষুদ্র বৃহৎ এক একটী পুস্তকালয় আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাকৃতিক বিবরণ।

নদ, নদী ও খাল--ব্রহ্মপুত্র নদ; যবুনা; মেঘনা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খাল। বিল ও হাওর। বন। পাহাড়-পর্ব্বত। গ্রাম; সদর মহকুমা; জামালপুর মহকুমা; কিশোরগঞ্জ মহকুমা; টাঙ্গাইল মহকুমা; নেত্রকোণা মহকুমা; ঐতিহাসিক স্থান।

নদ, নদী ও খাল।

ব্রহ্মপুত্র, এবং মেঘনা নদ ও যবুনা নদী এই জেলার প্রাকৃতিক বিভাগ ও সীমা রক্ষা করিতেছে।

ব্রহ্মপুত্র নদ।

ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি ও গতি সম্বন্ধে দুইটী মত প্রচলিত আছে। কেহ বলিতেছেন, ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের অন্তর্গত মানস-সরোবর হইতে উদ্ভূত হইয়া হিমালয় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বাঙ্গালার মধ্য দিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন, ব্রহ্মপুত্র আসাম-পর্ব্বতমালা-মধ্যস্থিত ব্রহ্মকুণ্ড বা লৌহিত্য-সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া মানস-সরোবর-উদ্ভূত সেংপুর সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মকুণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া ডাক্তার গ্রিফিথ্স্ এই পরবর্ত্তী মত প্রচার করিয়াছেন। * পুরাণাদিতেও ব্রহ্মকুণ্ডের কথাই লিখিত আছে। পরশুরাম

* Journal of the Asiatic Society of Bengal.

মাতৃহত্যা-পাপে কলুষিত হইয়া পরশু মোচন জন্য এই ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন করিলে হস্তস্থিত পরশু স্খলিত হয়। পরশুরাম লৌহিত্যবারির কলুষনাশন গুণে আকৃষ্ট হইয়া নরলোকের হিতার্থে তাঁহাকে গিরিকুণ্ড হইতে ভূতলে আনয়ন করেন। ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মপুত্র তীর্থরাজ লৌহিত্যনদ রূপে পরিচিত হন *।

ব্রহ্মপুত্র আসাম প্রদেশ অতিক্রম করিয়া চিল্‌মারির নিকট ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। ঐ স্থান জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে রংপুর জেলার অন্তর্গত। ব্রহ্মপুত্র ঐ স্থান হইতে পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া টোক পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ জেলাকে দুইটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সীমারূপে টোক হইতে ভৈরববাজারের কিঞ্চিৎ উত্তর পয্যন্ত প্রবাহিত হইয়া মেঘনায় পড়িয়াছে। †
চিলমারী হইতে ভৈরববাজার পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র এই জেলার ১২০ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছে।

এক সময়ে ব্রহ্মপুত্র এক সুবিশাল নদ ছিল। মুসলমান রাজত্ব সময়ে স্থানে স্থানে ইহার প্রশস্ততা ৮।১০ মাইলেরও অধিক ছিল। মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজাউদ্দিন লিখিয়াছেন, তৎকালে (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার তিন গুণ ছিল। আইন-ই-আকবরিতে প্রকাশ, সেরপুর হইতে জামালপুর পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র দশ মাইল প্রশস্ত ছিল। এই দশ মাইলের পারাপার

* কলিকাপুরাণ দ্রষ্টব্য।

† ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত বর্ত্তমান সময়ে আড়ালিয়া নামে পরিচিত। এই খাত মঠখলার নিকট হইতে ধলেশ্বরী নদী পয্যন্ত বিস্তৃত। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা টোকের নিকট উৎপন্ন হইয়া "শীতল লক্ষ্মী" নামে নারায়ণগঞ্জ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

জন্য দশ কাহণ কড়ি নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেরপুরও সেই কারণে "দশ কাহনিয়া সেরপুর" নামে পরিচিত ছিল। ময়মনসিংহের নিকট ব্রহ্মপুত্র বর্ত্তমান নগর হইতে বোকাইনগর পর্য্যন্ত ১২ মাইল প্রশস্ত ছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে যখন এই নসিরাবাদ নগর প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎকালের একখানা পত্রে তদানীন্তন কালেক্টর বেয়ার্ড (Byard) সাহেব লিখিয়াছিলেন "ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় ভীষণ নদীর তীরে এ জেলার সদর মহকুমা স্থাপন আমি কোন মতেই সঙ্গত মনে করি না। বেগুনবাড়ীর কোম্পানীর কুঠি ব্রহ্মপুত্রের বিশাল উদরে স্থান পাইয়াছে।"

ঐ সময় নসিরাবাদ হইতে শম্ভুগঞ্জ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের প্রশস্ততা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যবুনার উৎপত্তির পর ব্রহ্মপুত্রের গতির পরিবর্ত্তন হওয়ায় প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র তাহার সে বিশালত্ব হারাইয়াছে; গ্রীষ্মকালে ইহার প্রশস্ততা কোন কোন স্থানে ৩০০ হস্তের অধিক থাকে না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জেলার কালেক্টর H. J. Reynolds বলিয়াছিলেন "দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি ব্রহ্মপুত্রের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, বর্ত্তমান অবস্থা তাহা অপেক্ষা অনেক শোচনীয়। আমার বিশ্বাস এইরূপ অবস্থায় ২৫ বৎসর চলিলে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নিশ্চয় একটী অদৃশ্য সূত্রের আকার ধারণ করিবে।" তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন "যদি উজানের বালির বাঁধ সরিয়া যাইয়া যবুনার প্রবাহিত স্রোত ব্রহ্মপুত্রের খাতে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্ব বিশালত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।" রেনল্ডস সাহেবের উক্তি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। গ্রীষ্মকালে ব্রহ্মপুত্র অনেক স্থলে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। পূর্ণ-বর্ষায় তাহা পিয়ারপুর ও হুসেনপুরের নিকট দুই মাইল পর্য্যন্ত প্রশস্ত

হইয়া থাকে। তখন একটু ভীষণ আকার ধারণ করে। ১৮৭৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট একবার ইঞ্জিনিয়ার ও ওভারসিয়ার নিযুক্ত করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এর পর নদবক্ষে স্থানে স্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল, ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। অশোক অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র তীর্থরাজ বলিয়া আখ্যাত হয়। সেই দিনের ব্রহ্মপুত্র-স্নান হিন্দুর একটী পরম পবিত্র কার্য্য। বহুদূর হইতে হিন্দ নরনারী ব্রহ্মপুত্রে স্নানের জন্য সমাগত হইয়া থাকেন; ব্রহ্মপুত্র-তীরবর্ত্তী দেওয়ানগঞ্জ, বাহাদুরগঞ্জ, জামালপুর, পিয়ারপুর, বেগুনবাড়ী, নসিরাবাদ, হুসেনপুর, মঠখলা প্রভৃতি স্থান স্নানঘাট বলিয়া পরিচিত। ১৮৫০ সনের সার্ভে নক্‌সায় দেখা যায় যে ব্রহ্মপুত্র নদ এই জেলার ১৩৩২০ একর ৩ রোড ২৬ পোল জমি অধিকার করিয়াছে; এই ভূমির পরিমাণ ফল ২০·৮১ বর্গমাইল।

যবুনা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যবুনা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। যমুনা এতদ্দেশে যবুনা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে; অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহা জনায়ী নামে পরিচিত থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র খালের ন্যায় প্রবাহিত হইত। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রেনেল সাহেব বঙ্গদেশের যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন তাহাতে তিনি যবুনার কোন চিহ্নই দেখান নাই। *

* ১৭৭৮ সনে রেনেল সাহেব তাঁহার মানচিত্র প্রকাশ করেন। ঐ মানচিত্র ময়মনসিংহের ইতিহাসে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ মানচিত্রে যবুনার উল্লেখ নাই। ইহার ৩০ বৎসর পর বকানন হেমিণ্টন এই জেলার ভূমি জরীপ করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যবুনার বিষয় প্রথম অবগত হওয়া যায়, সুতরাং এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়কে যবুনার উৎপত্তিকাল অনুমান করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মপুত্র তখন বিশালকায় মহাস্রোত। ইহার পর দাওকোবার নিকট ব্রহ্মপুত্রের মুখ পলি পড়িয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ক্ষুদ্রতোয়া জনায়ী নদীতে ব্রহ্মপুত্রের প্রবলতর স্রোত প্রবাহিত হয় ও যবুনার উৎপত্তি হয়। যবুনা এ জেলার পশ্চিম সীমা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। যবুনা উত্তর প্রান্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত এই জেলার ৯৪ মাইল ভূমি অধিকার করিয়াছে। অতঃপর হুরাসাগরের সহিত যুক্ত হইয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ মিলিত স্থানের নাম বাইশ কোদালিয়ার মোহনা। বর্ষাকালে যবুনা প্রস্থে ৪।৫ মাইলও হইয়া থাকে। তখন বড়বাজু, পুখুরিয়া, কাগমারী ও আটীয়া প্রভৃতি পরগণার অনেক ভূমি যবুনা-গর্ভে মগ্ন অবস্থায় থাকে। সার্ভে ম্যাপে দেখা যায় যে, যবুনা ১৮৫০ সনে ৪১০৫৪ একর ৯ পোল জমি অধিকার করিয়াছিল। এই জমির পবিমাণ-ফল ৬৪.১৩ বর্গমাইল।

মেঘনা ময়মনসিংহের পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তথায় ইহার এক শাখা ধনু নামে পরিচিত। ঘোরাউতরা মেঘনার শাখা। ঘোরাউতরা জয়নসাহী পরগণার মধ্য দিয়া ও ধনু নসিরূজিয়াল ও খালিয়াজুরীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

মেঘনা।

সুরমা খালিয়াজুরী পরগণাকে শ্রীহট্ট জেলা হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খাল।

কংস, সুসঙ্গ ও ময়মনসিংহ পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ধনুতে পড়িয়াছে।

সোমেশ্বরী সুসঙ্গের উত্তর পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া রাজধানী দুর্গাপুরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বৈষ্ণববাড়ী হইতে যবুনার একটী শাখা বাহির হইয়াছে। ইহার নাম লৌহজঙ্গ। লৌহজঙ্গ নদী টাঙ্গাইল, করটীয়া ও জামূর্কী প্রভৃতি স্থানের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঢাকা জেলার বংশাই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

যবুনার আর একটী শাখার নাম এলঙ্গজানী। এলঙ্গজানী দেউলা গ্রামের নিকট হইতে বহির্গত হইয়া মাণিকগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরার সহিত মিলিত হইয়াছে।

নিতাই, সেরপুরের উত্তর পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া কংসে পড়িয়াছে।

ঝিনাই, জামালপুরের নিকট দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমদিকে চলিয়া যবুনা ও ব্রহ্মপুত্রকে মিলিত করিযাছে।

মগরা, নেত্রকোণার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঘোরাউতরায় পড়িয়াছে।

সুতিয়া, রণভাওয়ালের মধ্য দিয়া আসিয়া বেগুনবাড়ীর নিকট ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে।

খিরনদী, আটীয়া রণভাওয়ালের গজারিগড় হইতে বাহির হইয়া কাওরাইদ, রেলষ্টেশনের অল্প উত্তরে সুতিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে।

কাওনা (নরশুন্দা), হুসেনপুরের দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে বহির্গত হইয়া কিশোরগঞ্জের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া ধনুতে পড়িয়াছে।

বিল ও হাওর।

এ জেলার নিম্নলিখিত বিল ও হাওরগুলি প্রসিদ্ধ।

পুখুরিয়া পরগণায়—হাওদা বিল ; সেরপুর পরগণায়—ইচলি ও

আড়ুয়া ভেড়ূয়া; সুসঙ্গ পরগণায়—জারিয়া, রাজধলা, নালিয়া ও মগুরা; ময়মনসিংহ পরগণায়—গোবিন্দচাতল ও মাকরা; নসিরুজিয়াল পরগণায়—নরুনসার, জালিয়ার হাওর, গণেশের হাওর ও তলার হাওর; জয়নসাহী পরগণায়—বাঙ্গলা, বাহের চাতল, দীঘা; আলাপসিংহ পরগণায়—বড় বেলা; হাজরাদী পরগণায়—বড়হাওর; খালিয়াজুরী পরগণায়—চিলমৃগা; আটীয়া পরগণায়—নড়াইল।

বন।

মধুপুরের গড় এ জেলার বৃহৎ বনভূমি। এই গড় গড়জয়ানসাহী বা গড়গজালী বলিয়াও পরিচিত। ইহা এ জেলার দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া, পশ্চিম দিকে কাঠবাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ অংশ ভাওয়ালের জঙ্গল বলিয়া পরিচিত। মধুপুর জঙ্গল উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘে ৪৫ মাইল ও প্রস্থে ৬ হইতে ১৬ মাইল। আনুমাণিক পরিমাণ ফল ৪২০ বর্গ মাইল। এই জঙ্গলের ভূমি কঙ্করময় এবং সমভূমি হইতে অনুমান ৬০ হইতে ১০০ ফিট উচ্চ। এই গড়ের গজারী কাট ঘরের খুঁটা ও কয়লারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এই বনে হাতীর খেদা হইত এবং অনেক হাতী ধরা পড়িত। এখন এই জঙ্গলে হাতী দেখা যায় না। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, শূকর, হরিণ প্রভৃতির অভাব নাই। পূর্ব্বে এই জঙ্গল হিংস্র জন্তু ও দস্যু তস্করের জন্য অতিশয় ভয়ানক ছিল। এখন ঐ সমস্ত ভয়ের কারণ দূর হইয়াছে। এখন মধুপুরজঙ্গল বলিলে লোকের মনে তত ভয়ের সঞ্চার হয় না। ১৮৭৭ সনে দীননাথ সেন মধুপুরের বন ভূমি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন এই

স্থানে লৌহখনি আবিষ্কৃত হইতে পারে। দীননাথ বাবুর মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া গভর্ণমেণ্ট স্থান পরিদর্শন জন্য কেমিক্যাল পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাসায়নিক পরীক্ষকও দীন বাবুর মতে মত প্রদান করেন।

পাহাড়-পর্ব্বত।

এ জেলার উত্তর সীমায় সুসঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় অবস্থিত। ইতঃপূর্ব্বে এ জেলার উত্তরস্থিত গারো পর্ব্বতও সুসঙ্গ মহারাজদিগের অধীন ছিল। ১৮৬৯ সনে তাহা আসামপ্রদেশের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে।* সুসঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি রাজধানী দুর্গাপুর হইতে ২।৩ মাইল অন্তরে অবস্থিত।

গ্রাম।

এই জেলায় মোট ৯৭৭৮ খানা গ্রাম ও নগর। ইহার ৭ খানা নগরে ১০ হাজারের অধিক লোক বাস করে। ১ খানা নগরে ৫ হাজারের অধিক, ১০৩ খানা গ্রামে দুই হাজারের অধিক, ৪৭৬ খানা গ্রামে হাজারের অধিক; ১৫৩১ খানা গ্রামে পাঁচশতের অধিক ও ৭৬৬০ খানায় ৫০০ লোকের কম বসতি করে, নিম্নে কতকগুলি গ্রামের নাম প্রদত্ত হইল :—

নসিরাবাদ, কুমারগাতা, মাইজবাড়ী, মুক্তাগাছা, তারাটী, বেগুণবাড়ী, বিষ্ণাগঞ্জ, বড়গ্রাম, দুল্লা, ঘাটুরি, চণ্ডীমণ্ডল, গয়েশপুর, সোণারগাঁও, বাঁশাটী, কুশমাইল, মানকোণ, দেবগ্রাম, ফুলবাড়ীয়া, পণ্ডিতবাড়ী, পুঁটীজানা,

সদর মহকুমা।

* Garo Hills Act (Act XII of 1869).

মাণিকপুর, কলাডোহা, গাবতলী, ঘোগা, রায়নগর, আসিমপাটুলী, এনায়েতপুর, সরাবাড়ী, গুপ্তবৃন্দাবন, ভবানীপুর, অলহরী, মোক্ষপুর, আমিরাবাড়ী, গুজিয়ামমল্লিকবাড়ী, কংশেরকোল, ভরাডুবা, বরাইদ, পুরুবা, রংচাপরা, দিঘা, ভাওয়ালিয়া, বাজু, দৌলতপুর, আঠার দানা, বাগুয়া, ভারইল, রাওনা, চণ্ডালগাও, খারুয়াইল, হরিরবাড়ী, পালগাও, কাচিনা, ডাকাতিয়া, বনকুয়া, ধলিয়া, রান্দিয়া, ভাটগাও, পাঁচগাও, ধলিপাড়া, ধিৎপুর, মুখী, মশাখালী, পাইথাল, লঙ্গাইর, ফরিদপুর, দত্তেরবাজার, লামকাইন, সঙ্গীব, উস্থী, বড়বাড়ী চিপান, উথুরী, গফরগাঁও, বনগ্রাম, সাকচূড়া, সালটীয়া, জন্মেজয়, শিবগঞ্জ, পুখুরিনা, রৌহা, মেহুয়ারি, রছুলপুর, লক্ষ্মণপুব, ধলা, পাকাটী, বালিপাড়া, বাহাদুরপুর, রায়পুর, কাজিগাঁও, কালীহারী, বৈলর, কাঁঠাল, কালীবাজার, কুষ্টিয়া (সেনবাড়ী), ধানীখলা, ভাবখালী, বয়রা, ছত্রপুব, বলাশপুব, দাপুনিয়া, আমুদপুর, ঘাগরা, শম্ভুগঞ্জ, ডৌহাখলা, রামগোপালপুর, বাসাবাড়ী বোকাইনগর, ভবানীপুর, গোলোকপুর, কৃষ্ণপুর, কালীপুর, গৌরীপুর, ভালুকা বিষ্কা, তাজপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, কাঁঠালিয়া, তুলন্ধর, বরাহত, কুমরাশাসন, উচাখিলা, বিনোদপুর, মাদারগঞ্জ, চরপাড়া, ধিৎপুর, চান্দুরা, মাইজভাগ, তারাটী, কুমাকলী, আঠারবাড়ী, কোরাটী, বাঁশাটী, মণ্ডলী, ধরগাঁও, পাইকুড়া, চণ্ডীপাশা, অরণ্যপাশা, বারৈগ্রাম, আচারগাও, সিঙ্গদহ, রায়পাশা, নান্দাইল, কাহেৎগ্রাম, বারপাড়া, চপৈ, বনাটী, শ্রীরামপুর, সুন্দাইল, খানপুর, খারুয়া, মহিশকোড়া, বনগ্রাম, বাহাদুরপুর, বেতাগরী, দেওয়ানগঞ্জ, নাগপুর, সিংরাইল, নন্দীগ্রাম, দত্তগ্রাম, ভুলসুমা, লাউটীয়া, সিদলা, বালিখাঁ, ঢাকিরকান্দা, তারাকান্দা, কোকাইল, কাশীপুর, বোরারচর দেওনা, পয়ারী,

ফুলপুর, সিঙ্গেশ্বর, আমতইল, সুথাই, বওলা, দাদড়া, হাসনপুর, হালুয়াঘাট, ইত্যাদি।

জামালপুর মহকুমা।

জামালপুর, সিংজানী, পাথালিয়া, চন্দ্রা, রসিদপুর, রামনগর, ফুলবাড়িয়া, ইদিলপুর, রায়পুর, মুনমাঝিবাজার, সরীপপুর, বেলটীয়া, পিঙ্গলহাটী, জয়রামপুর, নান্দিনা, রঘুনাথপুর, খরখরিয়া, তারাগঞ্জ, তুলসিরচর, শ্রীবাড়ী, নরুন্দী, ইটাইল, পিয়ারপুর, সৈলেরকান্দা, রাজাপুর, মাদারপুর, চিতলীয়া, জিগতলা, মোহনপুর, মহেশপুর, বানারেরপার, রণরামপুর সাহাবাজপুর, পলাশতলা, শ্রীপুর, কৈডোলা, পাকুল্লা, রসিদপুর, মাতার পাড়া, দীঘপাইত, পিণ্ডারহটি, ডুহেরপার, বাঙ্গালী, বাউসী, গুণেরবাড়ী, কেন্দুয়া, কালীবাড়ী, হাশীল, ভাতড়া, জয়নগর, মহিরামকোল, ফুলকোচা, মালঞ্চা, মেষ্টা, হারপুর, শ্যামগঞ্জ, শ্যামপুর, হাজিপুর, জালালপুর, গুজামাণিকা, নয়ানগর, বাঘাডোবা, গুণারিতলা, মাদারগঞ্জ, কাতলামারী, গোলাবাড়ী, বালিজুড়ী, চিকাজানি, ডুম্মুট, পীরোজপুর, কলাবাঁধা, মেঘারবাড়ী, খরমা, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারেরচর, চাড়্গিলারচর, বাহাদুরাবাদ, হাতীভাঙ্গা, ষাঁড়মারা, হরিণধরা, বক্সিগঞ্জ, রঘুনাথপুর, ছনকান্দা, রৌহা, খোনা, তারাকান্দী, বয়রা, সেরপুর, নৌহাটা, রামকৃষ্ণপুর, কামারেরচর, শ্রীবর্দ্দী, বাণীসিমুল, বাণেশ্বরদী, কাকিনাকোড়া, টেঙ্গরাপাড়া, ভায়াডাঙ্গা, পাইকোড়া, যোগানীয়া, নখলা, পাঁঠাকাটা, নারায়ণখলা, হাসনখিলা, নালিতাবাড়ী, বাদে, চাল্লিশকাহণীয়া, খলিশাকুরা, ধানসাইল, বনগাঁও, কামারপাড়া, তারাগঞ্জ, খাগরা, গাগলাজানী, বারুকপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, বালুঘাটা, কুলকান্দী, বেড়কুরশা, গুঠাইন, পলবান্দা, ইত্যাদি।

কিশোরগঞ্জ মহকুমা।

কিশোরগঞ্জ, হয়বৎনগর, নগুয়া, জগদল, ধুলজুড়ী, ধনকোড়া, হুসেনপুর, চৌদার, গোবিন্দপুর, গাঙ্গাটীয়া, ব্রাহ্মণকচুরী, নীলগঞ্জ, তালজাঙ্গা, রাউতী, সাঁচাইল, বোরগাঁও, দাম্যা, সেকান্দরনগর, দিঘদাইর, পাতুয়াইর, গুজাদিয়া, মহীনন্দ, সুলাকিয়া, সুবন্দী, বৌলাই, জঙ্গলবাড়ী, করিমগঞ্জ, কিরাতুন, বর্শীকুড়া, থানেশ্বরবাদলা, বেতাগা, সুহিলা, মৃগা, ইটনা, উয়াড়া, জয়সিদ্ধি, রাহেলা, চারিগাঁও, ঢাকী, পানহার, কামাবাটীয়া, নিয়ামতপুর, জয়কা, পাটধা, যশোদল, করমুলী, সিংপুর, মিটামৈন, ঘাগরা, অষ্টগ্রাম, কাস্তুল, দিঘিরপাড়, বালিগাঁও, হিলচিয়া, জনিদপুর, গুরই, সাজনপুর, তপেনিকলী, মৃজাপুর, তারপাশা, দামপাড়া, বাগজুরকান্দি, লাহুন্দ, করগাঁও, দেওপাশা, ধারীশ্বর, মামুদপুর, জারৈতলা, কামালপুর আঠারবাড়িয়া, সাহাপুর, চাতল, বাঘহাটা, মুমুরদিয়া নাগেরগাঁও, চাঁদপুর, পুকরা, বেড়াটী, গচিহাটা, সহশ্রাম, ঢুলাদিয়া, বনগ্রাম, কাহেতপল্লী, মাইজহাটী, কালিয়াচাপড়া, সাধুপুর, চণ্ডীপাশা, সাহেদল, দ্বীপেশ্বর, জামাইল, লক্ষিয়া. মির্জ্জাপুর, আঙ্গীয়াদি, হুসেনদী, বাদিয়া, মধ্যপাড়া, বানীগাম, উখড়াশাল, পাঁচগাতী, ভিটাদিয়া, মশুয়া, চারিপাড়া, বেতাল, বাঘবেড়, আটঘরিয়া, ভোগবেতাল, আচমিতা, এগারসিন্দুর, মটথলা, কটিহাদী, ফতেপুর, সুলতানপুর, সরারচর, ভাগলপুর, চড়িয়াকোণা, বাজিতপুর, নান্দিনা, সাদিরচর, রামদী, বসন্তপুর, আগরপুর, কাপাসাটীয়া, নাজিরদিঘি, সসেরদিঘি, দিলালপুর, তাতারকান্দী, গজাড়িয়া, নওয়াপাড়া, শিমুলকান্দী, চিনারচর, ভৈরববাজার, ইত্যাদি।

টাঙ্গাইল মহকুমা।

টাঙ্গাইল, বাঘিল, আকুরটাকুর, বেতকা, আশকপুর, কাগমা র, সাঁকরাইল, আলিসাকান্দা, সন্তোষ, পোড়াবাড় , বেলতা, বিন্নাফৈর, আলোয়া, পাথরাইল, পুটী-জানী, দেওজান, আটীয়া, হিঙ্গানগর, জালালীয়া, দেলহুয়ার, নান্দুরিয়া, এলাসিন, আড়ড়া, ভাড়ড়া, চৌবাড়িয়া, পাহাড়পুর, ঘুনি, ডাঙ্গা, বিনানৈ, ছিলিমাবাদ, ধুবরিয়া, ভাদ্রা, কেদারপুর, মহম্মদনগর, নাগরপুর, গয়হাটা, বড়নগর, মামুদপুর, মৈশামুড়া, নাগরপাড়া, পাটুলী, বানাইল, আটঘড়ি, ভাটগাঁও, দেওহাটা, মির্জ্জাপুর, গল্লী, তুরপাশা, ভব্ড়া, পাকুল্লা, মৈষ্টা, জামুর্কী, বাথুলী, কাঞ্চনপুর, আদাজান, বাঁশাইল, মাদারজানী, কৈজুরী, করটিয়া, পাইকুড়া, বল্লা, রতনগঞ্জ, কোকডহবা, ভণ্ডেশ্বর, কালীহাতী, কুরুয়া, সয়া, পটল, শিয়ালখোল, পালিমা, বাংরা, সহদেবপুর, বাঁশী, এলেঙ্গা, মগ্‌রা, বড় বাঁশালিয়া, টেরথী, বেথইর, গালা, ডৌহাজানী, পলশিয়া, নারান্দিয়া, দৌলতপুর, নগরবাড়ী, কয়রা, কাশতলা, ধলাপাড়া, ঘাটাইল, সুতী, সুবর্ণখালী, নবগ্রাম, মধুপুর, গোপালপুর, কামাখ্যামোহনপুর, নন্দনপুর, তুবাইল, পৌলী, কোনাবাড়ী, আম্বাড়িয়া, সয়া, চাপারকোনা, ধনবাড়ী, পোগলদিঘা, সরিষাবাড়ী, জগন্নাথগঞ্জ, ঝাওয়াইল, মহেড়া, পাকুটীয়া, ছলিমনগর, কালোহা, কাঁটালিয়া, দান্থা, বন্দ্যকাওয়ালজানী, নন্দনপুর, বাবনাপাড়া, আঘইদ, নারায়ণপুর, শিমলাবাদ, দোয়াজানী, মানড়া, তাড়াইল, হালালিয়া, বনগ্রাম, লাঙ্গলজোড়া, বড়টিয়া, বাঘজান, কড়াইল, ত্রিমোহন, দেউপুর, পাথরঘাটা, ছাওয়ালী, ঘারিন্দা, পৌজান, পৌলি, নিকলা, জামুরিয়া, বেড়াবোচনা, পিংনা ইত্যাদি।

নেত্রকোণা মহকুমা।

নেত্রকোণা, দুর্গাপুর (সুসঙ্গ), বাকলজোরা, বাঘবেড়, নারায়ণডহর, পূর্ব্বধলা, আগিয়া, ঘাগরা, রৌহা, বারৈপাড়া, নওয়াপাড়া, হোগ্‌লা, রায়পুর, কর্ণপুর, তাতিয়র, চল্লিশকাহণিয়া, দশধার বেতাটী, মৌগাতী, শঙ্করপুর, চারুলিয়া, হাকুলিয়া, শিমুলাটী, পুরাকান্দুলিয়া, জারিয়া, ভিতরগাঁও, কালিহাড়া, মৌয়াটী, মঙ্গলসিদ্ধি, দত্ত নগুয়া, চন্দনকান্দী, রামপুর, আশুজিয়া, মদনপুর, দলপা, রামেশ্বরপুর, তেলিগাতী, টেঙ্গা, আরপাশা, মনাঙ্, শ্যামগঞ্জ, পাঁড়া, শিমূলকান্দী, ইচলিয়া, মেদনী, পুখুরিয়া, বাংলা, ধিতপুর, শিবনগর, সিমলজানি দুঘিয়া, কাঁটলি, আমতলা, টাকুরাকোণা, দত্তগাও, হাটশিরা, দেউলী, সরমাজিয়া, চাপারকোণা, আন্দাদিয়া, বারঘর, কাশতলা, গরমা, বারহাট্টা, কালিকা, দুর্গাপুর, দারিয়াপুর' কৈলাটী, মনাস, টেঙ্গাপাড়া, মোহনগঞ্জ, সিংধা, বাহাম, বটতলী, নওয়াপাড়া, দেওথান, বার্ত্তাকোণা, খলাপাড়া, দত্তগাঁতী, মাঘান, মানশ্রী, সমাজ, কমলপুর, নৈহাটী, দেবদ্বার, তারাচাপুর, মদন, সুখারি, লুণেশ্বর, নাজিরগঞ্জ, মঙ্গলশ্রী, খালিয়াজুড়ী, কদমশ্রী, হাসনপুর, ফতেপুর, মজফরপুর, রাজদেওতলা, জাঙ্গিরপুর, কাটিহালী, বারড়ী, জাওলা, হাজরাগাতী, জয়পাশা, শিবপুর, লস্করপুর, পারলা, নওয়াপাড়া, আইথর কেন্দুয়া, মাশ্‌কা, গুরালী, কাশীপুর, সাঝিউড়া, কুণ্ডলী, বৈরাটী, চিরাং, গোপালাশ্রম, সান্দিকোণা, ইটাম্রতলা, আটাশিয়া, কৈলাটী, ফতেপুর, পাইকুড়া, পুগলগাঁও লক্ষ্মীগঞ্জ, হাতকুণ্ডলী, বাশাউরা, ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক স্থান।

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে প্রচীন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। সদর মহকুমায়—কেল্লাবোকাইনগর, কেল্লা তাজপুর, মধুপুরবন, গুপ্তবৃন্দাবন। জামালপুর মহকুমায়—

গড়জরিপা (দরিপা), দুর্ম্মূট। কিশোরগঞ্জ মহকুমায়—জঙ্গলবাড়ী, বত্রিশ, ভোগবেতাল, কেল্লা এগার সিন্দুর, সেকান্দর নগর। টাঙ্গাইল মহকুমায়—আটীয়া, কাগমারী, নারায়ণপুর। নেত্রকোণা মহকুমায়—সুসঙ্গ, মদনপুর, রোয়াইলবাড়ী।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উৎপন্ন ও বাণিজ্য।

ভূমি; কৃষি; আবাদি ও অনাবাদি ভূমি; ফসল; খনি; বাণিজ্যোপযোগী হাট বাজার; মেলা; আমদানী রপ্তানী; আমদানী রপ্তানীর তালিকা। ইতরপ্রাণী—পশু, পক্ষী, মৎস্য। খেদা। উদ্ভিদ্। শিল্প—বস্ত্রশিল্প, অন্যান্য শিল্প। পরগণার মাপ। ওজন ও পরিমাণ।

ভূমি।

এই জেলার ভূমি সাধারণতঃ উর্ব্বরা। বহু নদ নদী ও খাল বিলের আধিক্যই ইহার একমাত্র কারণ। জেলার পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগের অনেক ভূমি বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হয়। এই সকল স্থানের ফসল-উপযোগী জমি নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত,—(১) বালুয়া (বালুকাময়); (২) রেতি বা ডুয়াসিলা (বালু ও আঁটালিয়া মিশ্রিত); (৩) পৈন (বিল বা নদীর ধারের সারবান্ ভূমি); (৪) মাটিয়াল (আটাল টান জমি); (৫) কান্দা (উচ্চ ভূমি (৬) বাইদ, নামা, ডোবা বা পেকা; (৭) করচা (জলার তটস্থ ভূমি); (৮) নাঠা (অনুর্ব্বরা); কিন্তু এই সকল জমি সাধারণতঃ বালুয়া, ডুবা, ও মাটীয়াল এই তিন নামে পরিচিত। বালুয়া জমি প্রায়ই নদীর তীর বা চর প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়; এইরূপ জমি ব্রহ্মপুত্র ও যবুনার তীরেই অধিক। কোন কোন স্থানে নদীগর্ভ হইতে ১০।১৫ মাইল দূরেও বালুয়া স্থান দেখা যায়। এই

সকল বালুয়া জমি পাট ও নীল চাষের উপযোগী। ডোবা বা পেকা জমিকে জলা ভূমি বলা যায়। এই জমি খালিয়াজুরী, জয়নসাহী, সুসঙ্গ ও নসিরুজিয়াল প্রভৃতি পরগণায় অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জমিতে বোর ধান রোপণ করা হইয়া থাকে; মাটিয়াল বা টান জমি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাতে নানা জাতীয় ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল জমি আটীয়া, কাগমারী, জফরসাহী ও আলাপসিংহে অধিক।

এই সকল শ্রেণীর ভূমি ব্যতীত আর এক শ্রেণীর ভূমি আছে, তাহা পুখরিয়ার অন্তর্গত মধুপুর জঙ্গলে ও রণভাওয়ালের জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জমি লাল মাটি ও লৌহচূর্ণ মিশ্রিত কঙ্কর। সোমেশ্বরী নদীর তীরেও এইরূপ কঙ্কর ভূমি আছে। ইহা শস্যের পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

কৃষি।

এই জেলার জমি কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মুসলমান শাসনকালে ভূমিতে প্রজা বা তালুকদারের স্বত্ব স্থির না থাকায় কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি ছিল না। তৎকালে এতদ্দেশের প্রায় ¼ অংশ ভূমি অনাবাদি ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভূমির এইরূপ দুরবস্থা ছিল। বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া গেলে, গবর্ণমেণ্ট কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে দেশীয় কৃষকগণকে তাগাবী ও পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতে থাকেন। তাহারাও গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থ পাইয়া উৎসাহে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়* ও বহু ভূমি আবাদ করিতে থাকে।

* Mymensingh Collector's letter to the Board of Revenue, dated 2-1-1791.

১৭৯৭ সনে এ জেলায় বিলাতি আলুর চাষ প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। রেভেনিউ বোর্ড বিলাতি আলুর বীজ পাঠাইলে কালেক্টর গ্রস সাহেব তহসিলদারদিগের দ্বারা পরগণায় পরগণায় তাহা বিতরণ করেন ও সরকার হইতে নোটীশ প্রচার করিয়া কৃষকদিগকে আলুর চাষ করিতে বাধ্য করেন।* বর্ত্তমান সময়ে এ জেলায় আলুব চাষ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে।† ১৮০৬ সনে এ জেলায় নীলের চাষ আরম্ভ হয়। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহা বিশেষ ফললাভ করে। ঐ সময় ইক্ষু এবং পাটের চাষও অল্পে অল্পে এ জেলায় প্রবেশ লাভ করে। ১৮০৮ সনে গবর্ণমেণ্ট এ জেলাব কৃষককুলকে শণের চাষ করিতে অনুরোধ করেন।‡ ১৮৬৮ সনে সুসঙ্গের মহারাজগণের যত্নে ও ব্যয়ে তথায় চার চাষ আরম্ভ হয়। সুসঙ্গের অন্তর্গত বিজাপুরে মহারাজদিগের চার বাগান ছিল।§

১৮৭২ সনে জামালপুর আদর্শ কৃষিবিভাগে (Jamalpur model farm) বিলাতি তূলার চাষের উদ্যোগ করেন।|| এই সময় নীলের কারবার উঠিয়া যায়, তৎসঙ্গে নীল-করগণের অত্যাচারও তিরোহিত হয় এবং কৃষিকার্য্য নির্ব্বিবাদে চলিতে থাকে।

* Mymensingh Collector's letter to the Board of Revenue, dated 1-9-1797 & 19-9-1797

† এই জেলায় সাধারণ কৃষকগণ যে আলু উৎপন্ন করিয়া থাকে তাহা উৎকৃষ্ট নহে। ১৯০২ অব্দে ময়মনসিংহ সারস্বত প্রদর্শনীতে গৌরীপুর Experimental farm হইতে যে বিলাতি আলু প্রেরিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৌরীপুরের এক একটী আলু ওজনে দেড় পোয়া পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

‡ Government's letter 19-7-1808

§ District Administration Report of 1868-69.

|| Do of 1873-74.

আবাদি ও অনাবাদি ভূমি।

১৯০৩ সনে এই জেলার কত জমি আবাদি ও কত জমি অনাবাদি ছিল তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা গেল :—

বিভাগ।	জমি।		আবাদি।		অনাবাদি।	
সদব	১১৮৩৩৬০	একর	৬৯৭০০০	একর	৪৮৬৩৬০	একর
নেত্রকোণা	৬৯৭৬০০	„	২৮৪৫০০	„	৪১৩১০০	„
কিশোরগঞ্জ	৬৬৭৫২০	„	২৬৪০০০	„	৪০৩৫২০	„
জামালপুব	৮২৪৯৬০	„	৬২৭২০০	„	১৯৭৭৬০	„
টাঙ্গাইল	৬৭৯০৪০	„	৫৩৩০০০	„	১৪৬০৪০	„
	৪০৫২৮৮০	„	২৪০৫৭০০	„	১৬৪৬৭৮০	„

বর্ত্তমান বর্ষে ইহা অপেক্ষা মোটের উপর ৭০০ একর জমি কম আবাদে দেখান হইয়াছে। তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে মোট জমির পরিমাণ সদর বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও কিশোরগঞ্জ বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। আবাদি জমির পবিমাণও সেইরূপ। অনাবাদি জমি সদরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও টাঙ্গাইলে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। জেলার মোট জমির $\frac{৩}{৫}$ অংশ আবাদি ও $\frac{২}{৫}$ অংশ অনাবাদি।

ফসল।

এই আবাদি ভূমির কত ভূমিতে বিগতবর্ষে (১৯০৫-০৬) কি কি ফসল উৎপন্ন হইয়াছে নিম্নে তাহারও তালিকা প্রদত্ত হইল :—

আবাদ ফসল।		মোট জমি।	
ধান্য	...	১৬৩৭৪০০	একর
গম	... ...	৫০	„
কলাই, প্রভৃতি	...	২১৭৯০০	„
তিসি	...	১৩৪০০	„

আবাদ ফসল।	মোট জমি।	
তিল	৭২৩০০	একর
সরিষা	৩৭৮৬০০	"
অন্যান্য তৈলজ ফসল	৩০০	"
মসলা, প্রভৃতি	১৪৫০০	"
ইক্ষু	৭৮০০	"
কার্পাস	৫০০	"
পাট	৭৯৫২০০	"
অন্যান্য তণ্ডুজ ফসল	১৫০০	"
তামাক	১৫২০০	"
লতা গুল্ম ও বাগানাদি	৫৮০০০	"
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যাদির	৯৪৯০০	"
অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ...	২৫৭০০	"
	৩৩৩৩৬৫০	
বাদ একাধিক ফসলের জমি ...	৯২৮৬৫০	"
	মোট—২৪০৫০০০	

এই জেলার কৃষিজাত প্রধান শস্য ধান্য। ধান্য সাধারণতঃ তিন প্রকার। বোর, আউশ ও আমন। এই তিন প্রকারের ধান্যকে যথাক্রমে বৈশাখী, শ্রাবণী (আশু) ও অগ্রহায়ণী (হৈমন্তিক) ধান্য বলে। কৃষি বা চাষের প্রণালী সকল স্থানেই প্রায় একরূপ। ধান্যের পরেই প্রধান ফসল পাট। পাট জফরসাহী, জয়নসাহী, ভাওয়াল, কাগমারী, আটিয়া, বড়বাজু, প্রভৃতি পরগণাতেই অধিক জন্মিয়া থাকে। পাট, তিল, প্রভৃতির ও আউস

আমন, প্রভৃতির প্রকারভেদ আছে। তামাক পুখুরিয়া অঞ্চলেই অধিক জন্মিয়া থাকে। মুগ কলাই (সোণা ও ঘাসি), খেসারি কলাই, মাষ কলাই ও মুসুরী কলাই সর্ব্বত্রই জন্মে। পান জফরসাহী, আলাপসিংহ ও হাজরাদীতে ভাল জন্মে। ইক্ষু হুসেনসাহী পরগণায় অধিক হয়। অনেক স্থানেই ইক্ষুরস হইতে গুড় প্রস্তুত করা হয়। এ জেলার গুড় অতি উৎকৃষ্ট। খেজুর গাছ এ জেলায় অধিক নাই ; কৃষকেরাও খেজুরের চাষ করে না। নারিকেল বালুয়া ভূমিতে জন্মিয়া থাকে। ময়মনসিংহ ও হুসেনসাহী পরগণায় নারিকেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সুপারী হাজরাদী অঞ্চলে অধিক জন্মে। বাঁশ সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এই জেলায় ভাল আম হয় না। কাগমারী পরগণায় প্রচুর আম জন্মে ; কিন্তু তাহা খুব উৎকৃষ্ট নহে। কাঁটাল টান ভূমিতে বেশী জন্মে। এ জেলায় কাঁটাল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তেঁতুল, কলা প্রভৃতি সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। তূলা নালিতাবাড়ী ও ভাওয়াল অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। আবির ও পনির কিশোরগঞ্জে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জেলার গারোকচু ও বেগুণ প্রসিদ্ধ। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য গৌরীপুরে জামালপুরে দুইটী ফারম্ আছে।

বর্ত্তমান সময়ে এই জেলায় কোন খনি দেখা যায় না।

খনি। আকবর বাদসাহের রাজত্ব সময়ে এই প্রদেশে লৌহ খনি ছিল।*

বাণিজ্যোপযোগী হাট বাজার। নিম্নলিখিত স্থানগুলি এ জেলার প্রধান হাট বাজার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জামালপুর—বাঙ্গালী, বালীজুড়ী, তারাগঞ্জ, বক্সীগঞ্জ,

ইস্‌লামপুর, জমালপুর, সেরপুর, নালিতাবাড়ী, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ।

টাঙ্গাইল—নাগরপুর, টাঙ্গাইল, এলেঙ্গা, জামুর্কি, পোড়াবাড়ী, জগন্নাথগঞ্জ, পিঙ্গনা, সুবর্ণখালী, মধুপুর, নারান্দিয়া, গোপালপুর, কেদারপুর, পুটিয়াজানী, মীর্জাপুর, ভাদিরা, রতনগঞ্জ, পাথরঘাটা, কুকডহর, কাগমারী, ধলাপাড়া, বাঁশাইল, নন্দনপুর, পালিশা, বৈকুণ্ঠগঞ্জ, শ্রীরামপুর (ছিলিমপুর), এলাসীন, করটীয়া।

সদর—নসীরাবাদ, শম্ভুগঞ্জ, দত্তবাজার, গৌরীপুর, দাপুনিয়া, মুক্তাগাছা, ধলা, বাশাটী, তিরশাল, বয়রা, সালটিয়া, বেগুণবাড়ী, গফরগাঁও, জাঙ্গালিয়া, বালিপাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, মল্লিকবাড়ী, গয়েশপুর, শিবগঞ্জ, বিরুনিয়া।

নেত্রকোণা—নেত্রকোণা, কেন্দুয়া, ফতেপুর, গোবিন্দগঞ্জ, নারায়ণডহর, দুর্গাপুর, রূপগঞ্জ, মোহনগঞ্জ, লক্ষ্মীগঞ্জ, আমতলা, চিরাঙ্গ, বাউসী।

কিশোরগঞ্জ—ভৈরববাজার, কঠিয়াদি, মীর্জাপুর, নিকলী, এগারসিন্দুর, হুসেনপুর, কিশোরগঞ্জ, করিমগঞ্জ, কালিয়াচাপড়া, তাতারকান্দি, বাজিতপুর, ফতেপুর, হিলচিয়া, আটগাঁও, তারাইল, নীলগঞ্জ।

মেলা।

এই জেলায় অনেকগুলি সাময়িক মেলা হয়। ঐ সকল মেলার নাম, সময় ও সরকারী রিপোর্টে প্রদত্ত জনতার সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

---

* Ayeen-i-Akbary, by F. Gladwin, page 304.

সদর মহকুমায়—

অষ্টমী মেলা—শম্ভুগঞ্জ	১ দিন	১০০০০।১১০০০ লোক।
,, —বেগুণবাড়ী	১ দিন	১৫০০০।১৬০০০ ,,
,, —রাজৈর	১ দিন	৪০০০। ৫০০০ ,,
রথমেলা—কালীগঞ্জ	৬।৭ দিন	১৪০০। ১৫০০ ,,
,, —উচাখিলা	১ মাস	১০০০। ১২০০ ,,
,, —খালবেলা	১ মাস	১৬০০০।২০০০০ ,,
পৌষ সংক্রান্তি—বিরুণীয়া	১৫ দিন	১০০০। ১২০০ ,,
,, —ত্রিশাল	১৫ই, ১৬ই জানুয়ারী	১০০০। ১২০০ ,,
,, —ঢাকিরকান্দা	৮ দিন	৫০০০। ৬০০০ ,,
চৈত্র সংক্রান্তি—শিবগঞ্জ	১ মাস	১০০০। ১২০০ ,,
,, —গুপ্তবৃন্দাবন	ঐ	৪০০০। ৫০০০ ,,

সারস্বত জুবিলী মেলা—নসিরাবাদ—

টাঙ্গাইল মহকুমায়—

বেত্রোবা মেলা	জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ১½ মাস	১৪০০০ লোক।
ধনহাটা মেলা	ডিসেম্বর জানুয়ারী	৯০০০ ,,
ছেলিমাবাদ মেলা	এপ্রিল মাসে ৩ দিন	৪৫০০ ,,
কৃষিপ্রদর্শিনী মেলা টাঙ্গাইল		

কিশোরগঞ্জ মহকুমায়—

কিশোরগঞ্জ ঝুলন মেলা	২ মাস	১৫০০০ লোক।
ভোগবেতাল রথমেলা	২০ দিন	৫০০০ ,,
হুসেনপুর দোলমেলা	১ মাস	৫০০০ ,,
ঐ অষ্টমীমেলা	১ দিন	৫০০০ ,,
মঠথলা অষ্টমী মেলা	১ দিন	৫০০০ ,,

জামালপুর মহকুমায়—

জামালপুর মেলা	১ মাস	২০০০৮	,,

নেত্রকোণা মহকুমায়—

ইচলিয়া পৌষ সংক্রান্তি	১ মাস	২১০০০	,,

অষ্টমী স্নান উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র তীরে বহু স্থানে মেলা হইয়া থাকে।

সেরপুরের ফুলদোলের মেলা বহুকাল চলিয়া উঠিয়া গিয়াছে। পোড়াবাড়ীতেও এক বৃহৎ মেলা হইত।

আমদানী রপ্তানি।

উল্লিখিত হাটবাজারগুলি হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে কোষ্টা রপ্তানি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে রপ্তানি জিনিষের মধ্যে কোষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।*

ভৈরববাজার, করিমগঞ্জ, দত্তের বাজার ও সুবর্ণখালীই এ জেলার আমদানী রপ্তানির প্রধান স্থান। 'এই সকল স্থানে ত্রিপুরা হইতে কার্পাস, সুপারি, মরিচ, প্রভৃতি, দক্ষিণ হইতে নারিকেল, পশ্চিম প্রদেশ হইতে গরু, শ্রীহট্ট হইতে কমলা ও মধু, কলিকাতা হইতে চাউল, চিনি, কাপড়, লৌহ ও গম, ব্রহ্মদেশ ও বাখরগঞ্জ হইতে চাউল প্রভৃতির আমদানী হইয়া থাকে।

চামড়া, + শীতলপাটী, পনির, ঘৃত, সরিষা, লঙ্কা প্রভৃতি এই জেলা হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। নীলের সময়

* ২৫ বৎসর পূর্ব্বে চাউল অপেক্ষা পাট কম রপ্তানি হইত। ১৮৭৩ সনে মাত্র ৭৫০০০ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল; এখন তাহা অপেক্ষা প্রায় ৮ গুণ অধিক জমিতে পাটের চাষ হইতেছে।

+ পূর্ব্বে এই জেলা হইতে চামড়া অনেক অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইত। ১৮৭৩ সনে চামড়া রপ্তানির অত্যধিক বৃদ্ধি দেখিয়া জেলার কালেক্টর ইহার

নীল এই জেলা হইতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে চা-ও এই জেলা হইতে ভিন্ন জেলায় যাইত। * ডালুর কার্পাস প্রসিদ্ধ, ইহা নালিতাবাড়ীর নিকট ডালু নামক স্থানে উৎপন্ন হয়। ভাওয়ালের অন্তর্গত মল্লিকবাড়ীতেও প্রচুর তূলা উৎপন্ন হয়। কার্পাস চাউল প্রভৃতির আমদানী রপ্তানি উভয়ই হইয়া থাকে। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে চাউল অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইত, আমদানীর আবশ্যক হইত না। †

মধু ও মোম ভাওয়ালে ও মধুপুরে প্রচুর পাওয়া যায়।

শুক্না মাছ এ জেলার একটী প্রধান রপ্তানির জিনিস। কোম্পানীর আমলে ফরাসিরা এই জেলা হইতে শুক্না মাছ পশ্চিমদেশে রপ্তানি করিত। চুলদিয়া ও থালিয়াজুরীতে তাহাদের দুইটী কারবারের স্থান ছিল।

কারণ অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ঢাকার চামড়া ব্যবসায়ীদিগের প্রেরিত লোক অলক্ষ্যে মাঠে বিষ ফেলিয়া গো মহিষাদির প্রাণনাশ পূর্ব্বক বহু চামড়া সংগ্রহ করে। এই অনুসন্ধানের পর একটী নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইলে, অল্পদিনের জন্য চামড়া ব্যবসায় বন্ধ ছিল। এই নূতন নিয়ম সম্বন্ধে জেলার কালেক্টর শাসন-বিবরণীতে লিখিয়াছিলেন, "If a sum of money were raised and it were agreed that a ryot whose bullock was poisoned should receive a rupee or two from the fund on condition that he did not sell the hide, the poisoner would find their occupation gone."

* ১৮৭২ সনে বিজাপুরের চা-বাগান হইতে ৫৩৬০ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়।—"General Administration Report of 1873-74."

† In an ordinary year the production is estimated to be about 135 lacks of maunds of rice of which about 27½ lacks are exported, the remainder being consumed in the District.—

"District Administration Report of 1873-74."

গারোপাহাড়ের পাদদেশ, ভঙ্গের বাজার হইতেও এই জেলায় অনেক জিনিস আমদানি হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বেত, তরৈবাঁশ উল্লেখযোগ্য।

গড়জয়ানসাহি, মধুপুর ও ভাওয়াল হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে গজারি কাঠ বাহির হইয়া থাকে। ঐ সকল কাঠ ঘরের খুঁটীরূপে ব্যবহৃত হয়।

নিত্যব্যবহার্য্য জিনিসের আমদানি ও রপ্তানির হিসাবে গড়ে আমদানি জিনিসের সংখ্যা অনেক অধিক। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি তিন গুণ অধিক ছিল।* ৩০ বৎসর পূর্ব্বে চাউল এবং কাপড় ভিন্ন স্থান হইতে এই স্থানে অতি অল্প আমদানি হইত। শতকরা দশ জনের অধিক বিলাতি কাপড়ের ক্রেতা পাওয়া যাইত না। ঘরের মোটা ভাত ও স্বদেশী যুগীর প্রস্তুত মোটা কাপড় কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই আদরের সামগ্রী ছিল।†

গত দুই বৎসর এই জেলা হইতে কলিকাতায় কি কি জিনিস

---

* "I should roughly estimate the money value of the Exports as being fully three times that of the Import.—

"District Administration Report of 1873-74."

† They (countrymen) and their families wear the cheapest of cloths, markins and such like or coarse country cloth, and eat coarse rice seasoned with chillies grown on their lands to use their own phrase "Mota Bhat Mota Kapar" * * so that imports such as European piece goods of the better sorts would not find purchasers in more than perhaps one-tenth of the inhabitants of the given area.—

"District Annual Report of 1879-80."

আমদানি রপ্তানির তালিকা।

কত রপ্তানি হইয়াছে এবং কলিকাতা হইতে এই জেলায় কি কি জিনিস কত আমদানি হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রপ্তানি জিনিস।	১৯০৪-০৫	১৯০৫-০৬
চাউল	১৯৩০৪ মণ।	১৯৬৮৯ মণ।
ধান	৪৩১০৮ মণ।	৪১৫০০ মণ।
যব গম প্রভৃতি	৫০ মণ।	১৭৩ মণ।
কলাই এবং দাইল	১৩৩৬ মণ।	২২৭০ মণ।
পাট	১৫০৫১৯৯ মণ।	১৫৯৭৪১৮ মণ।
ছালা	১৮৬৫৫ টা।	১৯২০১০ টা।
তিল ও তিসি	১২৪৮০ মণ।	৮৭৭৬ মণ।
সরিষা	২৩০০ মণ।	৩৪১৭৯ মণ।
কার্পাস	১০৪ মণ।	৮ মণ।
চিনি (পরিষ্কার)	০ মণ।	২ মণ।
„ (অপরিষ্কার)	১ মণ।	১১ মণ।
তামাকু	১৬৭ মণ।	১৫৩ মণ।

আমদানি জিনিস।

কার্পাস বস্ত্র (বিলাতি)	৩৯০১১০২৲	৪২৬৮৮৭৮৲
„ (দেশী)	৩১৪৭৲	১৬০১০৭৲
সূতা (বিলাতি)	২৬৩৯ মণ।	২৪৫১ মণ।
„ (দেশী)	২১৭৩ মণ।	২০৭৭ মণ।
লবণ	৩১৩৫৯৯ মণ।	২৬১৩২৮ মণ।
কেরোসিন তৈল	১১৪৮৪২ মণ।	৯২৯৭৪ মণ।
ছালা	৬৫৬৬০ টা।	৯৬৫৬৫ টা।

১৯০৫-০৬ সনে এই জেলা হইতে রেলযোগে বিভিন্ন স্থানে কি কি জিনিস কত রপ্তানি হইযাছে ও বিভিন্ন স্থান হইতে রেল-পথে কি কি জিনিস কত আমদানি হইয়াছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ—

জিনিস	রপ্তানি	আমদানি
পাট	২২৫০৭৯৪ মণ।	৬৩৯৯ মণ।
চাউল	৫৮৮৪ মণ।	১৪৪১৬ মণ।
ধান	৬৭৩ মণ।	৩০৯০ মণ।
যব ও গম	১৭০ মণ।	১০০৮ মণ।
কলাই এবং দাইল	৪৬০৬ মণ।	৫৪৩৯৭ মণ।
অন্যান্য আহার্য্য শস্য	৩৭ মণ।	৪৮৮৬ মণ।
ছালা	৬০৪৩ মণ।	১৫২০ মণ।
তিল	৭৬৫১ মণ।	
সবিষা	২২৭৪৮ মণ।	৯৯৭ মণ।
দেশী চা		১৫ মণ।
কার্পাস	৯০৮ মণ।	৭১৯ মণ।
চিনি (পরিষ্কার)	৫ মণ।	১১৩৫৪ মণ।
„ (অপরিষ্কার)	৯১ মণ।	৪৪৬১৫ মণ।
গুড় প্রভৃতি	১৯৫ মণ।	১৭৩৫৭ মণ।
তামাক	৫৩২ মণ।	১৮০২০ মণ।
কার্পাস বস্ত্র (বিলাতি)	২৬ মণ।	৫৭৬৪৬ মণ।
„ (দেশী)	৪৬ মণ।	৩৪৫৬ মণ।
সূতা (বিলাতি)	০	১৩৯ মণ।
(দেশী)	১০ মণ।	২০৮০ মণ।

লবণ	৬৯৪ মণ।	১১৭৭২৭ মণ।
কেরোসিন		৭১১১ মণ।
কয়লা		৬৬৫৫৯ মণ।
মোট	১৩০১১১৩ মণ।	৪২৮৬০৬ মণ।

রেল ব্যতীত নৌকা, ষ্টিমার, এবং অন্যান্য উপায়েও বহু জিনিস আমদানি রপ্তানি হইয়াছে।

প্রদর্শিত মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে জিনিসের আমদানির পরিমাণ অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ ৫ গুণ অপেক্ষাও অধিক। পাটের রপ্তানির পরিমাণ বাদ দিলে আমদানির পরিমাণ রপ্তানি অপেক্ষা ৮ গুণ অধিক হইবে। আমদানির তুলনায় পাট, তিল ও সরিষা এই জেলা হইতে অধিক রপ্তানি হইয়া থাকে।

ইতর প্রাণী।

গৃহপালিত পশু পক্ষী এই জেলার সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পশু। গরু ও ঘোড়া ক্রয় বিক্রয় জন্য জামালপুর মেলা ও সালটীয়ার হাট প্রসিদ্ধ। ব্যবসায়ীরা শীতকালে এই জেলায় বিক্রয় জন্য ঘোড়া লইয়া আইসে।

মহিষ দুই প্রকার। থাচব ও বাঙ্গর। থাচর অপেক্ষাকৃত ভীষণতর। বন্য মহিষ মধুপুরের জঙ্গলে পাওয়া যায়। পালিত মহিষ জয়নসাহীর বড় বড় হাওয়রে পালিত হয়।

হস্তী সুসঙ্গের পাহাড়ে পাওয়া যায়।

বরাহ, পালিত ও বন্য উভয়ই গাবতলিতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিণ, বানর, উল্লুক, ভল্লুক, গয়াল, ব্যাঘ্র প্রভৃতি সুসঙ্গ ও মধুপুরের গড়ে পাওয়া যায়। ছোট ছোট ব্যাঘ্র ও বিষধর সর্পাদি প্রায় সর্ব্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

পক্ষী।

মাণিকজোড়, ময়ূর, ধনঞ্জয়, ভৃঙ্গরাজ, বনমোরগ, ময়না, টিয়া মদনা, তোতা প্রভৃতি যাবতীয় পক্ষীই সুসঙ্গের পাহাড় এবং ভাওয়াল ও মধুপুরের জঙ্গলে পাওয়া যায়। পঙ্গপাল এই জেলায় অতি কম দেখা যায়। গুটী-পোকা নেত্রকোণা ও জামালপুর অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাকে এরণ্ড পোকা কহে। এরণ্ডপত্র ইহাদের আহার। এই পোকা অতি যত্নে প্রাতপালন করিতে হয়।

মৎস্য।

মাগুল বা মহাশকুল মৎস্য এই জেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা সাধারণতঃ সোমেশ্বরী ও কংশ নদীতেই পাওয়া যায়। উহা দেখিতে প্রায় রোহিত মৎস্য সদৃশ, কিন্তু মুখ কিঞ্চিত দীর্ঘ। এই মৎস্য সতৈল ও সুস্বাদু। বনরোহিত নামক ভূগর্ভবাসী মৎস্য এ জেলায় পাওয়া যায়, তাহা খাদ্য নহে। এতদ্‌ব্যতীত চিতল, রোহিত, কাতল প্রভৃতি সাধারণ সাধারণ মৎস্য প্রায় প্রত্যেক স্থানেই পাওয়া যায়। ভাটি অঞ্চলে নানাজাতীয় মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কুম্ভীর বর্ষা ঋতুতে ব্রহ্মপুত্র ও যমুনায় দেখা যায়। বড় বড় নদীগুলিতে শুশুক (শিশু) দেখিতে পাওয়া যায়।

খেদা।

হস্তী সুসঙ্গের পাহাড়ে পাওয়া যায়। সুসঙ্গ-পাহাড়ে, মধুপুরে ও রণভাওয়ালের গড়ে প্রাচীনকালে হস্তীর খেদা হইত।* সুসঙ্গের

* রণভাওয়ালে হস্তী পাওয়া যাইত বলিয়া টেইলার সাহেবও লিখিয়াছেন- "Taylor's Topography of Dacca."

মহারাজ পুরুষানুক্রমে সুসঙ্গের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ও করৈবাড়ীতে খেদা করিয়া আসিতেছিলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের প্রচুর লাভ হইত। ইংরেজ-শাসনের প্রাক্কালে এতদ্দেশে অতি সাধারণ জঙ্গলেও বন্যহস্তী বিচরণ করিত। ঐ সকল হস্তী দলে দলে বাহির হইয়া আসিয়া মাঠের ফসল নষ্ট করিয়া যাইত। ১৭৮৭ সন হইতে ১৮০০ সন পর্য্যন্ত বন্যহস্তীর এই প্রকার অত্যাচারের কথা গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৮৭ সনে আলাপসিংহ, ভাওয়াল ও হাজারাদীর জমিদারগণ বন্যহস্তীর অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রতিকারপ্রার্থী হন ও সরকারী রাজস্ব হইতে মুক্তির প্রার্থনা করেন।* বিশেষ অনুসন্ধানের পর তাঁহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়। এবং গবর্ণমেণ্ট এই অনিষ্ট নিবারণের উপায় চিন্তা করিয়া খেদা স্থাপনের পরামর্শ করেন। † এইরূপ পরামর্শের পর ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট আর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। ‡ বলা বাহুল্য সুসঙ্গের পাহাড়ে তখনও সুসঙ্গের মহারাজ খেদা করিতেন।

১৮৭৯ সনে খেদা আইন § বিধিবদ্ধ হইলেও সুসঙ্গের মহারাজ ১৮৮৪ সন পর্য্যন্ত খেদা করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ সনের ১৯শে মে তারিখের বিজ্ঞাপনী দ্বারা গবর্ণমেণ্ট সুসঙ্গের মহারাজদিগের হস্ত হইতে খেদার ক্ষমতা তুলিয়া লন। প্রায় ৪০।৫০ বৎসর হইল

---

* W. Wroughton's Settlement Report of 1787.

† Collector's letter to the Board of Revenue, dated 11-6-1800.

‡ MSS. Record Nos. 9225, 9226, and 9310. (Board of Revenue.)

§ Elephant Preservation Act of 1879.

সালটীয়ার স্বর্গীয় ভোলানাথ চাকলাদার ভাওয়ালের জঙ্গলে একবার খেদা করিয়াছিলেন। সে খেদার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখন গবর্ণমেণ্ট খেদা করিয়া থাকেন।

উদ্ভিদ।

নানা জাতীয় অশ্বত্থ, বট, আম, কাঁটাল, জাম, মান্দাব জিয়ল (জিগা), তেঁতুল, আমলকী, হরিতকী প্রভৃতি বৃক্ষ এ জেলায় অপর্য্যাপ্ত পবিমাণে জন্মিয়া থাকে। বাঁশ এ জেলার একটি প্রধান উদ্ভিদ। বনজ ঔষধি বৃক্ষও অপর্য্যাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড় ও বনভূমিতে গজাবি, শিরীষ, নিহব, নাগেশ্বর, চাম্বল, চামা সোপাঙ্গ, গাম্ভারী পাকুল, জারৈল কাটাখসিযা, খাড়াজোড়া, দুধক্ষীরা, কড়ই, আসই, কাচই, মাউ কাউ, জাঙ্গরাল, পিপ্পলী, ঘিলা, বিটখদিব রবর, প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিযা থাকে।

ময়মনসিংহেব ভূমি উর্ব্বরা। এখানে সকল প্রকারের শাক সবজীই উৎপন্ন হইয়া থাকে; নানা জাতীয় পুষ্পবৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়।

ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতি ও টাঙ্গাইল কৃষি প্রদর্শনীতে উদ্ভিদপ্রদর্শনী হইয়া থাকে।

শিল্প।

প্রাচীন কালে ময়মনসিংহ সূক্ষ্মবস্ত্র-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

বস্ত্রশিল্প।

বাজিতপরের মসলিন ও কিশোরগঞ্জের তঞ্জাব দিল্লীর বাদসাহদিগেরও চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইত। মুসলমানদিগের পর এই সকল বস্ত্রের প্রতি ওলন্দাজদিগের দৃষ্টি পড়ে। ওলন্দাজগণ কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুরে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া

মসলিনের ব্যবসায়ে মনোযোগ প্রদান করেন। তাঁহাদিগের পর ইংরেজ বণিক্‌গণ তাঁহাদের কুঠী হস্তগত করিয়া দেশীয় কারিকরদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন। এই সময়ে কিশোরগঞ্জের পরামাণিকদিগের মসলিনের ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদিগের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরগঞ্জের বস্ত্র-শিল্প ব্যবসায়ের অবনতি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও কিশোরগঞ্জের এবং বাজিতপুরের তঞ্জাব চাদর ও গোলাবতন ধুতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বাজিতপুরেও মিহি কাপড় এবং চাদর প্রস্তুত হয়। এই মহকুমার পাথরাইল এবং ছোট বিন্যাফৈর গ্রামের তন্তুবায়গণ উৎকৃষ্ট রেসমি বস্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জালালিয়া ও শুনকার জোলারা কয়েক বৎসর যাবৎ কোট প্যাণ্টুলানের ও সার্টের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট ছিট প্রস্তুত করিতেছে। নেত্রকোণার অন্তর্গত সান্ধিকোণা গ্রামে এণ্ডি প্রস্তুত হয়, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সূতার উৎকৃষ্ট চারখানা প্রায় সকল স্থানের যুগীরাই প্রস্তুত করিয়া থাকে।

অন্যান্য শিল্প।

জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত ইসলামপুর নামক স্থানের কাঁসার জিনিস সুপরিচিত ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাগমারীতেও কাঁসার জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। টোকের ঘটী উৎকৃষ্ট; এই ঘটী জগদল নামক স্থানে প্রস্তুত হয়।

কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত করগাঁও ও বাজিতপুরের লৌহনির্ম্মিত সামগ্রী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। করগাঁয়ের খড়্গ ও বাজিতপুরের দা, বঁটী ও যাঁতি সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

ভাওয়ালে উৎকৃষ্ট পাটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। মিস্ত্রির কার্য্য

কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত বাজিতপুরে উৎকৃষ্ট। সেরপুরের কাষ্ঠ-পাদুকায় নূতনত্ব আছে। উচাখিলার মুচিদিগের নির্ম্মিত চর্ম্মপাদুকা মন্দ নহে। জামালপুরের অন্তর্গত বজ্রপুরের মৃৎপাত্র প্রসিদ্ধ।

পরগণার মাপ।

গবর্ণমেণ্টের জরিপ কার্য্যে পূর্ব্বে একর-রোড-পোলের মাপ প্রচলিত ছিল; পরে বিঘা কাঠার মাপ প্রচলিত হয়। এই জেলার এক এক পরগণায় এক এক রকম মাপ প্রচলিত। এই মাপকে পরগণার মাপ কহে। নিম্নে সেই সকল পরগণার মাপগুলি গবর্ণমেণ্টের মাপে বুঝাইতে চেষ্টা করা গেল। (১ একর=তিন বিঘা অর্দ্ধ কাঠা)।

পরগণা আলাপসিংহ, তপে রণভাওয়াল—এই পরগণাদ্বয়ে পুরার মাপ প্রচলিত। তাহা এইরূপঃ—

১ হাত ১০ অঙ্গুলি =১ গজ

১০০ গজে =১ রশি

১ রশি দীর্ঘ × ১ রশি প্রস্থ =১ পুরা

পুরার হিসাব এইরূপঃ—

৪ কড়ি =১ গণ্ডা

৫ গণ্ডা =১ কাঠা

১৬ কাঠা =১ পুরা

১ পুরা=৩ বিঘা ১৷৷০ ছটাক

১ পুরা=১·০৩·৪ একর।

পরগণা বড়বাজু, কাগমারী, আটিয়া, পুখুরিয়া—এই সকল স্থানে খাদার মাপ। যথাঃ—

৪ কড়ি	=১ গণ্ডা
৭॥ গণ্ডা	=১ পাখী
১৬ পাখী	=১ খাদা

পাখী ও খাদার হিসাবঃ—

১৪ হাত ১৪ অঙ্গুলি=১ নল

৬ নল দীর্ঘ×৫ নল প্রস্থ=১ পাখী

১ খাদা=৫ একর ১ রোড ৩ পোল।

ময়মনসিংহ, সিংধা, দরজিবাজু, রায়দোম, সুসঙ্গ, হুসেনসাহী, নসিরুজিয়াল, খালিয়াজুরী, বাউখন্দ এই সকল স্থানে আড়া পুরার মাপ প্রচলিত।

১৬ কাঠা	=১ আড়া
১৬ আড়া	=১ পুরা।

আড়ার মাপ। যথা ঃ—

১ হাত ৬ অঙ্গুলি=১ গজ

১০০ গজ =১ রশি

২ রশি×১রশি =১ আড়া *

১ পুরা=২৫ একর, ৩ রোড, ১২ পোল।

তপে হাজরাদী, কাশীপুর, নওয়াবাদ, বরৈকান্দী, জোয়ার-

* সুসঙ্গ পরগণায় ২০ ইঞ্চি গজের ২০০ হাত দীর্ঘে ১০০ হাত প্রস্থে এক আড়া।

হুসেনপুর, তপেকুড়িখাই, তুলন্দর, বলরামপুর, ইদগা।—এই সকল স্থানে কাণির মাপ। যথা :—

১৬ কাণি = ১ দ্রোণ

কাণির হিসাব :—১ হাত ৮ অঙ্গুলি = ১ গজ

২৪ গজ = ১ রশি

৩ রশি × ২॥ রশি = ১ কাণি

১ কাণি = ১ বিঘা ১ কাঠা

১ কাণি = ৫ একর, ২ রোড, ১২ পোল।

নিকলী, জয়নসাহী, লতিবপুর—এই সকল স্থানে কাণির মাপ। যথা :—১৬ কাণি—১ দ্রোণ। এই কাণি হাজরাদীর কাণি হইতে পৃথক্। এই কাণি বাহির করিবার প্রণালী :—

১ হাত ৭ অঙ্গুলি = ১ গজ

১০ গজ = ১ রশি

১২ রশি × ১০ রশি = ১ কাণি।

সুতরাং ১ কাণি = ৩ বিঘা ৩ কাঠা ৬ ছটাক অথবা = ১৬ একর, ৩ রোড ১ পোল।

সেরপুর, সাগরদি—

কোরের মাপ প্রচলিত। যথা,—২০ গণ্ডা = ১ কাঠা

২০ কাঠা = ১ কোর

কোরের হিসাব :—১ হাত ৬ অঙ্গুলি = ১ গজ

১২০ গজ = ১ রশি

১ রশি × ১ রশি = ১ কোর।

১ কোর = ৩৷৹ বিঘা অথবা = ১ একর ২৫ পোল।

জফরসাহী, মকিমাবাদ—পাখী ও খাদার মাপ।

পাখী ও খাদার হিসাবঃ—১৬ পাখী=১ খাদা। এই খাদা বড়বাজুর খাদা অপেক্ষা বৃহৎ। যথাঃ—

১৭ হাত ১৭ অঙ্গুলি =১ নল

৬ নল×৫ নল =১ পাখী

১ পাখী =৩ বিঘা ৯ কাঠা।

১ খাদা=২৩ বিঘা ৪ কাঠা অথবা=৭ একর ২ রোড ২৫ পোল।

পাতিলাদহে বিঘা কাঠার মাপ প্রচলিত।

ওজন ও পরিমাণ।

জমির মাপের ন্যায় পরগণায় পরগণায় জিনিসের ওজন এবং পরিমাণেরও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে। নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইলঃ—

পরগণা ময়মনসিংহ, রায়দোম, বাওখণ্ড, তপেসিংধা পরগণা হুসেনসাহী প্রভৃতি স্থানে চাউল, তৈল, পাট, ঘৃত, এবং তামাক ৮৪ তোলা ॥৵০ আনা ওজনে মাপ হয়, অন্যান্য জিনিস ৬০ তোলায় সের। হিসাব এইরূপ ঃ—

৫ সের =১ কাঠা

৪ কাঠা =১ ভোতা

২ ভোতা =১ মণ

২ মণ =১ আড়া।

হুসেনসাহী পরগণায় কোন কোন জিনিসের ৮০ তোলায় সেরও প্রচলিত আছে।

জোয়ার হুসেনপুর—ওজন হুসেনসাহীর ন্যায় একরূপ। হিসাব অন্যরূপ। যথা :—

১০ সের ১=আধি
২ আধি ১=কাঠা
২ কাঠা ১=মণ।

পরগণা কাগমারী—কলাই ও সরিষা ৮৪৷৵০ ওজন, চাউল ও অন্যান্য জিনিস ৬০ তোলার ওজন। হিসাব এইরূপ :—

২৷৹ সেরে ১ চৌয়ান
১৬ চৌয়ানে ১ মণ।

পরগণা জফরসাহী ও মকিমাবাদ—শস্য ও পাট ৮৪৷৵০, অন্যান্য জিনিস ৬০ তোলা। হিসাব এইরূপ :—

৫ সেরে ১ চৌয়ান
৮ চৌয়ানে ১ মণ।

পরগণা সাগরদী—ওজন জফরসাহীর ন্যায় এবং মণের হিসাব ময়নসিংহের ন্যায়।

পরগণে পুখরিয়া—ওজন জফরসাহীর ন্যায়, হিসাব অন্যরূপ। যথা :—

১০ সেরে ১ ধামা
৪ ধামায় ১ মণ।

পরগণে বড়বাজু ও তুলন্দর—ওজন জফরসাহীর ন্যায়, হিসাব অন্যরূপ :—

১০ সেরে ১ কাঠা
৪ কাঠায় ১ মণ।

পরগণে সেরপুর—শস্য ৮২॥০ তোলা ওজনে, অন্যান্য জিনিস ৬০ তোলা। হিসাব:—

৫ সেরে	১ ধারা
৮ ধারায়	১ মণ।

পরগণা সুসঙ্গ—ঘৃত এবং দুগ্ধ ৯০ তোলা ওজনে। তৈল ১০৫ তোলায়, অন্যান্য জিনিস ময়মনসিংহের ন্যায়, হিসাবও ঐরূপ।

পরগণা আটীয়া—সমস্ত জিনিসের ওজনই ৮২॥৶০, হিসাব সেরপুরের ন্যায়।

পরগণা নসিরুজিয়াল—ঘৃত ৯০ তোলা, চাউল ৮৪॥৶০, অন্যান্য জিনিস ৮০ এবং ৬০ তোলার ওজন। হিসাব ময়মনসিংহের ন্যায়।

খালিয়াজুরী—ঘৃত ও তৈল ৯০ তোলা, অন্যান্য জিনিস ৮৪॥৶০ ও ৮০ তোলা। হিসাব ময়মনসিংহের ন্যায়।

তপে হাজরাদী—চাউল, তৈল এবং ঘৃতের ওজন ৮৪॥৶, অন্যান্য ৬০ তোলা হিসাব এইরূপ:—

৭ সেরে (৮৪ তোলার)	১ কাঠা
৪ কাঠায়	১ আড়ি
৪ আড়িতে	১ আড়া
১৬ আড়াতে	১ পুরা।

পরগণে জয়নসাহী—ওজন হাজরাদীর ন্যায়। হিসাব এইরূপ:—

৪ সেরে (৮৪ তোলার)	১ পুরা
৪ পুরায়	১ কাঠা
২০ কাঠায়	১ বিশ।

তপে রণভাওয়াল—সকল জিনিসই ৮২ তোলা ওজনে বিক্রয়

হয়। ধান, চাউল, কলাই, পাট, সবিষা ইত্যাদি ৮৪॥৶০, চিনি ৬৪ তোলা, দুগ্ধ ৮০ তোলা, তৈল ৮০ ও ১১০ তোলায় ওজন হয। হিসাবে কোন গোল নাই।

৪০ সেবে ১ মণ।

কিশোবগঞ্জ বাজাবে দুগ্ধেব মাপ ১২০ তোলায় সেব।

সকল দেশেব ভিন্ন ভিন্ন প্রকাবেব ওজন ও হিসাব সাধাবণ একটী হিসাবে প্রচলিত কবিবাব জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। Bengal Social Science Association বিশেষ যত্নও কবিযাছিলেন, ফলে কি হইয়াছে তাহা অপ্রকাশিত।

সপ্তম অধ্যায়।

ভূমির কর ও রাজস্ব।

ভূমির স্বত্ব, জমাব বিবরণ; রাজস্ব।

এই জেলায় সাধারণতঃ ছয় প্রকার ভোগাধিকার স্বত্ব প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। (১) জমিদারী, (২) তালুক, (৩) ইজারা, (৪) জোত, (৫) চক, (৬) বর্গা স্বত্ব। এই ছয় প্রকার স্বত্ব ব্যতীত নানকার, নাখেরাজ, ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, পীরপাল প্রভৃতিও প্রচলিত আছে।

ভূমির স্বত্ব।

তালুক-স্বত্ব বহু প্রকার। যথা,—খারিজা, সিকিমি, দিখলী,* মিসতাক,† মিরাস পাট্টাই, পত্তনি ইত্যাদি।

এই জেলায় পূর্ব্বে নাওয়ারা ও খাওলা জমি ছিল। মোগল রাজত্ব সময়ে আরাকান ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ রক্ষার জন্য বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে নৌকা ও নৌসৈন্য সরবরাহ করিতে হইত। এই সৈন্য সরঞ্জাম রক্ষার জন্য নাওয়ারা মহালের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে ময়মনসিংহ জেলায় যে সকল নাওয়ারা মহাল ছিল, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাব তাহার খাজানা গ্রহণ করিতেন। ১৭৯৯ সনে

* দিখলী স্বত্ব কেবল হাজরাদী ও জোয়ার হোসেনপুরে প্রচলিত।

† মিসতাক স্বত্ব কেবল জয়নসাহী পরগণায় প্রচলিত।

এই জেলার কোন্ কোন্ পরগণা হইতে কোন্ নবাব কত নাওয়ারা খাজানা পাইতেন তাহা নিম্নে প্রদান করা গেল :—

পরগণা।	মোট নাওয়ারা।	মুর্শিদাবাদের নবাব।	ঢাকাব নবাব।
তপে কুড়িখাই হইতে	২৪১৲	০	২৪১৲
তপে হাজরাদী হইতে	৭৭৪৲	৭৫০৲	২৪৲
পরগণা জয়নসাহী হইতে	৮০৬৲	১৮৩।৵০	৬২২॥৵০
„ নসিরুজিযাল হইতে	৮০৬৲	৮০৬৲	০
„ (অস্পষ্ট) হইতে	৬০০৲	০	৬০০৲
„ সিংধা দরজি বাজু হইতে	১৮৯৲	০	১৮৯৲
	৩৪১৬৲	১৭৩৯।৵০	১৬৭৬॥৵০

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পব নাওয়াবাব অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ঢাকা বা মুর্শিদাবাদের কোন নবাবই স্বীয় প্রাপ্য খাজানা পাইতেন না। অবশেষে তাহাবা রেভিনিউ বোর্ডে প্রতিকাবপ্রার্থী হইলে এই নাওয়াবা মহালগুলিব অনুসন্ধান হয়। এই সময় (১২০৩ বঙ্গাব্দে) শিবপ্রসাদ বসু ঢাকা নাওয়ারা সেরেস্তার কাননগু ছিলেন। তিনিও বহু অনুসন্ধান করেন। অনেক অনুসন্ধানের পর মহালগুলির তত্ত্ব পাওযা যায়। অতঃপর ১৮০৬ অব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে উভয় নবাবই স্বীয় স্বীয় প্রাপ্য খাজানা পাইবেন বলিয়া নির্দ্ধাবিত হয়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার নবাব ও ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাবের মৃত্যু হইলে, এই নাওয়ারাগুলি খাস মহালে পরিণত হইয়া যায়।

জমিদারদিগের অধীন অনেক জমি বিনা খাজানায় রক্ষিত হইত। ঐ সকল জমি "হাওলা" জমি। "হাওলা" জমির খাজানার

পরিবর্ত্তে প্রয়োজন অনুসারে জমিদার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতেন। ১৭৮৭ সনে জেলা-কালেক্টর খাজানাখানা রক্ষার জন্য রেভিনিউ বোর্ডে পাইক নিযুক্তির প্রার্থনা করিলে, বোর্ড জমিদারদিগকে "হাওলা" জমির নিষ্কর ভোগের জন্য পাইক-প্যাদা যোগাইতে বাধ্য করেন। * অতঃপর হাওলা প্রথা উঠিয়া যায়।

জমার বিবরণ।

বাজার ওজন ও ভূমির মাপের ন্যায় পরগণায় পরগণায় জমির খাজানারও তারতম্য আছে। জমির শ্রেণী অনুসারে জমা ধার্য্য হইয়া থাকে। জমির বিভাগ গুণানুসারে, সাধারণতঃ এইরূপ :—

১ম—পাণের বর(জ), ২য়—ইক্ষু, ৩য়—বসত ভিটা, ৪র্থ—পালান, ৫ম—আওয়াল, ৬ষ্ঠ—দুয়ম, ৭ম—ছিয়ম, ৮ম—ছন, ৯ম—লায়েক পতিত, ১০ম—নালায়েক পতিত, ১১শ—চর।

কোন কোন স্থানে জমির শ্রেণী নির্ব্বাচনের ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়। জমার বিশেষ বাঁধাবাঁধি কোন নিয়ম নাই। প্রজাকে সন্তুষ্ট করিয়া যেরূপ হারে গ্রহণ করা যায় সেইরূপই জমা ধার্য্য হইয়া থাকে। প্রকৃত জমা ব্যতীত অনেক স্থলে নানা প্রকার বাজে করও জমার সহিত আদায় করা হইয়া থাকে।

যে সকল জমিতে দুই ফসল উৎপন্ন হয়, কোন কোন পরগণায় সেই সকল জমির উপর দুই হারেও খাজানা ধরা হইয়া থাকে। প্রজার নামেও এক জমিই দুই ফসলের জন্য দুইবার ধরা হয়। ঐ জমাকে "রংওযারি জমা" বলে। হোসেনসাহী পরগণায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

* Revenue Board's No. 43, dated 29-5-1787 to the Collector of Bhellua.

রাজস্ব।

মোগল শাসনকালে সরকারী রাজস্ব দাম নামক মুদ্রা দ্বারা প্রদত্ত হইত। রাজস্ব তখন বাঙ্গালার নবাবের নিকট প্রদান করিতে হইত। কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর কতক দিন সিক্কা টাকা ও কড়ি দ্বারা তাহা প্রদত্ত হইত। ঢাকাতে তখন কোম্পানীর খাজানাখানা ছিল। খাজানা বার কিস্তিতে আদায় করিতে হইত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে চারি কিস্তিতে রাজস্ব আদায়ের নিয়ম হয়।

এই জেলার ১৯০৫-৬ সালের গবর্ণমেণ্ট আয় নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

ভূমির রাজস্ব—	
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মহালের	৭৬৮৮২৪৲
ইজারা মহালের	৭১৫১৯৲
খাস মহালের	২৬৪৭৩৲
	৮৬৬৪১৬৲
ডাক টেক্স—(বর্ত্তমান বর্ষ হইতে উঠিয়া গিয়াছে।)	
পাবলিক ওয়ার্ক সেস	২০১০৪১৲
আয় কর	৮৬২৩৪৲
	২৯১২৭৫৲ *
আবকারী	৪৩৮৭৮১৲
আফিম	৪৫৮৫০
ষ্ট্যাম্প বিক্রয়	১১২৪১১৬৲
ষ্ট্যাম্প আইন অনুসারে নানা প্রকারে আদায়	২৮৯১৲
	১৬১১৪১৮৲ †
মোট	২৭৬৯১০৯৲

* ভূমির রাজস্ব, পাবলিক ওয়ার্ক সেস ও আয়করে দাবির টাকা প্রদর্শিত হইল।

† আবকারী ও ষ্ট্যাম্পে আদায়ের টাকা প্রদর্শিত হইল।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে (১৭৯৫-৯৬) এই জেলার গবর্ণমেণ্টরাজস্ব কত ছিল তাহাও নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
রাজস্ব	৭১৯৯৯	১	০
সরকারী সম্পত্তির নিলামী			
ডাক ফাজিল	১০৫	০	০
পোলিস	১১৩২	১০	১
আবকারী	৬০	১	৩
ঢাকা টাঁকশাল	২৬৫০	৭	৯
অন্যান্য আয়	২৬৭	৭	৬
মোট	৭৭১৫৯	৭	৭

১৭৯৫ অব্দ হইতে ১৮৭০-৭১ অব্দ পর্য্যন্ত কতিপয় বৎসরের এই জেলার গবর্ণমেণ্টের মোট আয় ও ব্যয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

		আয়।	ব্যয়।
১৭৯৫	সনে	৭৭১৬০ পাউণ্ড	১২০২৮ পাউণ্ড
১৮২১-২২	”	৯২৯০৮ ”	১৪৫২১ ”
১৮৬০-৬১	”	১৩২০৫১ ”	২৪৪৬০ ”
১৮৭০-৭১	”	১৬১৬১৭ ”	৪৯৫৭৪ ”

অষ্টম অধ্যায়।

স্বায়ত্তশাসন।

মিউনিসিপালিটী; জেলা বোর্ড; লোকাল বোর্ড; গোদারা; পাউণ্ড, ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়; টীকা; পথ; পথকর; জলের কল।

মিউনিসিপালিটী।

১৮৫০ সনের ২৭ আইন মতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদত্ত হয়। ১৮৫৭ সনে এই সহরবাসিগণ স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন। তদনুসারে ১৮৫৮ সনের জুলাই মাসে এই সহরবাসীদিগকে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। ১৮৫৯ সনে স্বায়ত্তশাসনে বিরক্ত হইয়া সহরবাসিগণ পুনরায় তাহা উঠাইয়া লইবার জন্য গবর্ণমেণ্টসমীপে প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেণ্ট এই প্রার্থনায় আর কর্ণপাত করিলেন না।* সেই সময় হইতে এই স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা চলিয়া আসিতেছে। সেই সময়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটই সভাপতি (Chairman) থাকিতেন। নসিরাবাদ নগরে মিউ-নিসিপালিটী স্থাপিত হইবার পর অন্যান্য স্থানের মিউনিসিপালিটী-গুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীগুলির

* Reynold's Statistics, &c. of 1866-67.

নাম, স্থাপনের তারিখ ও ১৯০৫-০৬ সনের আয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মিউনিসিপালিটীর নাম।	স্থাপনের তারিখ।	১৯০৫-০৬ সনের আয়।
নসিরাবাদ	১লা এপ্রিল-১৮৬৯ *	৫৬৫০৭৲
জামালপুর	ঐ	১৩৬৫৭৲
সেরপুর	ঐ	১১০০৫৲
কিশোরগঞ্জ	ঐ	৯৯০৮৲
বাজিতপুর	ঐ	৫৬৫৭৲
মুক্তাগাছা	অক্টোবর-১৮৭৫	৮১৯৭৲
নেত্রকোণা	১লা জানুয়ারী-১৮৮৭	৮৬৩১৲
টাঙ্গাইল	১লা জুলাই-১৮৮৭	১০৭১০৲
	মোট	১২৪২৭২৲

প্রতি দশ বৎসরে প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীতে জনসংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইল :—

		১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২
নসিরাবাদ	পুং	১০৪০৫	৮৪৩১	৭৬২৩	৬৭৯৫
	স্ত্রী	৪২৬৩	৩১২৪	২৯৩৮	৩২৭৩
	মোট	১৪৬৬৮	১১৫৫৫	১০৫৬১	১০০৬৮
মুক্তাগাছা	পুং	৩৭৭৪	৩২২৪	২৮২০	০
	স্ত্রী	২১১৪	১৬৯৯	১৪৭৫	০
	মোট	৫৮৮৮	৪৯২৩	৪২৯৫	০

* বর্ত্তমান Municipal Administration রিপোর্টগুলিতে এই তারিখ দেখিতে পাওয়া যায়।

		১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২
জামালপুর	পুং	৯৭১৩	৮১৯২	৭৪৮১	৭৩১০
	স্ত্রী	৮২৫২	৭১৯৬	৭২৪৬	৭০০২
	মোট	১৭৯৬৫	১৫৩৮৮	১৪৭২৭	১৪৩১২
সেবপুর	পুং	৭০৪৬	৬২১৭	৪৮৩১	৪২৫০
	স্ত্রী	৫৪৮৯	৪৫২৭	৩৮৭৯	৩৭৬৫
	মোট	১২৫৩৫	১০৭৪৪	৮৭১০	৮০১৫
কিশোরগঞ্জ	পুং	৮৪২০	৭১৬৩	৬৩৮১	৬৬৮২
	স্ত্রী	৭৮২৬	৬৮২৫	৬৫১৭	৬৯৫৫
	মোট	১৬২৪৬	১৩৯৮৮	১২৮৯৮	১৩৬৩৭
বাজিতপুর	পুং	৪৯৭২	৪৬৪৭	২২৩২	০
	স্ত্রী	৫০৫৫	৪৭৫২	২৪০৯	০
	মোট	১০০২৭	৯৩৯৯	৪৬৪১	০
নেত্রকোণা	পুং	৬৬৩১	৫৬১৫	০	০
	স্ত্রী	৪৭৭১	৪২০৬	০	০
	মোট	১১৪০২	৯৮২১	০	০
টাঙ্গাইল	পুং	৮৭৭২	১০১৩২	৮৮৬৪	৮০২৯
	স্ত্রী	৭৮৯৪	৭০৪১	৯২৬০	৭৮১৯
	মোট	১৬৬৬৬	১৭৯৭৩	১৮১২৪	১৫৮৪৮

১৮৮৭ সনে এই জেলায় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড (জেলাবোর্ড) প্রাতিষ্ঠিত হয়। জেলার কালেক্টর এই বোর্ডের সভাপতি। সভ্যগণের মধ্য হইতে একজন সহকারী সভা-

জেলাবোর্ড।

পতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এই বোর্ডে সভাপতিসহ মোট ২৫ জন সভ্য। ইহাদের ১২ জন লোকেল বোর্ডের সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন ও ১২ জন গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করিয়া থাকেন।

১৯০৫-০৬ সনের বোর্ডের আয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পথকর	২০০৮২৯
বাকী পথকরের স্থদ	৩১৩
শিক্ষা সম্বন্ধীয় দানের স্থদ	২৬২
পাউণ্ডের খাজনা মোট	৩৬০৪৮
স্কুলের ছাত্রবেতন	১৭৯৯
শিক্ষা সম্বন্ধে দান	২৬০০
শিক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ আয়	৭৯৮
ডাক্তারখানার চাঁদা	২৩২৭
ডাক্তারখানা বাবত অন্যান্য আয়	১০৮
প্রেসের আয়	৬৪৫
বাকী পথকরের খরচ আদায় প্রভৃতি	৩৫১০
পুরাতন মাল বিক্রয়	২১১
বিবিধ জরিমানা, ফিস ও জব্দ টাকা	১২০০
গোদারা ঘাটের খাজানা	৪১৪০৯
ভূমির ও গৃহাদির ভাড়া	৯৮১
রাস্তা নির্ম্মাণ জন্য সাহায্য	৪৪৬৯
পূর্ত্ত বিভাগের বিবিধ আয়	৩৭৫
কণ্ট্রাক্টরগণের আমানতি টাকা	২৩৮৯১
গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত	১৩৪৯৮৮
মোট আয়	৪৫৬৭৫৬

ময়মনসিংহ জেলাবোর্ড সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন :—

শিক্ষা, চিকিৎসা, মেলার স্বাস্থ্যোন্নতি ও পশুচিকিৎসা, দুর্ভিক্ষ, রাস্তা, জলাশয় প্রভৃতি।

১৯০৫-০৬ সনে ময়মনসিংহ জেলাবোর্ড এই সকল কার্য্যের জন্য কত টাকা খরচ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আফিস ও আমলা খরচ	১৫১৩৩৲
খোঁয়াড় বাবত খরচ	৩৬৯৯৲
শিক্ষা ..	৮৭১৮১৲
চিকিৎসা . ..	২৩৪১০৲
মেলা ও পশুচিকিৎসা ..	১৯৫১৲
পেন্সন ..	১১৮৲
ষ্টেশনারি ও প্রিন্টিং ..	৩৮১৩৲
বিবিধ ...	১৯৮৩৲
গৃহাদি প্রস্তুত ও মেরামত	১১১৪০৲
রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামত ...	১৯৭৮০৪৲
জলাশয় খনন ও মেরামত ...	১৭২১৪৲
ইঞ্জিনিয়ার আফিসের ব্যয় ..	২৫৬৯৩৭৲
চাঁদা আদায় .	৩০৮৮৲
আমানতি টাকা ফেরত ...	২৪৭৫৬৲
মোট ব্যয়	৪২২০৬৯৲

ময়মনসিংহ জেলাবোর্ডের পরিমাণফল **৬২৭৮** বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা ৩৮০৯৬৭১।

জেলা বোর্ডের কার্য্যসৌকর্য্যার্থে জেলার পাঁচ বিভাগে পাঁচটী লোকাল বোর্ড আছে। যথা—সদর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও নেত্রকোণা। জনসাধারণের মতে লোকাল বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। লোকাল বোর্ডগুলির পরিমাণফল ও লোকসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

লোকাল বোর্ড।

লোকাল বোর্ড।	পরিমাণফল।		লোকসংখ্যা
সদর লোকাল বোর্ড	১৮৪৫·৫	বর্গ মাইল	৯৫৬৯২০
জামালপুর ,,	১২৬৭·৮	,,	৬৪২৮৯৮
কিশোরগঞ্জ ,,	৯৭৫	,,	৬৯২৯১১
টাঙ্গাইল ,,	১০৫৩	,,	৯৫৩৫৭৩
নেত্রকোণা ,,	১১৩৭	,,	৫৬৩৩৬৯
মোট জেলাবোড	৬২৭৮·৩	,,	৩৮০৯৬৭১

গোদারা।

বর্ত্তমান সময়ে এই জেলায় ১৮৪টা গোদারা ঘাট আছে। পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিগণই নিজ নিজ এলাকার গোদারার আয় গ্রহণ করিতেন। ১৮১৬ সনে গবর্ণমেণ্ট গোদারার স্বত্ব নিজহস্তে গ্রহণ করেন।* এই ঘাটগুলির মধ্যে ৩টা গবর্ণমেণ্টের ও বাকী ১৮১টী জেলাবোর্ডের অধীন।

পাউণ্ড।

এই জেলায় বর্ত্তমান সময়ে ২৯৬টা পাউণ্ড বা খোঁয়াড় আছে।

ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়।

নসিরাবাদ নগর স্থাপিত হইলে, ১৭৯১ সনে জেলার কালেক্টর একজন সার্জ্জন নিয়োগের জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখেন। তদনুসারে এই জেলায় প্রথম ইংরেজী চিকিৎসার সূত্রপাত হয়। অতঃপর সদরে

* R. Board's letter dated 4-10-1816.

দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬৫ সনে গৌরীপুরের ভূম্যধিকারিণী বিশ্বেশ্বরী দেবী এই চিকিৎসালয়ের সাহায্য জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্থদান করেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ অর্থ সহ এই চিকিৎসালয়ের জন্য ১৫০০০৲ টাকা গবর্ণমেণ্টে গচ্ছিত আছে। ঐ টাকার সুদ, জেলাবোর্ডের সাহায্য ও সাধারণের চাঁদা দ্বারা এই চিকিৎসালয়ের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। এই চিকিৎসালয়ের সঙ্গে মহারাজ সূর্য্যকান্তের প্রতিষ্ঠিত মেকেঞ্জী-আই-ওয়াড নামে একটী চক্ষুচিকিৎসালয় আছে। এতদ্ব্যতীত সদরে একটী মহিলা চিকিৎসালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। এই মহিলাচিকিৎসালয়টি মুক্তাগাছার বিদ্যাময়ী দেবীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সন্তোষের মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর অর্থে একটী পশুচিকিৎসালয় ময়মনসিংহে স্থাপিত হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে এই জেলায় ৩৩টী দাতব্য ঔষধালয় আছে। ৩৩টী ঔষধালয়ের মধ্যে এগারটী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীন। যথা:—

১। কেদারপুর, ২। ইতনা, ৩। ধলা, ৪। দেওয়ানগঞ্জ, ৫। দুর্গাপুর, ৬। কেন্দুয়া, ৭। মাদারগঞ্জ, ৮। ফুলপুর, ৯। দিঘপাইত, ১০। তারাগঞ্জ, ১১। কটিহাদি।

৯টী জেলা বোর্ডের মাসিক সাহায্য পাইয়া থাকে।

যথা:—১২। সদর হাসপাতাল, ১৩। জামালপুর, ১৪। হয়বৎনগর, ১৫। নেত্রকোণা, ১৬। সেরপুর, ১৭। বাজিৎপুর, ১৮। বল্লা, ১৯। পিঙ্গনা, ২০। ভৈরব।

১টী গবর্ণমেণ্টের খরচে পরিচালিত হয়।

যথা:—২১। সরিষাবাড়ী।

অবশিষ্ট ১২টী স্থানীয় ভূম্যধিকারিদিগের নিজ নিজ অর্থে পরিচালিত হইয়া থাকে। যথা:—

২২। টাঙ্গাইল, ২৩। সন্তোষ, ২৪। করটীয়া, ২৫। জামুর্কী, ২৬। আঠারবাড়ী, ২৭। রামগোপালপুর, ২৮। আম্বাড়িয়া, ২৯। ঝাওয়াইল, ৩০। মুক্তাগাছা, ৩১। ফুলবাড়িয়া, ৩২। দুয়াজানী, অবশিষ্ট ১টী ৩৩। সুবর্ণখালা। তাহা পারিবারিক ডাক্তারখানা। বেতবাড়ীতে একটী ডাক্তারখানা ছিল তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলাবোর্ড ঢাকা নগরস্থিত ময়মনসিংহবাসীর চিকিৎসার জন্য ঢাকা মিটফোর্ড হাঁসপাতালেও বাৎসরিক ১০০ টাকা সাহায্য দান করিয়া থাকেন।

টীকা। পূর্ব্বে বাঙ্গলা টীকার প্রথা ছিল। বর্ত্তমানে ইংরেজী টীকা প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। টীকাদারগণ সরকারী ডাক্তারের (Civil Surgeon)এর অধীন। বিগত ১৪ বৎসরে (১৮৯২-১৯০৬) এ জেলায় হাজারে ২৩ হইতে ৫০টী টীকা ফলপ্রদ হইয়াছে।

পথ। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগে এই জেলায় কোন বাঁধা পথ ছিলনা। রস সাহেব কালেক্টর হইয়া কয়েদিদিগের দ্বারা নসিরাবাদ নগরের মধ্যভাগের ও নদীর পারের সড়ক প্রস্তুত করান।* কিছু কাল পরে নগরের ভিতরের সড়ক উত্তরে জামালপুর ও নদীর পারের সড়ক দক্ষিণে টোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এবং প্রথমোক্তটীর একটী শাখা মুক্তাগাছা হইয়া মধুপুর জঙ্গলের ভিতর দিয়া সুবর্ণখালী যায়। এই

* Collector's Report to the Board of Revenue, dated 5-11-1800.

তিনটী পথ অতিক্রম করিতে মাঝে মাঝে যে খাল বিল অতিক্রম করিতে হইত তাহা হাঁটিয়া বা নৌকাযোগেই পার হইতে হইত। কোন কোনটীতে বাঁশের সাঁকো ছিল। ইহার পর ১৮৬৬ সালে রেনল্ড সাহেবের বিবরণী পাঠে উপর্য্যুক্ত তিনটী পথের কোন কোনটীতে ইষ্টকনির্ম্মিত সেতু ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায় এবং অতিরিক্ত আরও কয়েকটী রাস্তার বিষয় জানা যায়। যথাঃ— জামালপুর হইতে কাড়বাড়ী, ৩০ মাইল। জামালপুর হইতে সেরপুর ৯ মাইল। জামালপুর হইতে পিঙ্গনা ৩২ মাইল। হোসেন পুর হইতে কিশোরগঞ্জ হইয়া করিমগঞ্জের রাস্তা, ২৫ মাইল ও সদর হইতে শম্ভুগঞ্জ হইয়া গৌরীপুরের ১১ মাইল রাস্তাও সেই সময়ে ছিল। সেরপুর হইতে পিয়ারপুর ১৬ মাইল এবং এগারসিন্দুর হইতে ফতেপুরের ১৪ মাইল রাস্তা দুইটীও সেই সময়ে হইতেছিল। সুতরাং ১৮৬৬-৬৭ সন পর্য্যন্ত এ জেলায় নসিরাবাদ নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি ব্যতীত ২৮৪ মাইল * মাত্র রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল।

১৮৬৬ সনে সুবর্ণখালী রাস্তাটাকে পাকা করিয়া গবর্ণমেণ্ট রাস্তা করিবার প্রস্তাব হয় এবং প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয়।

বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই জেলায় জেলা বোর্ডের অধীন প্রায় সহস্র মাইল রাস্তা আছে ও স্থানীয় বোর্ড সমূহের তত্ত্বাবধানে ১৬৮০ মাইল রাস্তা আছে। জেলা বোর্ডের অধীন রাস্তাগুলির দূরত্বসহ নাম ও কোন্ লোকাল বোর্ডের অধীন, কত মাইল রাস্তা আছে তাহা প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট "জ" দ্রষ্টব্য।)

এই জেলার সদর ষ্টেশন হইতে পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহের সদর

---

* রেনল্ড সাহেব সেরপুর, পিয়ারপুর ও এগারসিন্দুরের রাস্তার জন্য ৩০ মাইল বাদ দিয়া ২৫৪ মাইল দেখাইয়াছেন—Reynold's Account.

ষ্টেশনে যাওয়ার রাস্তাগুলিরও বিবরণ প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট "ঝ" দ্রষ্টব্য।)

পথকর।

১৮৭২ সনের ১লা সেপ্টেম্বর এ জেলায় পথকর স্থাপিত হয়, এবং ঐ সনের ১লা নবেম্বর হইতে পথকর গৃহীত হইতে থাকে।* তৎকালে তাহা রোড্-সেস্ কমিটীর হাতে ছিল; জেলা বোর্ড স্থাপিত হইলে তাহা জেলা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

জলের কল।

সদর ষ্টেশন ব্যতীত জেলার অন্য কোন স্থানেই জলের কল নাই। নসিরাবাদের জলের কল "রাজরাজেশ্বরী ওয়াটার ওয়ার্কস্" নামে পরিচিত। মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর স্বীয় পত্নীর নামে এই জলের কল স্থাপন কল্পে ১১৪০০০৲ টাকা দান করেন। জলের কলের জন্য ১৪২২৭৮৮৴২ পাই ব্যয় হইয়াছিল। ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ৩০ ত্রিশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ সনের ১লা অক্টোবর নাসিরাবাদ মিউনিসিপালিটী এই জলের কলের ভার গ্রহণ করেন।

* General Administration Report, 1873-74

নবম অধ্যায়।

দেশের অবস্থা।

সুভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষ—নবাবী আমলের বাজার দর; ছিয়াত্তরের মন্বন্তর; সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ; ইংরেজশাসন প্রারম্ভের বাজার দর; দ্রব্যের বিনিময়; শতবৎসর পূর্ব্বের ক্রিয়াকাণ্ডের খরচ; "বার কাইঠ্যা আকাল"; আধুনিক দুর্ভিক্ষ ও বাজার দর। দস্যুতা মদন ডাকাত; প্রবাসের ভয়; গামছামোড়ার দল; হুসেনডাকাত; ঠগ। শ্রমজীবী শ্রমজীবীর বেতন; সাহেবদিগের চাকরের বেতন। জীবিকা—ব্যবসায়ীর অনুপাত; চাকরিজীবীর সংখ্যা। জল বায়ু। জন্ম মৃত্যু। বৃষ্টি। ভূমিকম্প।

সুভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষ।

নবাবী আমলের বাজার দর।

সপ্তদশ শতাব্দীতে, সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে, এতৎ প্রদেশে চাউল টাকায় আট মণ বিক্রয় হইত। অন্যান্য দ্রব্যও এইরূপ সুলভ ছিল। ক্রমে বাজার দর বৃদ্ধি হইয়া যায়; এবং মুর্শিদকুলী খাঁর সময় টাকায় চারিমণ চাউল বিক্রয় হইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পুনরায় এতদঞ্চলে সুভিক্ষ দেখা দেয়। ১১৪৬ বঙ্গাব্দের একখানা হস্তলিখিত গ্রন্থের জীর্ণ পৃষ্ঠায় ঐ সনের একখানা বাজার-ফর্দ্দ পাওয়া গিয়াছে। ঐ ফর্দ্দের এক পৃষ্ঠে "নারায়ণের পদ্মাপুরাণ" লিপিবদ্ধ হইয়াছে ও অপর পৃষ্ঠে কথিত বাজার ফর্দ্দ লিখিত

রহিয়াছে। এই ফৰ্দ্দ হইতে সেই সময়ের বাজার-দর অবগত হওয়া যায়।

ফৰ্দ্দ এইরূপ :—

/৭ শ্রীশ্রীদুর্গা

১১৪৬ সন।

তোরিখ শুক্কুরবার।

কাঁচা মরিচ আদা পিয়াজ রশুন	..	...	৴১০ কৌড়ি
খেশারি ডাইল /১	.	...	১ দামড়ি *
লবণ	..	...	১ দামড়ি
* * * *			৵১০ কৌড়ি
মাছ ...	...	...	/০ কৌড়ি

* * যুগীর কাপড়ের দাম

এই হাটে দিবাহ— ৫ দাম

* * * *

সরফরাজ খাঁর শাসন সময়ে (১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে) ঢাকায় চাউলের মণ পুনরায় ৵০ আনা হইয়াছিল। উপর্য্যুক্ত ফৰ্দ্দও ঠিক সেই সময়ের; সুতরাং এই হিসাবে এতদ্ অঞ্চলেও চাউলের সের ১ দামড়ি ও মণ ৵০ আনা ছিল। জিনিসের এইরূপ সুলভ মূল্য কত দিন ছিল অবগত হওয়া যায় না।

---

* ৮ দামড়ি=১ দাম। ৪০ দাম=১৲ টাকা। সুতরাং তখনকার ১ দামড়ি বর্ত্তমান আধ পয়সার কিছু কম।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"। এই দুর্ভিক্ষে এ জেলার বহুলোক অন্নাভাবে স্ত্রীপুত্র বিক্রয় ও শেষে আপনাকে বিক্রয় করিয়াছিল। মনুষ্য বিক্রয়ে দলিল সম্পাদন করিতে হইত। ঐ সকল দলিল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এই সময়ে এক একটী মানুষ দুই তিন টাকায় বিক্রয় হইত। ভূমির মূল্য প্রতি কাণি ৷৷০ আট আনা হইতে তিন চারি টাকা পর্য্যন্ত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ জেলায় অল্পাধিক পরিমাণে এই দুর্ভিক্ষ চলিয়াছিল। বহুলোক এই দুর্ভিক্ষের তাড়নায় দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় অবস্থাপন্ন লোকে বহু দিঘী, পুষ্করিণী ও ইষ্টকালয় প্রস্তুত করাইয়া বহুলোকের আহার যোগাইয়াছেন। দরিদ্রলোক পেটের জ্বালায় তখন কেবল আহার পাইয়াই মজুরী করিত। এই মন্বন্তর সময়ে কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত কাটাখালীর পরামাণিকদিগের একুশরত্ন ও বিশাল দীর্ঘিকার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এবং মধুপুরের বারতীর্থের সুবৃহৎ পুষ্করিণীটির সংস্কার হইয়াছিল। কথিত আছে এরূপ দুর্ভিক্ষ এতদ্দেশে কখনও হয় নাই।

সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ।

এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালার সেই ভীষণ সন্ন্যাসীবিদ্রোহ ক্রমে ময়মনসিংহে উপস্থিত হয়। বহুলোক অনন্যোপায় হইয়া এই দস্যুদলভুক্ত হইতে থাকে। সরকারী কাগজ পত্রে অবগত হওয়া যায়, ১৭৮১ হইতে ১৭৯১ অব্দ পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ জেলায় এই দস্যুদিগের অত্যাচার চলিয়াছিল।*

* MSS records of the Board of Revenue by W W Hunter & Collector's letter to Governor General in Council, &c., 12-1 1791.

মধুপুরের নিবিড় অরণ্যে এই সন্ন্যাসীদলের আড্ডা ছিল। ইহাদের ভীষণ অত্যাচারে ময়মনসিংহ জেলার অনেক জমিদার বিপন্ন হইযাছিলেন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসান হইলে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে দেশে খাদ্য দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব হইয়াছিল, অর্থ দ্বারাও তাহা ক্রয় কবিতে পাওয়া যাইত না। যাহাব ঘরে কিছু কিছু অন্ন ও অর্থ থাকিত তাহারা অপর লোকের ভয়ে ও দস্যুভয়ে একরূপ অর্দ্ধাশনে দিন কর্ত্তন কবিত। হাটে বাজারেও জিনিস পাওযা যাইত না।

ইংরেজশাসন প্রারম্ভের বাজার দর।

চিরস্থাযী বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে এই জেলার অবস্থা পুনবায় পরিবর্ত্তিত হয় এবং জেলায় সুভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময় হাটে বাজারে জিনিসের মূল্য কিরূপ ছিল তাহা তৎকালীন জেলা কালেক্টবের বার্ষিক বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করা গেল।*

জিনিস	পরিমাণ		মূল্য
ধান্য	১/	।০ হইতে	।৵০
চাউল	১/	৷৹০ ”	১৲
অবহব দাইল	১/	৷৹০ ”	১৲
সরিষার তৈল	১/	৪৲ ”	৬৲
ঘৃত	১/	৮৲ ”	১০৲
তামাক	১/	২৲ ”	৪৲
লালীগুড়	১/	১॥০ ”	২৲
চিনি	১/	৩৲ ”	৪৲

* Annual Report submitted by Mr. F. Le, Gross. Collector) to the Board of Revenue, dated 1-1-1796

জিনিস	পরিমাণ		মূল্য
শুপারি	১/	৭৲ হইতে	১০৲
কার্পাস	১/	৩৲ ”	৪৲
আবির	১/	৫৲ ”	৬৲
কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুরের			
তঞ্জাব প্রতি থান		৪৲ ”	১৫৲
সাধারণ পরিধেয় ধুতি	১ থান	৵০ ”	॥০
হস্তী	১ টা	৫০৲ ”	১০০৲

দ্রব্যের বিনিময়।

এই সময় দেশে অর্থের অভাব ছিল' জিনিসের তেমন অভাব ছিল না। অর্থাভাবে এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়া যাইত। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে ফসল নষ্ট না হইলে, টাকার অভাব তখন কেহ অনুভব করিত না। যুগী বস্ত্র-বিনিময়ে কৃষকের নিকট হইতে ধান চাউল গ্রহণ করিত। কৃষক ও তাহার কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে তৈল, লবণ, মৎস্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিত। সরকারী রাজস্ব প্রদান ও তদনুরূপ গুরুতর কার্য্য ব্যতীত নগদ মুদ্রার প্রয়োজন প্রায় হইত না। ভৃত্যের বেতন প্রভৃতিও ক্ষেত্রের ধান্য দ্বারাই প্রদত্ত হইত।

তৎকালে বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বৃহৎ ব্যাপারও অতি সামান্য ব্যয়ে সম্পাদিত হইত। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে টেইলার সাহেব Topogarphy of Dacca নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে তিনি দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানদিগের বিবাহ-ব্যয় এইরূপ লিখিয়াছেন।

শত বৎসর পূর্ব্বের ক্রিয়া কাণ্ডের খরচ।

হিন্দুর বিবাহের ব্যয়।		মুসলমানের বিবাহের ব্যয়	
ব্রাহ্মণ	১৲	কাজী	॥০
বর-কন্যার কাপড়	২৲	বর-কন্যার কাঁপড়	৩৲
শাঁখা ও অন্যান্য		চিরুণী প্রভৃতি	।০
অলঙ্কার	২৲	অলঙ্কার	॥০
চিরুণী ও সিন্দুর	।০	নাপিত	।০
বাদ্যকর	।০	ভোজন ব্যয়	২৲
বর-কন্যার মুকুট	১৲	বাদ্যকর ও অন্যান্য	৩৲
ধোপা	।০	বর-কন্যার মুকুট	॥০
নাপিত	।০		———
ভোজন ব্যয়	২৲		১০৲
বাজে খরচ	৹৲		
	১০৲		

ধনী সম্প্রদায়ের ব্যাপারাদিতে কিরূপ ব্যয় হইত তাহা দেখাইবার জন্য এই জেলার কোন প্রাচীন জমিদার পরিবারের শত বৎসর পূর্ব্বের একটী ব্যাপারের ব্যয়-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২১১

হিসাব জিনিষ খরিদ হাট সাহাগঞ্জ।

তেরিখ ২৮শে জ্যৈষ্ঠ।

আসামী—	জিনিস—	রোপৈয়া—	কৌড়ি--
হরিদ্রা	/২ সের		।৶০
সিন্দূর	১ দফা		৶১০
চূণ	/২॥০ সের		/১০

আসামী—	জিনিস—	রোপৈয়া —	কৌড়ি—
পান	২০ কুড়ি		১৷৷০
তামাক	৴১ সের		৴০
ডিঙ্গা কলা	১ ছড়ি		৸৶০
মরিচ	৴২ সেব		।৶০
আদা	৴১ সের		৶১০
মাষকলাই	৴৫ সেব		১।৵০
মসলা	১ দফা		৵১০
দাইল	৴৭৷৷ সের		।৶১০
লবণ	৴৭ সেব		৪।৵০
চিনি	” ”		।৴১০
আমলি	৴২৷ সের		৶১৫
ভাব	৫ টা		৵১০
কাছলা	২ টা		৵০
পাতিল	৫ টা		৴১৭৷৷
× ×	২ টা		৴১০
তেজপাতা	১ দফা		৴০
টিকিয়া	১ দফা		৴০
বাঁশ	১ দফা		১৸০
পাট	১।০ সের		৶১৫
সম্বুক লবণ	× ×		।৵০
ডিম	১ দফা		৴০
ছিকর	১ দফা		‹২৷৷০
লঙ্গ	৷ তোলা		।০

আসামী -	জিনিস -	বোপৈয়া—	কৌড়
সাদা কাগজ	১॥ দিস্তা		।০
শুপারি	।০ সের	•	৫॥৵০
মৎস্য	১ টা		৶০
মটুকের গাঙ্গচা গং	১ দফা		৶০
× ×			।৵০
না৽ কেরেয়া × ×			
আয়েনা মাল			॥০
কেবলা পাটুনি			।৶০
ভুয়াবযা পাটুনি			৵০
			২১॥/০
সাবেক পাওনা ইত্যাদি			১॥৶৫
বাদ কৈফিযত ফেরত			॥৵০
			২৩৸৵৫

কাপড

গুনি	১ জুব	৸০
(অস্পষ্ট)	৩ খান	১৸৶০
পাঁচ হাতি	১ খান	।০
গামছা	১ খান	/৫
গজি	১ খান	॥/১০
একপাট্টা	১ খান	॥৶০
পাগোড়ি পটকা	৪ গাছ	৸১০
		৫৻৫

এই সময় টাকায় সোওয়া তিন কাহনের অধিক কড়ি পাওয়া যাইত। ফর্দ্দের লিখিত ২৩৸৶৫ কড়ি ৭৲ টাকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই ব্যাপার ১২৲ টাকায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

চাউল, চিড়া, তৈল প্রভৃতির ব্যয় এই ফর্দ্দে নাই। এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিলেও বোধ হয় ২০৲ কুড়ি টাকার অধিক ব্যয় হইত না।

এই সময়ে দুর্গোৎসবাদি প্রধান প্রধান ক্রিয়া কলাপেও এই প্রকার ব্যয় হইত। ১২২৮ সনে উক্ত জমিদার বাড়ীর দুর্গোৎসবে ১৯।৴০ আনা খরচ হইয়াছিল। তখন কড়ি টাকায় ৫৶০ কাহন পাওয়া যাইত। তৈল টাকায় ৴৫ সের ও গুড় টাকায় ।৫ সের পাওয়া যাইত। গাঁজা ৴। পোয়া ।০ আনা। এই পূজায় কীর্ত্তন ও নাচের জন্য ১৲ টাকা খরচ হইয়াছিল।

সে কালে শস্য হানি হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। কিন্তু দুর্ভিক্ষে ধান চাউল বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় মহার্ঘ হইত না।

"বারকাইট্টা আকাল।"

"বারকাইট্টা আকাল
ক্ষেতে ক্ষেতে অকাল।"

এই "আকালে" এ জেলার ধান টাকায় বার কাঠা বা দেড় মণ বিক্রয় হইয়াছিল। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের এই ভীষণ "বারকাইট্টা আকালের" কথা ততোধিক বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধদিগের নিকট অবগত হওয়া যায়। এই "আকাল" সম্বন্ধীয় প্রচলিত প্রবাদটী দ্বারা অনুমান করা যায় যে টাকায় বার কাটা ধান পাইলেও লোকে উহা ভীষণ "আকাল" বলিয়া মনে করিত।

"বার কাইট্টা" দুর্ভিক্ষের পর ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ সনের দুর্ভিক্ষের

আধুনিক দুর্ভিক্ষ ও বাজার দর।

কথা উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৬ সনে ধানের মণ ১৸৴০ আনা ও চাউলের মণ ৪৶০ আনা হইয়াছিল। ১৮৭৪ সনের দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে ও দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কিরূপ ছিল তাহা জেলা বিবরণী হইতে উদ্ধৃত হইল।*

জিনিস		১লা এপ্রেল ১৮৭৩	৩১শে মার্চ্চ ১৮৭৪
বুট	১/	২৸০	৩৲
অরহর দাইল	১/	৪৲	৪৲
মুগ দাইল	১/	৭৲	৪৲
মাষ দাইল	১/	২॥০	২॥০
খেসারী দাইল	১/	২।০	৩৴০
মশুরী দাইল	১/	৩৲	৩৸৴০
মটর দাইল	১/	২।০	৩॥৴০
সাধারণ চাউল	১/	১।০	৪৲ হইতে ৪।৴০

এই বৎসর ৬৮·০৭ ইঞ্চি মাত্র বৃষ্টি হইয়াছিল। এই অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হয়। এই দুর্ভিক্ষ পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৭৮ সনে যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের জলপ্লাবনে ও ১৮৭৯ সনের অতিবৃষ্টিতে দেশ শস্যশূন্য হইয়া যায় এবং ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময়ে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—।

মুগ দাইল	৫॥০—৮৸০
মাষ দাইল	৩॥০—৬৲

* District Administration Report of 1872-73.

† Annual Administration Report, 1879-80 by N. S. Alexander, Collector, Mymensingh.

বুট দাইল	৪॥০—৫।০
অরহর দাইল	৪॥০—৬॥০
মশুরী দাইল	৪।০—৭।০
খেসারী দাইল	৩॥০—৫৲
চিনা	২॥০ টাকায় ।৬ সের।

এই দুর্ভিক্ষে টাঙ্গাইল অঞ্চলের বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই সময় টাঙ্গাইলে ধান একেবারেই পাওয়া গিয়াছিল না। লোক চিনা খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল। চিনাও টাকায় ৶৬॥ সের হইয়াছিল। সদর মহকুমায় প্রথমে চাউল ৶৫॥০ সের করিয়া বিক্রয় হইয়াছিল; পরে সহরেও চাউল অভাব হইয়াছিল। সে সময় মোটা চাউল কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেলে ও তথা হইতে নৌকা যোগে ময়মনসিংহে আসিত। এই সময়ে দিবা দ্বিপ্রহরে কালেক্টরী কাছারীর সম্মুখে ব্রহ্মপুত্র নদে একখানা চাউল বোঝাই নৌকা লুঠ হইয়া গিয়াছিল। সে দুর্ভিক্ষে অনেক লোক কচু এবং কলাগাছ খাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

বিগত ১২৯৯ সনের দুর্ভিক্ষে নেত্রকোণা মহকুমায় সাধারণ চাউল টাকায় ৶৪ সের পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছিল। অন্যান্য স্থানেও ৭৲ হইতে ১০৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এই সময় ফিলিপ্স সাহেব ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর। ফিলিপ্স সাহেব কলিকাতা হইতে বহু সহস্র টাকার চাউল আনাইয়া সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া বহু প্রাণীকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক ভূম্যধিকারী এবং সভাসমিতি হইতেও দরিদ্র লোকেরা সাহায্য পাইয়াছিল।

বর্ত্তমান বর্ষের ন্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ এ অঞ্চলে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। এই দুর্ভিক্ষে চাউলের মূল্য ১১৷৷০ টাকা হইতে ১২৲ টাকা মন পয্যন্ত বিক্রয় হইয়াছিল। এই বৎসর পাটের মূল্য ইহা অপেক্ষা উচ্চ থাকায় কৃষককুলকে তেমন ক্ষতিগ্রস্থ করিতে পারে নাই।

দস্যুতা।

সে সময় দস্যুর ভয়ে দেশের লোক অস্থির থাকিত। অনেক ভদ্র গৃহস্থ তখন দস্যু তস্কর প্রতিপালন করিতেন। দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ঐ সকল জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর ন্যায় দস্যুরাও লুক্কাইত থাকিত ও পথিকের প্রাণ হনন করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

মদন ডাকাত

ময়মনসিংহ সহর স্থাপিত হইলে পর ব্রহ্মপুত্র নদে নৌকার চলাচল বৃদ্ধি হয়। এই সময়ে মদন ডাকাতের দল প্রবল হইয়া নদীপথে ডাকাতি করিতে থাকে। বেয়াড সাহেব তখন ময়মনসিংহের কালেক্টর ছিলেন। তিনি মদন ডাকাতকে ধরিবার জন্য ৩০০৲ পুরস্কার ঘোষণা করেন। এদিকে মদন ডাকাত সুবেদারের ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়। কালেক্টর অনন্যোপায় হইয়া আলাপসিংহের জমিদারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। জমিদার-দিগের সাহায্যে মদন ডাকাত ধৃত হইয়া কারাবদ্ধ হয় ও শেষে তাহার ফাঁসি হয়। মদন ডাকাতের নামে যে ছড়া প্রচলিত আছে তাহা এইরূপ:—

"মদন ডাকাতের ডরে,
জান না থাকে ধরে,

বাঁশের চুঙ্গায় খায় জল,
সুবাদারের ভাইস্তা মইল,
বৈকুণ্ঠবাড়ী* বেয়ারা রইল,
কেবা আর কি করিব বল॥"

প্রবাসের ফল।

সে সময় পল্লীগ্রাম হইতে ঢাকা কিম্বা নসিরাবাদ আসিতে হইলে বাড়ীতে কান্নাকাটী পড়িয়া যাইত। প্রবাস হইতে ফিরিয়া গৃহে যাইবার আশা তৎকালে দুরাশার মধ্যে পরিগণিত ছিল। গয়া, কাশী তীর্থ-যাত্রীর সংখ্যা সে সময়ে বিরল না হইলেও দুই চার জন মাত্র সঙ্গী লইয়া কেহই যাইতে সাহসী হইত না। ২।৪।৫০ গ্রামের লোক একত্র হইয়া ৮।১০ খানা নৌকা করিয়া এক বহরে গমন করিত। এইরূপ দলবদ্ধ অবস্থাতেও দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হইত। ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও মেঘনার বাঁকে বাঁকে দস্যুর দল নৌকাযোগে নিয়ত বিচরণ করিত। ব্রহ্মপুত্রের একডালার বাঁক,‡ পিয়ারপুর, যমুনার চর, মেঘনার টীয়াকাটার চর ও ভাটী ডহরস্থানগুলি ডাকাতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

গামছামোড়ার দল।

জলে যেমন ডাকাতি হইত, স্থলেও সেইরূপ অহরহ পথিকের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইত। মধুপুর বন একটী ভয়ানক স্থান ছিল। এই বনপথে "গামছা-মোড়ার" হাতে পড়িয়া বহু দুর্ভাগাকে বিপন্ন হইয়া প্রাণ দিতে

* কালেক্টর বেযার্ড সাহেব গবর্ণমেণ্ট পক্ষে যে তালুক খাস করেন তাহা তৎকালে বৈকুণ্ঠবাড়ী নামে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমানে তাহা তালুক বেয়ার্ড নামে পরিচিত।

† Mr. St. Bayard, Collector of Mymensingh.

‡ একডালার বাঁক এখন ঢাকা জেলার অধীন।

হইয়াছে। এই বনে একা কেহ পথ চলিত না। বনের পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই প্রান্তে দুই খানা মুদি দোকান ছিল। পথিকগণ আসিয়া দোকানে অপেক্ষা করিত; ক্রমে ৫।৭ জন আসিয়া একত্র হইলে, সকলে মিলিয়া একত্রে যাত্রা করিত। রাত্রি হইলে হিংস্র জন্তুর ভয়ে প্রত্যেকে মশাল জ্বালিয়া এই ভীষণ অরণ্য অতিক্রম করিত। অনেক সময় দস্যুদলের ২।৪ জন লোক পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আসিয়া নিরীহ পথিকের সহিত ঐ সকল দোকানে মিলিত হইত ও একত্রে বন অতিক্রম করিতে যাইয়া হঠাৎ পথিকের গলে গামছা মুড়াইয়া ধরিত এবং তাহার ইঙ্গিতে আরও ২।৪ জন দস্যু আসিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। জেলার সর্ব্বত্রই এই "গামছামোড়ার" দল অল্পাধিক পরিমাণে বিচরণ করিত। ১৮৩৮ সনে ঠগ নিবারণের জন্য লেপ্টেনাণ্ট শ্লিমান জামালপুরে আসিয়া "ঠগি আফিস" স্থাপন করিলে ক্রমে ঠগের দল নিম্মূ্ল হইয়া যায়।

হুসেন ডাকাত।

আটীয়া মহকুমা স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে সেই অঞ্চলে গাগরজানার হুসেন ডাকাতের দল বড়ই দৌরাত্ম্য করিত। হুসেনের দৌরাত্ম্যে লোক অস্থির হইয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রতিকার প্রার্থী হয়। ইতঃমধ্যে হুসেন ডাকাইত বেরি সাহেবের নওলাব কুঠি পুড়াইয়া ফেলে। এই ব্যাপারে হুসেন ডাকাত ধৃত হইয়া দ্বীপান্তরিত হয়। হুসেন ডাকাতকে ধরিয়া তাহার সহায়তায় গবর্ণমেণ্ট বহু ডাকাতের আড্ডা নির্ম্মূল করিয়াছিলেন।

নেত্রকোণা মহকুমায় লুনেশ্বর তৎকালে ডাকাতের আড্ডার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কিশোরগঞ্জের সুহিলা, বেতাগা প্রভৃতি ডহর-

অঞ্চলে প্রতিনিয়ত ডাকাতি হইত। টাঙ্গাইলের নলুয়া নিকরাইলের বিশু ডাকাইত তৎপ্রদেশের ডাকাতগণের সর্দ্দার ছিল।

মহকুমাগুলি স্থাপিত হইলে এই সকল ডাকাতি অনেকটা কমিতে থাকে। বর্ত্তমান সময়ে দিনে ডাকাতি এই জেলায় প্রায় হয় না।

আধুনিক সময়ে ডাকাতগণের মধ্যে মহব খাঁর নাম পরিচিত।

ঠগ।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এ জেলায় একদল ঠগের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহাদের কেহ স্বর্ণকার সাজিয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া সোণার অলঙ্কার সস্তা দিবে বলিয়া গিল্টির অলঙ্কার দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। কেহ বা পথিকের সহিত পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ নিজ আবশ্যকতা দেখাইয়া সোণার জিনিস বন্ধক দিবে বলিয়া সোণার পরিবর্ত্তে গিল্টির জিনিস রাখিয়া পথিকের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিত। কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা অঞ্চলে এই উপদ্রব কিছু অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল।

কিছু দিন পূর্ব্বে এই জেলায় "দোনা" খেলার স্রোত খুব প্রবল ভাবে চলিযাছিল। বর্ত্তমান সময় তাহা তেমন শুনিতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ্য দস্যুতা এখন নাই।

শ্রমজীবী।

শ্রমজীবীর বেতন।

পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে চাকরের বেতন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে "পেটে ভাতেই" লোক চাকুরী করিত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বার বৎসরের বালকচাকরের বেতন ৵০ দুই আনা ও পূর্ণবয়স্ক

কৃষিকার্য্যোপযোগী চাকরের বেতন ১॥০ দেড় টাকা পর্য্যন্ত ছিল। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে দৈনিক "রোজকামলা" একবেলা খাইয়া ৵০ আনা লইত। শিবিকাবাহনের ন্যায় কঠিন পরিশ্রমের জন্যও দৈনিক ৵০ দুই আনার অধিক মজুরী দেওয়ার নিয়ম ছিল না। ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ শ্রমজীবীদিগের উপার্জ্জন কিরূপ ছিল তাহা ১৮৭২-৭৩ সনের জেলা-বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করা গেল :—

রোজ-কামলা	মাসিক উপার্জ্জন	৬৲—৬॥০
সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতি	,,	১০—১৫৲
উৎকৃষ্ট সূত্রধর	,,	২০৲*
মাঝি-মাল্লা	,,	৬— ৮৲
ছানী কামলা	,,	৮৲

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী শ্রমজীবী বাঙ্গালী ভদ্রলোক-দিগের নিকট অতি সামান্য পারিশ্রমিক পাইলেও ইউরোপীয়দিগের নিকট তাহাদের পারিশ্রমিক অপেক্ষাকৃত অধিক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

সাহেবদিগের চাকরের বেতন।

১৭৫৯ সালে তদানীন্তন কোর্ট অব্ জমিন্দার্স বা জমিদার সমিতি সাহেবদিগের জন্য এতদ্দেশীয় চাকর-দিগের বেতনের একটা হার নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। কোন্ কোন্ শ্রেণীর চাকরের কিরূপ বেতন ধার্য্য হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

খানসামা	মাসিক	৫৲
চোপদার	,,	৫৲

* সেরপুর ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল স্কুলের জন্য এই বেতনে একজন উৎকৃষ্ট সূত্রধর নিযুক্ত হইয়াছিল।

বাবুর্চ্চি	মাসিক	৫৲
কোচওয়ান	"	৫৲
প্রধান চাকরাণী	"	৫৲
জমাদার	"	৪৲
খিৎমদ্‌গার	"	৩৲
বাবুর্চ্চির সাহায্যকারী	"	৩৲
প্রধান বেহারা	"	৩৲
সাহায্যকারিণী দাসী	"	৩৲
পিয়ন	"	২॥০
বেহারা	"	২॥০
ধোপা (বিবাহিত ব্যক্তির কাপড় ধুইলে)	"	৩৲
ঐ (অবিবাহিত ব্যক্তির কাপড় ধুইলে)	"	১॥০
ঘোড়ার সহিস	"	২৲
মশালচি	"	২৲
নাপিত	"	১॥০
কারপরদার	"	২৲
মালী	"	২৲
ঘোড়ার ঘেসেড়া	"	১॥০
ধাত্রী	"	৩৲

এই হার ধার্য্যের ২৮ বৎসর পরে এই জেলা স্থাপিত হয়। জেলা স্থাপন সময়ে সাহেবদিগের নিকট দেশী চাকরের বেতন কিরূপ ছিল, তাহাও প্রদত্ত হইল :—

খান্‌সামা	মাসিক	১০—২৫৲
চোপদার	"	৬—৮৲

বাবুর্চ্চি	মাসিক	১২—২০৲
কোচওয়ান্	”	১০—২০৲
প্রধান দাসী	”	১০—১৬৲
জমাদার	”	৮—১৫৲
খিৎমদ্গার	”	৬—১০৲
বাবুর্চ্চির সহচর	”	৬—১০৲
প্রধান বেহারা	”	৬—১০৲
দাসী	”	৮৲
পিয়ন	”	৪— ৬৲
বেহারা	”	৩৷৷০—৪৲
বিবাহিত ব্যক্তির ধোপা	”	১০—২০৲
অবিবাহিত ব্যক্তির ধোপা	”	৪— ৮৲
সহিস	”	৫— ৬৲
মশালচি	”	৪৲
নাপিত	”	২— ৪৲
কারপরদার	”	৪৲
মালী	”	৪৲
ঘেসেড়া	”	২— ৪৲
ধাত্রী	”	১২—১৫৲

দেশীয় লোক ভয়ে ও নানা কারণে সাহেবদিগের নিকট চাকুরি করিতে সাহস পাইত না। এই জন্য বেতনের হার এত অধিক ছিল।

জীবিকা।

এই জেলার মোট অধিবাসীর সংখ্যার শতকরা ৮০ জন

ব্যবসায়ীর অনুপাত।

কৃষিজীবী, ১০ জন শ্রমজীবী, ১ জন বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, ১·২ জন পৈত্রিক ব্যবসায়ী, ৩ জন মৎস্যব্যবসায়ী, ও ৬·৮ জন দৈনিক মজুর।

এই জেলায় কৃষিজীবীর সংখ্যা ত্রিশ লক্ষের অধিক। এই কৃষিজীবীদিগের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন প্রজা ও ২ জন তালুকদার।

চাকুরিজীবীর সংখ্যা

ময়মনসিংহ জেলায় চাকুরিজীবীর সংখ্যা অল্প। তাঁলুকদার দিগের মধ্যে ২৯০৭ জন চাকুরিব্যবসায়ী; ইহার মধ্যে ২৮৫৮ জন পুরুষ ও ৪৯ জন স্ত্রীলোক। প্রজা সাধারণের মধ্যে ৪৩২৮২ জন চাকুরিব্যবসায়ী; তাহার মধ্যে ৪২৮৬০ জন পুরুষ ও ৪২২ জন স্ত্রীলোক। (পরিশিষ্ট "এঃ" দ্রষ্টব্য।

উপার্জ্জন অক্ষম বালক বালিকা ব্যতীত এজেলার ৯৫৪৫ জন লোক ও শারীরিক ব্যাধিতে অকর্ম্মন্য। তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
পাগল	১১৩৮	৭৯৭	১৯৩৫
কালা বোবা	১৬১৮	১১০০	২৭১৮
অন্ধ	১৭২৮	১১৯৪	২৯২২
কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ	১৬৯২	২৭৮	১৯৭০
	৬১৭৬	৩৩৬৯	৯৫৪৫

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এ জেলার লোক চাকুরীর জন্য লালায়িত হইত না। এমন কি নিম্ন শ্রেণীর মজুর দিগকেও পরিবার প্রতি-পালনের জন্য প্রতিদিন পরিশ্রম করিতে হইত না।*

* "The general prosperity of the District (Mymensingh) is such that even landless labourers belonging to the lowest classes who exist on the margin of starvation in western

এ জেলায় ধান্যের চাষে ১০৫৯৫০০ একর বা ৩২০৪৯৮৭ ৭½ বিঘা জমি আবাদ হয়। এ জেলার প্রকৃত অধিবাসির সংখ্যা (প্রবাসী ব্যতীত) ৩৮০০০৫৮ জন। এই আটত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে বত্রিশ লক্ষ বিঘা ধান জমি। এই জমি ভাগ করিলে জন প্রতি গড়ে ষোল কাঠা পড়ে।

জল বায়ু।

পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এই জেলার জল বায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট। সমতলক্ষেত্রের উচ্চতা ও অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অধিক। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহের উচ্চতা গড়ে ৭৫ ফিট অধিক। সুসঙ্গ, সেরপুর ও আটীয়া পরগণার পাহাড় অঞ্চলের সাধারণ স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত মন্দ। টাঙ্গাইলে ম্যালেরিয়ার প্রভাব অত্যধিক। জামালপুর, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের কোন কোন স্থানের অবস্থা গ্রীষ্মকালে কিছু অস্বাস্থ্যকর হয়। সদর ষ্টেসন, হোসেনপুর ও অন্যান্য কোন কোন স্থানের জল বায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট। পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এই জেলায় শীত অধিক ও গ্রীষ্ম কম। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে সময় সময় ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য জেলার তুলনায় এই সকল ব্যাধির প্রাবল্য অধিক নহে। এ বৎসর বাজিতপুরে প্লেগ দেখা দিয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট প্রথম উদ্যমে প্রতিকার পরায়ণ হওয়ায় শীঘ্রই প্লেগ নিবারিত হইয়াছে। এই জেলার ৫ বৎসরের জন্ম মৃত্যুর হার প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট "ট" দ্রষ্টব্য)।

Bengal and Behar, can here live comfortively without the necessity of working every day."

W. W. Hunter's Imperial Gazetteer Vol. IX.

বৃষ্টি। এই জেলায় বৃষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমে অধিক হইতেছে। বিগত সাত বৎসরের মাসিক বৃষ্টিপাতের তালিকা প্রদত্ত হইল। পরিশিষ্ট "ঠ" দ্রষ্টব্য।

ভূমিকম্প।

১৮৯৭ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে এই জেলার অনেক অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। ১৮৯৭ সনের ১২ই জুন অপরাহ্ণ ৫ টা ১১ মিনিটের সময় ভূমিকম্প হয়। কম্প উঃ পঃ হইতে দঃ পূঃ দিকে হইয়া ১½ মিনিট স্থায়ী ছিল। মহারাজ সূর্য্যকান্তের সুবিশাল রাজপ্রাসাদ "শশীলজ" এই ভূমিকম্পে একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। সুসঙ্গের রাজা জগৎকৃষ্ণ সিংহ পুত্রসহ দালান চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই ভূমিকম্পে এই জেলায় প্রায় পঞ্চাশ জন লোক নষ্ট ও প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। ভূমিকম্পের পর প্রায় দুই সপ্তাহ রেলগাড়ী বন্ধ ছিল। এই ভূমিকম্পে এই জেলার বহু খাল বিল বন্ধ হইয়া নৌকা চলাচলের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৮৯৮ সনে এই সকল খাল বিল পরিদর্শন জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে একজন ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হয়। ভূমিকম্পে যে সকল খাল বিল রুদ্ধ হইয়াছিল ঐ গুলি কাটাইতে সাত লক্ষ টাকা লাগিবে বলিয়া ইঞ্জিনিয়ার রিপোর্ট করিয়াছিল। ভূমিকম্পের পর ফসলের অবস্থা ভাল হইয়াছিল এবং অনেক "জলাভূমি" আবাদের যোগ্য হইয়াছিল। গড়ে ক্ষতির পরিমাণ অত্যধিক হইয়াছিল।

এই ভূমিকম্পের পূর্ব্বে ১২৯২ সনের ৩০শে আষাঢ় রথযাত্রার দিন যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতেও এই জেলার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল।

দশম অধ্যায় ।

বিবিধ ।

রেল ; ষ্টিমার । গ্রাম্য পুলিশ ও পুলিশ । ডাক—ডাকঘরের সূত্রপাত ও মাশুলের নিয়ম ; প্রাচীন ও বর্ত্তমান ডাকঘর । টেলিগ্রাফ । জেল । যৌথকারবার রাজসম্মান বা উপাধি । রাজপ্রতিনিধির পদার্পণ ।

রেল ।

১৮৮৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ খোলা হয় । তৎকালে এই জেলার মধ্যে নসিরাবাদ, কালীবাজার বালীপাড়া ও গফরগাঁও এই চারিটী ষ্টেসন ছিল । অতঃপর ১৯০১ সনে সেনবাড়ী, ১৯০২ সনে ধলা ও ১৯০৩ সনে মশাখালিতে আরও ৩টী ষ্টেসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ১৮৯৯ সনে এই লাইন জামালপুর ও তৎপর জগন্নাথগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । ময়মনসিংহ ও জগন্নাথগঞ্জের মধ্যে ১১টী ষ্টেসন । যথা—ময়মনসিংহ, বেগুণবাড়ী, বিদ্যাগঞ্জ, পিয়ারপুর, নরুন্দি, নান্দিনা, সিংজানী, কেন্দুয়া-কালীবাড়ী, বাউসী-বাঙ্গালী, সরিষাবাড়ী ও জগন্নাথগঞ্জ । এই জেলায় মোট ৮৭ মাইল রেল লাইন বিস্তৃত হইয়াছে ।

ষ্টিমার ।

জেলার দুই পার্শ্বে দুইটী ষ্টিমার লাইন আছে । একটী মেঘনায় অপরটী যমুনায় । মেঘনা লাইন ইণ্ডিয়ান জেনারেল ষ্টিম নেভিগেসন্ কোম্পানীর ; ইহা "সুন্দরবনডিস্‌পেচ্" নামে পরিচিত ।

এই লাইনের ষ্টিমার মেঘনা, ঘোড়াউত্রা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি হইয়া শ্রীহট্ট ও কাছার যায়। এই জেলার অধীন এই লাইনে তিনটী ষ্টেসন—ভৈরববাজার, দিলালপুর ও অষ্টগ্রাম। পাটের আমদানীর সময় কখনও কখনও দুই একটী ষ্টেসন বৃদ্ধি করা হয়।

যমুনা লাইন 'আসাম করমজানি' নামে পরিচিত, এই লাইন যমুনা ও পদ্মা বহিয়া গোয়ালন্দ গিয়াছে। ময়মনসিংহ জেলায় সাতটী ষ্টেসন। (১) হারগিলারচর, (২) মাদারগঞ্জ, (৩) নখিলা, (৪) জগন্নাথগঞ্জ, (৫) সুবর্ণখালী, (৬) পোড়াবাড়ী ও (৭) বনগ্রাম (বিনানই)।

ধলেশ্বরী সার্ব্বিস নামে ষ্টিমার ঢাকা হইতে এলাসিন প্রভৃতি স্থানে চলিয়া থাকে।

কতদিনের জন্য জামালপুর হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত এক ষ্টিমার লাইন খোলা হইয়াছিল। জামালপুর রেল পথ খোলার পূর্ব্বেই তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

গ্রাম্য পুলিস ও পুলিস।

মাজিষ্ট্রেট ইয়ার (Mr. Ewer) সাহেবের সময় ১৮১৫ সনে এই জেলায় চৌকিদারী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৩৭ সনে এই জেলার অধীন (১) নসিরাবাদ থানায় ২৩, (২) সিরাজগঞ্জ থানায় ১৫, (৩) হাজিপুর থানায় ১৮, (৪) পিংনা থানায় ৭, (৫) গাবতলি থানায় ৭, (৬) মধুপুর থানায় ১৫, (৭) নেত্রকোনা থানায় ২৬, (৮) ফুলপুর থানায় ১৩, (৯) বর্ম্মি থানায় ১৩, (১০) সেরপুর থানায় ২৬, (১১) ঘোষগাঁও থানায় ২১, (১২) পাকুল্ল্যা থানায় ১৫, (১৩) নিকলি থানায় ১৩, (১৪)

বাজিৎপুর থানায় ১৩ ও (১৫) মাদারগঞ্জ থানায় ১৩ জন চৌকিদার ছিল।

১৮৯৫ সনে ম্যাজিষ্ট্রেট আরল্ (Mr. A. Earle) সাহেবের সময়ে এই চৌকিদারী ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। এই সময় দফাদারী পদের সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান সময়ে (১৯০৫-০৬) সমস্ত জেলায় ৬৬৪৯ জন চৌকিদার ও ৭০৯ জন দফাদার আছে।

কনেষ্টবলের কার্য্য পূর্ব্বে বরকন্দাজ দ্বারা চলিত। ১৮৩৩ সনে এ জেলার প্রতি থানায় একজন দারগা ও দুই তিন জন করিয়া পিয়ন ছিল। সদরে ২ জন জমাদার, ২ জন নায়েব জমাদার, ১০ জন দফাদার, ২০৯ জন বরকন্দাজ ছিল। এই পুলিস কর্ম্মচারিগণ নিম্ন বঙ্গের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীন ছিল। ১৮৬৪ সনে পুলিস বিভাগের সংস্কার হইয়া ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির পদ সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান সময়ে এ জেলার কোন স্থানে কত পুলিস কর্ম্মচারি আছেন তাহা প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট "ড" দ্রষ্টব্য।)

ডাক।

ডাকঘরের সূত্রপাত ও মাশুলের নিয়ম।

জেলা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই এই জেলায় ডাকের বন্দোবস্ত আরম্ভ হইয়াছিল। তৎকালে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে) কলিকাতা হইতে ঢাকা হইয়া ৬ দিনে এখানে ডাক আসিত। নসিরাবাদ নগরে একটী মাত্র ডাকঘর ছিল। জেলার ভিতর অন্যান্য স্থানের চিঠি পত্র পাইক, বরকন্দাজ দ্বারা প্রেরিত হইত।

এই সময়ে চিঠির মাশুলের হার অধিক ছিল। ছোট ছোট চিঠি ভিন্ন বড় পুলিন্দা ও কাগজপত্র সোমবার ও বৃহস্পতিবার ভিন্ন অন্য দিনে ডাকঘরে গৃহীত হইত না। সপ্তাহের এই দুই বারে

বাঙ্গিডাক প্রেরিত হইত। চিঠির ডাকে ৯॥০ × ৪ ইঞ্চি আয়তনের অপেক্ষা বড় চিঠি গৃহীত হইত না। মাশুল ২॥০ তোলা পর্য্যন্ত একগুণ, ৩॥০ তোলা পর্য্যন্ত দ্বিগুণ, ৪॥০ তোলা পর্য্যন্ত ত্রিগুণ, ৫॥০ তোলা পর্য্যন্ত চতুর্গুণ ছিল। স্থানের দূরত্ব অনুসারে হারের তারতম্য ছিল। ২॥০ তোলা চিঠি কলিকাতা হইতে বরাকপুর, হুগলী পর্য্যন্ত মাশুল ৴০ এক আনা। বৰ্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ—৵০ ভাগলপুর পর্য্যন্ত ৶০, দিনাজপুর, মুঙ্গের, ঢাকা প্রভৃতি ।০ আনা, পাটনা ।৴০, বক্সার ।৵০ ইত্যাদি।

প্রাচীন ও বর্ত্তমান ডাকঘর।

১৭৯১ সনের ১৫ই জুলাই ঢাকা ও ময়মনসিংহের পথে ৯টী ডাকঘর স্থাপনের আদেশ হয়, তদনুসারে নিম্নলিখিত স্থানে ডাকঘরগুলি স্থাপিত হয়।

(১) সেহড়া বা নসিরাবাদ, (২) কালীগঞ্জ, (৩) চরপাড়া, (৪) কুরমির (৫) টোক (৬) টেঙ্গির (৭) বরদিপুর (৮) টঙ্গী (৯) ঢাকা। এই ৯টী ডাকঘরের প্রথম ৭টী এই জেলার কালেক্টরের অধীন ছিল। বাকী দুইটা ঢাকার কালেক্টরের অধীন ছিল। ক্রমে মফঃস্বলে থানার ডাক প্রচলিত হয়। এই নিয়মে চিঠি সংবাদপত্র, বাঙ্গিপুলিন্দা, পার্সেল, প্রভৃতি পাইবার পক্ষে সর্ব্বদাই গোলযোগ, অসুবিধা ও কাল বিলম্ব হইত। তখনও ব্যারিং ও রেজেষ্টারী চিঠি থানার ডাকে লইবার নিয়ম ছিল না। জামালপুর সেনানিবাস স্থাপিত হইলে, ১৮২৬ সনে তথায় ডাকঘর খোলা হয়।* ক্রমে থানা চৌকী ও মহকুমা স্থাপিত হইলে ঐসকল স্থানে ডাকঘর স্থাপিত হয়। ১৮৬২ সনে সদর কালেক্টরীতে প্রথম

* Post Master General's No. 7023 of 13-9-1826 to the Dy. Post Master, Mymensingh.

মনিঅর্ডারের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। অতঃপর ১৮৬৬ সনে কিশোরগঞ্জে ও ১৮৬৭ সনে জামালপুরে ডিপুটী কালেক্টরের আফিসে মনিঅর্ডারের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৮০ সনে মনি অর্ডার বিভাগ পোষ্টাফিসের অধীন নীত হয়। ১৮৭৯-৮০ সন পর্য্যন্ত এই জেলায় ৫৪টা ডাকঘর ছিল। বর্ত্তমান সময় এই জেলায় ৩টা প্রধান ডাকঘর (Head office) ৪৬টা সব আফিস ও ১৪৭টি ব্র্যাঞ্চ আফিস আছে।

ডাকঘরগুলির নাম প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট "ঢ" দ্রষ্টব্য।)

টেলিগ্রাফ।

রেলওয়ে বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই এই জেলায় টেলিগ্রাফ আফিসের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান ১৯০৭ সন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ৩২টী ডাকঘরে টেলিগ্রাফের কার্য্য চলিতেছে। ময়মনসিংহ, কিশোর-গঞ্জ আঠারবাড়ী, বাজিতপুর, ভৈরব, করিমগঞ্জ, কটীয়াদী, কেন্দুয়া তাতারকান্দি বক্সিগঞ্জ, দুর্গাপুর-সুসঙ্গ, গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, জামাল-পুর, মুক্তাগাছা, নারায়ণডহর, নেত্রকোণা, রামগোপালপুর, সরিষাবাড়ী, সেরপুর, টাঙ্গাইল, বল্লা-রতনগঞ্জ, এলাসিন, গোপালপুর, জামুর্কী, কালিহাতী, কাঠালিয়া, করটিয়া, পিংনা, সাঁকরাইল, সুবর্ণখালী ও নিকলী দামপাড়া।

জেল। পূর্ব্বে কয়েদিদিগের জন্য পৃথক জেলখানা ছিল না। কাছারী গৃহের এক প্রকোষ্ঠেই কয়েদি রক্ষিত হইত। নসিরাবাদ নগর স্থাপিত হইলে পর ১৭৯১ সনে পৃথক জেলখানার নক্সা গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হয় ও যথাসময়ে ৬০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে জেলখানার পাকা গৃহ প্রস্তুত হয়। অতঃপর ১৮৩৮ সনে জামাল-পুরের 'ঠগি' আফিস স্থাপিত হইলে সেখানে জেলখানা স্থাপিত হয়। ও ক্রমে অন্যান্য মহকুমা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মহকুমায় মহকুমায়

জেলখানা প্রস্তুত হয়। কোন্ জেলখানায় কত কয়েদির স্থান হইতে পারে, তাহা প্রদত্ত হইল।

ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রীক্ট জেল		৩৪২ পুরুষ	১৩ স্ত্রী
আটীয়া	সবজেল	১৭ „	২ „
জামালপুর	„	২৫ „	২ „
কিশোরগঞ্জ	„	২০ „	২ „
নেত্রকোণা	„	২০ „	২ „

যৌথ কারবার।

এই জেলায় ১১টী যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাদের মূলধন ও তহবিলের পরিমাণ প্রদর্শিত হইল :—

নাম	মূলধন	গচ্ছিত	মোট
১। টাঙ্গাইল লোন আফিস	৮৪৩১০	৮০৭৭৬	১২৫০৮৬
২। পিংনা ট্রেডিং কোং	৬০০০০	৩৯৪০০	৯৯৪০০
৩। আড়ড়া ট্রেডিং কোং	—	—	—
৪। ঘাটাইল সম্মিলনী ধনভাণ্ডার	২৬০০০	২২৭৩৮	৪৮৭৩৮
৫। ঘাটাইল লোন আফিস ইনসিউরেন্স কোং	—	—	—
৬। টাঙ্গাইল ট্রেডিং কোং	৫০৭০	১০৯	৫১৭৯
৭। নসিরাবাদ লোন আফিস	২৮২২০	৬৫	২৮২৮৫
৮। জামালপুর লোন আফিস	৮০৪০০	৫০৯০৯	১৩১৩০৯
৯। দিঘাপাইত মিলিত ধনভাণ্ডার	৩২০০০	১৯৭৬০	৫১৭৬১
১০। সেরপুর লোন আফিস	১৬১৮০	১১২৪	১৭৩০৪
১১। কিশোরগঞ্জ লোন আফিস	৪০০০০	৬৬৬১৭	১০৬৬১৭

রাজসম্মান বা উপাধি।

এ জেলার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন :—

উপাধি	উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	প্রাপ্তির তারিখ
	বংশানুক্রমিক উপাধি।	
মহারাজা	কুমুদচন্দ্র সিংহ, সুসঙ্গ	১৮৮৪
	ব্যক্তিগত উপাধি।	
মহারাজা	সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, মুক্তাগাছা	১৮৯৭
রাজা	৺ হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী, গোলকপুর	১৮৭৭
মহামহোপাধ্যায়	চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, সেরপুর	১৮৮৭
রায় বাহাদুর	রাধাবল্লভ চৌধুরী, সেরপুর	১৮৯৪
„	যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, রামগোপালপুর	১৮৯৫
„	দীনবন্ধু ভৌমিক, ভাদড়া	১৯০৬
„	সতীশচন্দ্র চৌধুরী, ভবানীপুর	১৯০৭
খাঁ বাহাদুর	সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী, ধনবাড়ী	১৯০৬

রাজপ্রতিনিধির পদার্পণ।

এই নগরে ইতঃপূর্ব্বে কোন রাজপ্রতিনিধি আগমন করেন নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ময়মনসিংহ জেলা আসাম গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন করিবার প্রস্তাব করিলে ১৩১০ সনের ৮ই ফাল্গুন রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন মহোদয় নসিরাবাদ নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট

প্রতি থানার এলাকায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব গণণায় কত এলাকার পরিমাণফল, গ্রামের সংখ্যা, বাড়ীর

এলাকা	পরিমাণফল (বর্গমাইল)	গ্রামের সংখ্যা	মোট অধিবাসী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	৬৩৩২	৯৭৭৮	৩৯১৫০৬৮	২০১৪৮০৫	১৯০০২৬৩
সদর বিভাগ	১৮৪৯	২৩৬৯	৯৭৭৪৭৬	৫১২৫১২	৪৬৪৯৬৪
নসিরাবাদ	৪৭৬	৪৯৫	২৬৪৭৫৩	১৪১০৬৩	১১৩৬৯০
ফুলবাড়িয়া	৩৯৯	১৩৭	১১০৩৪৭	৫৭৩৭০	৫২৯৭৭
গফরগাঁও	৪৪৩	৩০৬	১৬২৪৫৪	৮৩৯৮৭	৭৮৪৬৭
নান্দাইল	১১৩	৩০২	১১৫৭৭৩	৫৯৪৬৯	৫৬৩০৪
ঈশ্বরগঞ্জ	২১৮	৫৫৬	১৬০৫৬০	৮৩৮৮৪	৭৬৬৭৬
ফুলপুর	২০০	৫৭৩	১৬৩৫৮৯	৮৬৭৩৯	৭৬৮৫০
নেত্রকোণা বিঃ	১১৪৮	১৯৬৬	৫৭৪৭৭১	৩০১৭৮৩	২৭২৯৮৮
নেত্রকোণা	৪৩৮	৯১৭	২৭১০৩৭	১৪২৯৫৪	১২৮০৮৩
কেন্দুয়া	২৮	৫৭৫	১৮৯৪২১	৯৭৮৬২	৯১৫৫৯
দুর্গাপুর	৩৮২	৪৭৪	১১৪৩১৩	৬০৯৬৭	৫৩৩৪৬
জামালপুর বিঃ	১২৮৯	১৭৪৯	৬৭৩৩৯৮	৩৪৯৪০১	৩২৩৯৯৭
জামালপুর	৪১৯	৬৫৫	২৮২৪৭৭	১৪৬৫১৫	১৩৫৯৬২
নালিতাবাড়ী	২৮৬	৩৮৪	৯৯৩৫২	৫১৭২৬	৪৭৬২৬
দেওয়ানগঞ্জ	৩৪২	২৯৫	১৪১০৬৭	৭৫২৩৪	৬৯৮৩৩
সেরপুর	২৪২	৪১৫	১৪৬৬০১	৭৫৯২৬	৭০৫৭৫
টাঙ্গাইল বিঃ	১০৬১	২০৩১	৯৭০২৩৯	৪৮৫৩৮৩	৪৮৪৮৫৬
টাঙ্গাইল	৪৪৬	৮২৯	৪৬৭৭৩০	২৩১৩৩০	২৩৬৪০০
কালিহাতী	২২৯	৫০৭	২৩০৮০৭	১১৫৩০৩	১১৫৫০৪
গোপালপুর	৩৮৬	৬৯৫	২৭১৭০২	১৩৮৭৫০	১৩২৯৫২
কিশোরগঞ্জ বিঃ	৯৮৫	১৬৬৩	৭৪৯১৮৪	৩৯৫৭২৬	৩৫৩৪৫৮
কিশোরগঞ্জ	৩৯২	৬৭৬	২৯৭৩৭৮	১৫১৬৭৫	১৪৫৭০৩
কটিয়াদী	১৭৩	৩৭৩	১৫৪৩৮৭	৭৭৯৭৫	৭৬৪১২
বাজিতপুর	৪২০	৬১৪	২৬৭৪১৯	১৩৬০৭৬	১৩১৩৪৩

'ক'' ।

অধিবাসী ছিল তাহাও বর্ত্তমান অধিবাসী সংখ্যা, সংখ্যা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। (৪২ পৃষ্ঠা।)

প্রতি বর্গমাইলে অধিবাসী।	বাড়ীর সংখ্যা	পূর্ব্ব পূর্ব্ব আদম শুমারির জন সংখ্যা। ১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১
৬১৮	৬৬৫২৯৬	২৩৪৮৭৫৩	৩০৫১৯৬৬	৩৪৭২১৮৬
৫২৯	১৮৩৩০৯	৫৭১৩৬৭	৭৪৪৫২৪	৮৫৩০২০
৫৫৬	৪৫৯৪২	১২০৯	২৮২৮৪৬	২৩১৪২৫
২৭৭	২৮৬৩০			৯২৭২৯
৩৬৭	২৭২০৬	৮৩৬৪২	১১৭৭৫৯	১৪০৬০৫
১০২৫	২০২১৯	১৬৯৮২৯	২২৯৪৫২	১০৫৯৯৮
৭৩৭	৩০২১৯			১৪৩২৩৪
৮১৮	৩১০৯৩	৯৬৯৬৩	১১৪৪৬৭	১৩৯০২৯
৫০০	১০৫১৩৫	৪৬৪২৮০	৫৮৮১১৫	৫৩৬৫৬৮
৬১৯	৪৮৫৯১	৩৫১৩৮০	৪৭১৬৫৮	২৪৯৫৫০
৫৭৮	৩৩৯৯২			১৭১২৯১
২৯৯	২২৫৫১	১১২৯০০	১১৬৪৫৭	১১৫৭২৭
৫২১	১০৫৩১৪	৪১৪৪৬৯	৪৯৭৭৬৬	৫৭৯৭৪২
৬৭৪	৪১৪৯৭	১৭৫০২২	২০৯৩২৯	২৪৩৬৩১
৩৪৮	১৮১১৬	..	.	৮৫৬৩৯
৪২৪	২২৮৫২	৮৫২২২	১০১৩৭২	১২৯৫৮৯
৬০৫	২২৮৪৯	১৫৪২২৫	১৮৭০৬৫	১২০৮৮৩
৯১৪	১৪৯৮৩১	৫৩৬২০১	৭৫৪২৪১	৮৫৯৪৭৫
১০৪৯	৭২০৫৮	৩০৯৮৮৮	৪৬০১৪৩	৪২২৯৫০
১০০৮	৩৫৩৯১			২০৯০৪৪
৭০৪	৪২০৮১	২২৬৩১৩	২৯৩৯৯৮	২২৭৪৮১
৭৩০	১২১৭০৭	৩৬২৪৩৬	৪৬৭৩২০	৬৪৩৩৮১
৭৫৯	৪৮৬৪২	১০৯৭৭৪	১৩৫৬০৩	২৭০০৯০
৮৯২	২৮৩১৩	৯৭০৩৫	১২২৪৫৯	১৩৯০৪২
৬৩৭	৪৪৭৫২	১৫৫৬২৭	২০৯২৫৮	২৩৪২৪৯

পরিশিষ্ট

প্রতি থানা ও মহকুমার এলাকায় কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী

এলাকা	হিন্দু			মুসলমান
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
সমগ্র জেলা	১০৮৮৮৫৭	৫৬৯৩৫২	৫১৯৫০৫	২৭৯৫৫৪৮
সদর বিভাগ	২৪৭০৩৯	১৩৪৯৭৭	১১২০৬২	৭১৩৯৪২
নসিরাবাদ	৭০২৫৮	৪০৩১৪	২৯৯৪৪	১৯২৪৩০
ফুলবাড়িয়া	২৮৮৪৯	১৫৩২০	১৩৫২৯	৭৯৭৮৫
গফরগাঁও	৩৯৯৬৯	২১১৭৮	১৮৭৯১	১২২২
নান্দাইল	২৫৪৪৬	১৩৩১১	১২১৩৫	৯০৩২২
ঈশ্বরগঞ্জ	৩৪৬৩৩	১৯০৩২	১৫৬০১	১২৫৮৭৮
ফুলপুর	৪৭৮৮৪	২৫৮২২	২২০৬২	১০৩২৫৬
নেত্রকোণা বিভাগ	২০৬৬১৪	১০৯৩৩০	৯৭২৮৪	৩৫৮০৩২
নেত্রকোণা	৯৩১৯১	৪৯৪৫০	৪৩৭৪১	১৭৭৪২৬
কেন্দুয়া	৫৮৭৩৮	৩০৮১২	২৭৯২৬	১৩০৬৮৩
দুর্গাপুর	৫৪৬৮৫	২৯০৬৮	২৫৬১৭	৪৯৯২৩
জামালপুর বিভাগ	১২৭৩৭৩	২৮৮১৫৯	৫৮২১৪	৫৪২৬৯৩
জামালপুর	৪৪৩৯৫	২৪৭২৩	১৯৬৭২	২৩৭৯৪০
নালিতাবাড়ী	৩৮৬৫৫	২০১০০	১৮৫৫৫	৫৮৫১৭
দেওয়ানগঞ্জ	১৬১৯৮	৯১১৬	৭০৮২	১২৮৭২৪
সেরপুর	২৮১২৫	১৫২২০	১২৯০৫	১১৭৫১২
টাঙ্গাইল বিভাগ	২৭৯৭৩৩	১৩৮৬৮৪	১৪১০৪৯	৬৮৯৮৫২
টাঙ্গাইল	১৫৯২৭৯	৭৭৫০৪	৮১৭৭৫	৩০৮৩৯৮
কালিহাতী	৬৭২৬৮	৩২৮৯৮	৩৪৩৭০	১৬৩২১৮
গোপালপুর	৫৩১৮৬	২৮২৮২	২৪৯০৪	২১৮২৩৬
কিশোরগঞ্জ বিভাগ	২২৮০৯৮	১১৭২০২	১১০৮৯৬	৪৯১০২৯
কিশোরগঞ্জ	৯৫৯৮১	৪৯৭৬২	৪৬২১৯	২০১৩৪৫
কাটিয়াদী	৩৫৯৬৮	১৮০৯২	১৭৮৭৬	১১৮৪১৯
বাজিতপুর	৯৬১৪৯	৪৯৩৪৮	৪৬৮০১	১৭১২৬৫

"খ"।

লোক কত তাহা প্রদর্শিত হইল। (৪৩ পৃষ্ঠা।)

মুসলমান			প্রেতোপাসক			খ্রীষ্টীয়ান
পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী		
৪২৯৭৬৪	১৩৬৫৭৮৪	২৮৯৫৮	১৪৬৭৭	১৪২৮১	...	১২৯১
৩৬৯১৬০	৩৪৪৭৮২	১৫৮১০	৭৯৮৭	৭৮২৩	...	৫৭৪
৯৯৬৯৪	৯২৭৩৬	১৮১১	৯১৩	৮৯৮	...	১৯৪
৪১১৮১	৩৮৬০৪	১৭০১	৮৫৭	৮৪৪	...	...
৬২৬৯৬	৫৯৫৭৫	১৭৮	৮৪	৯৪	...	২০
৪৬১৫৫	৪৪১৬৭	৫	৩	২	...	...
৬৪৮২৫	৬১০৫৩	৩৫	২০	১৫	...	১৪
৫৪৬০৯	৪৮৬৪৭	১২০৮০	৬১১০	৫৯৭০	...	৩৪৬
১৮৭৩১১	১৭০৭২১	৯৫০৪	৪৮২২	৪৬৮২	...	৬১৭
৯৩২৯৪	৮৪১৩২	৩৬৭	১৮৬	১৮১	...	৪৯
৬৭০৫০	৬৩৬৩৩	...	...	...	...	...
২৬৯৬৭	২২৯৫৬	৯১৩৭	৪৬৩৬	৪৫০১	...	৫৬৮
২৭৮৪৩৭	২৬৪২৫৬	৩০৬৪	১৫৭৮	১৪৮৬	...	২৯
১২১৭০৮	১১৬২৩২	৪৩	২০	২৩	...	১৬
৩০৪৯৮	২৮০১৯	২১৬৮	১১২২	১০৪৬	...	১২
৬৬০০৩	৬২৭২১	৬৬	৩৬	৩০	...	১
৬০২২৮	৫৭২৮৪	৭৮৭	৪০০	৩৮৭	...	...
৩৪৬৩৬১	৩৪৩৪৮১	৫৮০	২৯০	২৯০	...	৩৭
১৫৩৭৯৪	১৫৪৬০৪	...	...	...	...	৩২
৮২২৪০	৮০৯৭৮	৩১৬	১৬২	১৫৪	...	...
১১০৩২৭	১০৭৯০৯	২৬৪	১২৮	১৩৬	...	৫
২৪৮৪৯৫	২৪২৫৩৪	...	...	...	...	৩৪
১০১৮৮৯	৯৯৪৫৬	...	...	...	...	২৯
৫৯৮৮৩	৫৮৫৩৬	...	...	..	...	...
৮৬৭২৩	৮৪৫৪২	...	...	...	...	৫

পরিশিষ্ট

এলাকা	আহিরগোয়ালা		বাগদী		বৈষ্ণ	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	১৩৩১৫	৯৯৯৫	১৮০১	১৫২৩	১৮০৪	১৬২৮
সদর বিভাগ	৩৯১৭	২০৪৩	২৪	১১	৫৪১	৪১৫
নসিরাবাদ	১৫২৯	৬২২	২২	১০	৩৭০	২৩০
ফুলবাড়িয়া	২৩৭	১৯২	...	...	৩	৪
গফরগাঁও	৪০১	২১৩	...	...	৯০	৬১
নান্দাইল	৬৪১	৩৪৩	..	.	৪১	৫২
ঈশ্বরগঞ্জ	৬১৪	৩২৯	২	..	৩৭	৬৮
ফুলপুর	৪৯৫	৩৪৪		৪	.	...
নেত্রকোণা বিঃ	১৫৫৪	৯৫২	৯	৭	৩৩৩	২৮৭
নেত্রকোণা	৫০৬	২৮৯	...	...	১৬৬	১৪১
কেন্দুয়া	৫৯৫	৪৪৫	..	..	১১৬	১০৫
দুর্গাপুর	৩৭৩	২১৮	৯	৭	৫১	৪১
জামালপুর বিঃ	২৪৫২	১৬১৯	৩৪৮	৩৩২	২২৬	২১৭
জামালপুর	১১২৯	৭২৫	৩৪২	৩৩২	৯৭	১১৬
নালিতাবাড়ী	৩৪৬	১৭১	৩	..	৩	..
দেওয়ানগঞ্জ	৩২৬	২১৭	১		৯	৪
সেরপুর	৬৫১	৫৪৬	২		১১৭	৯৭
টাঙ্গাইল বিঃ	২৬৪৩	২৪৭৩	১৪২৮	১১৭০	৫১৩	৫১১
টাঙ্গাইল	১৩৯৫	১৩৯৩	৩২৪	১৯৭	৩৫৪	৩৪০
কালিহাতী	৬৩০	৬৩৪	৩৬৫	৩২৯	১১৮	১৬৬
গোপালপুর	৬১৮	৪৪৬	৭৩৯	৬৪৪	৪১	৫
কিশোরগঞ্জ বিঃ	২৭৪৯	২৮৬৮	...	...	১৯১	১৯৮
কিশোরগঞ্জ	১২৭৮	১৩০৬	...	...	৮৭	৭৮
কাটিয়াদী	২৯৬	২৯৭	...	...	৫৮	৬২
বাজিতপুর	১১৭৫	১২৬৫	...	...	৪৬	৫৮

“গ”।

বৈষ্ণব (বৈরাগী)		বাবণ্ড		বাউরি		বেহারা	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
৪৯৫২	৭১৩৯	৫০৮০	৫০৮৮	৮৪৬	৫৮০	৭৮৭	৩০৪
৯২৯	১৫২৮	১১৬৪	১০৯৩	১১	...	২০৫	১৪
৩৯৮	৭৪০	৬৭৪	৬৯১	১১	..	৮৩	৬
১৩৫	২৩৮	৮	১৯	...		৩৯	৮
৯৩	১৫২	১৮	৭	...	...	...	...
৮৯	১২৪	২০২	১৮৪	...	...	২০	.
১০৩	১৪৫	৬১	১৯	..	.	১৩	...
১১১	১২৯	২৩১	২৩৭	...		৪০	
১৭০	১৬৯	১১৩৫	১১০৬	৯	...	১৯	...
৪৯	৫৩	৮৩০	৭৯৭	৯	.	৩	..
৫৭	৫৫	২৮৩	২৮৬	..	...	৭	...
৬৪	৬১	২২	১৩	...	..	৯	..
৭৩০	১০১৬	৬৩৮	৬৭৫	২৩৮	৬৭	৯৭	১০
২৫৯	৩৫৮	৪৪৫	৪৯৫	২৩৮	৬৭	৫৫	...
১১১	২৮৫	১১	৩	...	...	...	৫
২৪৫	২২৪	১৭১	১৬১	. ...	..	৬	...
১১৫	১৪৯	১০	১৬			৩৬	৫
১১৭০	২২১৩	১৪০৪	১৪০৯	৫৮৮	৫১৩	৩৬৩	২৮০
৪৬৪	১১১৩	২৩৭	২৮২	৯১	৭৪	২৮	২৮
১৪৮	৫০০	৪৪৭	৪৯৯	২৮২	২৮৩	৯৩	৫৫
৪৫৮	৬০০	৭২০	৬২৮	১১৫	১৫৬	২৪২	১৯৭
১৯৫৩	২২০৪	৭৩৯	৭২৬	...	...	১০৩	...
৪২৭	৫১২	৩২৫	৩১২	...	...	৩৪	...
১৪০	৩০২	১৫৪	১৭৩	...	...	৬৯	...
১৩৮৬	১৩৯০	২৬০	২৪১	...	...	...	...

হিন্দু।

এলাকা	ভড়		ভুঁইমালী		ঋিন্দ	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	১৮৯৭	৫১১	৯৬৪৭	৮৯৮৫	৭৩২	৩৮৭
সদর বিভাগ	৯৭২	২৪৭	১৩১৭	১২০১	৩১২	১৬০
নসিরাবাদ	১৯	৪	৪১২	৩৭৪	১৫৯	১৪১
ফুলবাড়িয়া	১৮৮	১১০	১৬৩	১৬৫	২৭	.
গফরগাঁও	১৪২	.	৮৩	৭৪	৮৫	...
নান্দাইল	৭১	৩৩	১৫১	১২২	১২	...
ঈশ্বরগঞ্জ	২০৪	২৮	৩৭০	৩৫৫	২৯	১৭
ফুলপুর	৩৪৮	৭২	১৩৮	১১১	...	২
নেত্রকোণা বিঃ	২১০	৪৫	১৪২১	১১৬৭	৩১৯	২১৪
নেত্রকোণা	১৪৫	৩৪	৭৯০	৫৭৫	২৩১	১৩১
কেন্দুয়া	৪২	৫	৩৬৯	৩৮২	৭৯	৮০
দুর্গাপুর	২৩	৬	২৬২	২১০	৯	৩
জামালপুর বিঃ	২৯৮	৪৯	১৫২২	১৩৮১	৯	১০
জামালপুর	২০৩	৩১	৮৫০	৮৬২	১	৩
নালিতাবাড়ী	...	...	৮১	৬৪	...	...
দেওয়ানগঞ্জ	২২	...	৩৫৭	২৯৪	৮	৭
সেরপুর	৭৩	১৮	২২৪	১৬১	...	...
টাঙ্গাইল বিঃ	৩৫২	১৬১	৩৪৮৮	৩৪২৯	১৮	...
টাঙ্গাইল	৯০	৫	১৪৪৬	১৫১১	২	...
কালিহাতী	৭৭	৩	১৫৭১	১৪৬৫	...	...
গোপালপুর	১৮৫	১৫৩	৪৭১	৪৫৩	১৬	...
কিশোরগঞ্জ বিঃ	৬৫	৯	১৯০৯	১৮০৭	৭৪	৩
কিশোরগঞ্জ	৩৯	...	৬১৮	৫৮৭	৭১	৩
কাটিয়াদী	২০	৬	৩৪১	৩৮৪	...	...
বাজিতপুর	৬	৩	৯৫০	৮৩৬	৩	..

হিন্দু।

ব্রাহ্মণ		চামার		ডাল্লু		ধোপা	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
২৫৭৪৭	২১৫৮৮	৩৭১৫	১৫৪৩	২৪৯৮	২৩৪৩	৮৭৬৮	৮০০২
৭৩৫৬	৫২২৯	৭৮০	৫০৩	১০০৩	৯০৭	২৪৭২	৩৩৮৫
৩০৯৬	১৭৩৩	৩৩০	২১৩	...	...	৪৪২	৩৪৫
৭৪৭	৬৯২	৬৬	২৪	...	...	১১৩	৮৮
৬৪৩	৪৪৯	১৫৭	১৩২	...	...	২৪৯	২০৩
৬৫৫	৬৫৯	১৭	১২	...	...	৪৪০	৪৪০
১৪৩৬	১০৭৫	৪১	...	..	..	১০৪৮	৯৭৩
৭৭৯	৬২১	১৬৯	১২২	১০০৩	৯০৭	৩৮০	৩৩৬
৫১১০	৫০৭৯	২১৪	১৩২	১১১	১০৮	৩২৯৩	৩০৯৮
২৪৪৭	২৪৪৫	১১৭	৯৫	...	...	২০৩৬	১৯৪৪
১৫৯৮	১৬৮২	২৯	১৪	...	...	৮০৯	৭৩৪
১০৬৫	৯৫২	৬৮	২৩	১২১	১০৮	৪৪৮	৪২০
২০৪৯	১০৯৬	৯৬৮	৬৮৪	১৩৭৪	১৩২৮	২৬৮	১৮০
১০৭০	৬৭৮	২৪২	১৩৭	...	...	১৩৫	১০১
২০৯	৮৫	৩২৭	২১৫	১৩৭৪	১৩২৮	২৬	৩
২৫১	৮৯	৪৩	৭৮	...	...	২৭	১৬
৫১৯	২৪৪	৩৫৬	২৫৪	...	...	৮০	৬০
৬৩৬৪	৫৯২১	৮৫১	৫৪৮	...	...	৭২৯	৬৭৮
৩৯৭০	৩৭৩৪	২০২	১৬৯	...	...	৩৫০	৩৬২
১৩৫২	১৩৯৭	২২৪	১৫৯	...	...	২৩১	১৮৫
১০৪২	৭৯০	৪২৫	২২০	...	...	১৪৮	১৩১
৪৮৪৪	৪২৫৪	৯১২	৬৭৬	...	...	১৮০৬	১৬৬১
২২৫৮	১৯৬৩	২০০	৮০	...	...	৯৬৩	৮৭৫
১১২১	১১০২	৪০	৪১	...	...	৪০১	৪০১
১৪৬৫	১১৮৯	৬৭২	৫৫৫	...	...	৪৪১	৩৮৫

হিন্দু।

এলাকা	ডোম		দোসাদ		গন্ধবণিক	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	৭৭৮	৬৬৫	১০৮০	২০৫	২৭৪৮	২৮০১
সদর বিভাগ	৩১৪	২৯৯	৬২৫	১৩৬	৫৩৮	৩১৭
নাসিরাবাদ	১০২	৭৫	৩৫৬	৭	১৪৮	৪৮
ফুলবাড়িয়া	১		৩৪	১১	৪০	৮
গফরগাঁও	৭	৭	৩১	১৮	১১০	৬৫
নান্দাইল	৬	১০	১৫	...	২৮	৩১
ঈশ্বরগঞ্জ	৫৯	৭৮	৯৮	১৮	১২২	৬৫
ফুলপুর	১৩৯	১২৯	৯১	১৬	৯০	১০০
নেত্রকোণা বিঃ	১২৮	১১৬	৯৪	২	৫৮২	৬৮০
নেত্রকোণা	৩৮	৩৩	৪২		৩১৭	৩৯৪
কেন্দুয়া	৫০	৪৪	৪৪	২	১৭৮	২২৬
দুর্গাপুর	৩৬	৩৯	৮	..	৮৭	৬০
জামালপুর বিঃ	১৯২	১৪৫	১৭৫	২৩	২১৬	১৬০
জামালপুর	৩২	২৫	৯৩	৮	১৬৪	১৫২
নালিতাবাড়ী	৫১	৪৫	৩		২০	৬
দেওয়ানগঞ্জ	৫৪	২৯	৩৪	১৩	২৯	..
সেরপুর	৫৫	৪৬	৪৫	২	৩	২
টাঙ্গাইল বিঃ	৭২	৪৮	১০৭	৪২	৫৫৪	৭৯৪
টাঙ্গাইল	৩৪	১৬	২৭	৮	২৫৪	৩২০
কালীহাতী	১৬	১৪	২৪	৫	২০৭	৩৭৭
গোপালপুর	২২	১৮	৫৬	২৯	৯৩	৯৭
কিশোরগঞ্জ বিঃ	৭৬	৫৭	৫৯	২	৮৫৮	৮৫০
কিশোরগঞ্জ	৭৪	৫৬	৪০		২৯৫	৩০০
কাটিয়াদি		..	৪	২	১৮৫	২২৫
বাজিতপুর	২	১	১৫	...	৩৭৮	৩২৫

হিন্দু।

গণবর		গারো		গোঁব		হদি	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
৬৪১	৭০৪	১৬৮১৯	১৬৩৭১	২৮৩৯	৩২৯	১১১৯২	১১০৫৪
২২	১৪	৮৭৮১	৮৬৭৪	৮৫৮	১২৭	৫০৯৮	৪৮৭৭
১৩	১১	১২৩১	১২০০	৩০৭	৭২	৯৪	৭১
.	...	৮৭১	৮৫৪	৭৩	.	...	...
৯	১	৪২২	৪৭৭	৪৬	৫	৪৮	৫০
.	...	৩	২	১২০	১২	৪৫	৪৫
...	...	৮২৮	১৫	১০০	১৯	৯৬	১০৩
...		৬২১৪	৬১২৬	১৭২	১৯	৪৮১৫	৪৬ ৮
৪১৩	৪৬৯	৪৮৮২	৪৭৪৫	৭৪৫	২৭	১৪৯৩	১৩০৮
৩৬২	৩৯৪	২৩৮	২৪৪	৪৪২	২৩	৭৯৫	৬৯৭
৪৫	৭৫	...	...	২৫৭	৩	২০	২
৬	...	৪৬৪৪	৪৫০১	৪৬	১	৬৭৮	৬০১
১১	...	২৭৯৮	২৫০৯	২৭৮	৩১	৪৪৫৫	২৭৩০
...		৪৬৯	৩৯৬	১২৩	১৯	...	৭
...	..	১৬৪৩	১৫৯৪	৮৪	১১	২৩৭৫	২৪৯৫
১১	..	৩৬	৩০	১৩	..	১৯	২১
...	...	৬৫০	৫৪৯	৫৮	১	২০৬১	২২০৭
১০	..	৩৫৮	৩৮৪	৬১১	১১৮		৩
৫	...	...	...	৩৫৬	২৫	...	...
...	...	১৮৮	১৮৭	১১	৫	...	৩
৫	..	১৭০	১৯৭	১৪৪	৮৮		...
..	১১১	...	...	৩৪৭	২৬	১৪৬	১৩৬
৮৪	৮৯	.	...	২৪৪	১৫	১৪৪	১২৮
...	...	...	...	৫১	২	২	৮
১০১	১৩২	..	.	৫২	৯	...	...

হিন্দু।

এলাকা	হাজং		যোগী ও যুগী		কাঁহার	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	১৩১৮৮	১২৪০০	২৩১০৬	২১৫৮০	৫৪১৭	২৫৭
সদর বিভাগ	১৪৩৬	১৩২২	৬১৮৭	৫৫২৩	১৮৬০	১৪২
নাসিরাবাদ	১	...	১৩৯৯	১৩৩৯	৬৪০	৪৬
ফলবাড়িয়া	...	...	৪৭৭	৪৩৪	১৪৫	১৯
গফরগাঁও	১		৯৬১	৭০৭	৩৩১	২৪
নান্দাইল	১	...	১২৬৮	১১৫৯	১৮৩	১৯
ঈশ্বরগঞ্জ	...	.	১৪২০	১২৫৩	২৯৪	১৪
ফুলপুর	১৪৩৩	১৩২২	৬৬২	৬৩১	২৬৭	২০
নেত্রকোণা বিঃ	৬৮৬৭	৬৪৬৯	৫৭৬৪	৫৪৩৩	১০২০	৫০
নেত্রকোণা	১	১	২৮২৬	২৬৪২	৬৭৭	৪৬
কেন্দুয়া	২	..	২২৭৪	২১৭০	১৯৮	২
দুর্গাপুর	৬৮৬৪	৬৪৬৮	৬৬৪	৬২১	১৪৫	২
জামালপুর বিঃ	৫৮৫৯	৪৬০৯	১৯৪০	১৭৮৫	৯০৬	২৮
জামালপুর	২	...	১১৩৬	১০৬৩	৩০৯	১৪
নালিতাবাড়ী	৪১৯৫	৪০৪৩	১৬৬	৯৭	৯৩	
দেওয়ানগঞ্জ	৩	...	৪৫৩	৪৫৭	২৮৯	...
সেরপুর	৬৫৯	৫৬৬	১৮৫	১৬৮	২১৫	১৪
টাঙ্গাইল বিঃ	২৬	...	৩০১১	৩১২৩	১৫৩৬	২৯
টাঙ্গাইল	৩	.	৯২	৭৫	৭৫৫	৬
কালীহাতী	২১	.	১৬৯৬	১৯৩৯	২৬৩	১০
গোপালপুর	২	...	১২২৩	১১০৯	২১৮	১৩
কিশোরগঞ্জ বিঃ	...	...	৬২০৪	৫৭১৬	৩৯৫	৮
কিশোরগঞ্জ	...	.	২৮৫৭	২৭১৮	১২৮	...
কাটিয়াদি	...	...	১২৯৪	১২০৫	২০৯	২
বাজিতপুর	..	...	২০৫৩	১৭৮৩	৫৮	৬

হিন্দু

কৈবর্ত্ত		কামার ও লোহার		কপালী		করণী	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
৮৫২৬৭	৬৫৪৯৪	৬২৫২	৫৯২৮	৭৬৮০	৭৭৯৯	২২৯১	২০০৭
৭৫৪১	৭৬১৪	৮২২	৬৭৬	১৯৩৩	১৯৩০	৪৫৭	৪৪৯
৩১৬৯	৩৩৬২	৩৪৪	২১১	২৮২	৩১২	২০	২৪
১২৩১	১১৯৬	৮৭	৮০	...	...	২৮	৩২
১০০৪	১০২৯	১০৫	৯০	...	.	৫	৫
৪৩৬	৪৪১	৫৭	৫১	৪৪৮	৪৪২	৭৭	৮৯
৬৩৬	৬৪৮	১২৫	১৬৬	২১৩	২০২	২৫৯	২৪৯
১০৬৫	৯৭৮	১০৪	৭০	৯৯০	৯৭৪	৬৮	৫০
১৪৬৮৭	১৫০৬০	৫০৭	৫৭৮	১৫০	১৫৩	১২৯৭	১০৪২
৪০৩০	৪২০৯	৩০৬	৩০১	১২৭	১২৯	৫০৪	৪৪৩
৬৮১৩	৬৯৩৭	১৩৩	১২৯	২৩	২৪	৫৪১	৪৮৩
৩৮৪০	৩৯১৪	১৬৮	১৪৮	...	...	২৫২	১১৬
৩২৪৪	৩২২৩	৫১৮	৩০৩	১৬০	১৮৯	...	..
২২২৬	২৩০৭	৩১৩	১৮৯	১৫৬	১৮৯	...	...
২৫৪	২৫৪	১৬	৫	৩	...	...	..
৬৫০	৫৬৫	১১২	৭৩	...	...	...	...
১১৪	৯৭	৭৭	৩৬	১	...	...	..
১৩৪৭২	১৩৪০৭	১৪৩৫	৩৬২৪	৩৭৫৬	৩৮৭৩	১২৬	৯৮
৬৯২০	৬৬৯৮	২১৫৭	২৩৯৪	৩০৫৯	৩১৭২	..	...
৩১৩২	৩৪০২	৯০১	৯৬৬	৮৪	৯৩	১০	১৫
৩৪২০	৩৩০৭	৩৮৭	২৬৪	৬১৩	৬০৮	১১৬	৮৩
২৬৩২১	২৬১৭৮	৮৬০	৭৪৭	১৬৮১	১৬৫৪	৪১১	৪১৮
৭৭৪৬	৭৩৪৮	৩৮৫	৩০০	১৫০৮	১৫১৫	৩৮৯	৩৯৩
৮৮৯	৯৯৩	১৯১	২০৯	২৩	২১	২২	২৫
১৭৬৮৬	১৭৮৩৭	২৮৪	২৩৮	১৫০	১১৮	...	...

হিন্দু।

এলাকা	কায়স্থ		কৈবৰ্ত্ত		কুমার	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	৫৫৯০০	৫৪২৮০	৯৯০	১০৬	১১৩৫৪	১০৭২৫
সদর বিভাগ	১৫৪৮৬	১৪৫২৪	৫০৪	৭৫	২৭৪৭	২৪৩৬
নসিরাবাদ	৫৫৬৩	৪৮৪০	৩০৩	৩৮	৭৫৩	৭০৪
ফুলবাড়িয়া	৭০১	৬৮৩	৩২	১	৩১১	২৮৯
গফরগাঁও	১৩৪৫	১২৪০	১৩	২	৪৯৭	৪৭৮
নান্দাইল	১৯৫৮	২০০৯	১৫	৩	১৯৬	২১০
ঈশ্বরগঞ্জ	২৮৬৪	২৭৪৬	৭২	১৭	৪০১	২৭১
ফুলপুর	৩০৫৫	৩০০৬	৬৯	১৪	৫৮৬	৪৮৪
নেত্রকোণা বিঃ	৯৭৬৯	৯৭৩০	১১৪	৫	২১৫৪	১৯৮২
নেত্রকোণা	৪৫২১	৪৩৬০	৭৫	৫	১৩২১	১১৯৩
কেন্দুয়া	২৫৯৯	২৭৮২	১৫	·	৪০৬	৪০৭
দুর্গাপুর	২৬৪৯	২৫৮৮	২৪		৪২৭	৩৮২
জামালপুর বিঃ	৫০৩৯	৬০৯৮	১৮১	১৫	৯৬৭	৯০৩
জামালপুর	৩৫৯৪	৩২৯৮	৭৯	..	৫৮৯	৫৮২
নালিতাবাড়ী	৫৯৫	৫০৯	৬	৬	২৮৯	২৬৪
দেওয়ানগঞ্জ	৬৫১	৫২৪	৬৩	২	৪৭	৩১
সেরপুর	১৯৬৯	১৭৬৭	৩৩	৭	৪২	২৬
টাঙ্গাইল বিঃ	১৫৭৩৭	২১৯১২	১২৬	৭	৩৮২২	৩৮৫১
টাঙ্গাইল	৮৮৫২	৮৯৮০	৪০	১	১৮৬৬	১০২২
কালিহাতী	৩৮৮২	৩৯০৬	২৩	..	১০২৩	১০০৫
গোপালপুর	৩০০৩	২৮২৬	৬৩	৬	৯৩৩	৮২৪
কিশোরগঞ্জ বিঃ	৮০৮৪	৮২০২	৬৫	৪	১৬৬৪	১৫৫২
কিশোরগঞ্জ	৪২৯৩	৪১৩২	৬১	...	১১০৬	১০৪১
কটিয়াদী	২০৭১	২২৫৪	...	৪	৩৪৭	৩৩৩
বাজিতপুর	১৭২০	১৮১৬	৪	...	২১১	১৭৮

হিন্দু।

কুরমী		মাল		মালাকার (মালী)		মাল	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১৯৭৪	২৮৩	১২৯০২	১১৮১৪	৫৬৭	৬৪০	১৮১৮৫	১৭০০৫
৮৬২	১১৮	২৮২৮	২৫৯৩	১৬১	১০৪	২৬৪৮	২৪৬৩
৫৫৩	৬৮	৫	৮	৩	...	১০৪১	৯৪৭
২৪	...	...	...	৪	...	৪৭	৭৮
৯৭	৭	২০	১১	৪	১	১২৮৬	১০৯১
৩৪	...	১০৯৪	৯৭৭	১৪৫	১৭৯	..	...
৯৭	১১	১০৫৫	৯৪০	৫	৪	...	...
৫৭	৩২	৬৫৪	৫৫৭	...	...	২৭৪	৩৪৭
১৬৪	১৭	৩৭১৯	৩৫৪২	..	...	৪৩৩১	৩৭৭৫
৮৯	১১	১৭২৮	১৬৯৬	...	..	১২০৩	১১৫৯
৩০	১	৫২০	৫১৫	...	...	২৭৬৯	২৩৫১
৪৫	৫	১৪৭১	১৩৩১	...	...	৩৫৯	২৬৫
৪৪২	১৩৪	১৪৬৯	১৩০৯	৮০	৭৫	৫৫৪	৮৫২
২৮৯	৭৭	৪২৯	২০০	২১	১৭	১১৫	৬১৭
২৯	৪	২৪৯	২৪৫	.	..	...	...
৭৬	১৪	৪৭৯	৫২৬	৩৪	৩০	৪৩২	২৩৫
৪৮	৩	৩১১	৩৩৮	২৫	২৮	৭	...
৩৭৭	৩৩	১৩৯২	১২৯৯	৩০৫	৩৮১	২২৬৫	২১১১
১৮৭	১২	২১৫	১৬৩	২১৮	২৮৫	১১৮৮	১০৮৭
৪৪	..	৪২৭	৪০৫	৪৬	৪১	৭২০	৬৯০
১৪৬	২১	৭৫০	৭৩১	৬১	৫৫	৩৫৭	৩৩৪
১২৯	১৭	৩৪৯৪	৩১৭১	১	...	৮৩৮৭	৭৮০৪
৬২	৩	২৩২	২৪৬	১	..	৫৯৯৯	৫৩৭৭
১৮	...	৮৩	৮৪	...	...	১৪৫৪	১৬০৬
৪৯	১৪	৩১৭৯	২৮৪১	...	...	৯৩৪	৮২১

হিন্দু।

এলাকা	ময়রা		মুচি		নমশূদ্র (চণ্ডাল)	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	২৯৩২	২৮৩২	১০৩০৬	৭৫৪৯	৭৯৭০৪	৭৬১৭৯
সদর বিভাগ	৬৯৯	৬৫২	৩০৯৬	২০৯০	১৮০৭৮	১৫৯৫৪
নাসিরাবাদ	১১৪	১০০	৯০৮	৭৯৮	৪৫০৬	৩১৮১
ফুলবাড়িয়া	৭	...	৪৮৭	২২১	৩২৪৫	৩০৫৩
গফরগাঁও	২৪৩	২২৯	৪০২	৩১১	২৩৮১	২৪৮৮
নান্দাইল	৪৬	৪১	১৬৯	৯৬	২২৯২	২১৭৫
ঈশ্বরগঞ্জ	২০৯	২০৯	৪৬৬	২২৭	২৮৮৪	২৬৩৬
ফুলপুর	৮০	৭৩	৬৬৪	৪৩৭	২৭৭০	২৪১২
নেত্রকোণা বিঃ	৫০	৪০	১১৮১	৬২৩	১২৫৪৪	১১১১৮
নেত্রকোণা	৩	...	৬২৭	৩১৩	৭১৯৮	৬৩৮৩
কেন্দুয়া	৪৭	৪০	৩০৮	১১২	২৯৪৬	২৮০১
দুর্গাপুর	...	...	২৪৬	১৯৮	২৪০০	১৯৩৪
জামালপুর বিঃ	৯০৭	৮৯৫	২২৪০	১৩৬৮	৩৬২৫	৩২৫৯
জামালপুর	২১৬	২২৫	৭৪৫	৪১৯	১৫৪৩	১৩৯৪
নালিতাবাড়ী	২৩৪	১৯৬	৪৮০	৩৭৭	৭২৭	৬৬৪
দেওয়ানগঞ্জ	১৯১	২১৯	৫১০	২৪৬	৫১২	৪২৫
সেরপুর	২৬৬	২৬৫	৫০৫	৩২৬	৮৪৩	৭৭৬
টাঙ্গাইল বিঃ	৮৫০	৮৫৩	২৮৫১	২৭৫৪	২৩৯৯২	২৫৩৫১
টাঙ্গাইল	২৮	১৮	১৭০৭	১৭৯১	২০৫৯১	২২০৯৬
কালীহাতী	৭১২	৭১৮	৩৮৯	৩০০	১৭৯৭	১৯৫২
গোপালপুর	১১০	১১৭	৭৫৫	৬৬৩	১৬০৪	১৩০৩
কিশোরগঞ্জ বিঃ	৪২৬	৩৮২	৯৩৮	৭১৪	২১৪৬৫	২০৫০৬
কিশোরগঞ্জ	১১৭	১১৭	২১৭	১৬৯	১০৪৪২	১০১৪৭
কটিহাদি	১৬৬	১৩৩	১৩০	৭০	৪৪১৬	৪১২৮
বাজিতপুর	১৪৩	১৩২	৫৯১	৪৭৫	৬৬০৭	৬২৩১

হিন্দু।

নাপিত		নুনিয়া		পাটিকার		পাটুনী	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১৩৭২৮	১৩০০৫	১০২৭৭	৫৬৭৩	১০৯৯	১০৯৮	১১১২১	১০৫৮৭
৩৫০৬	৩২৬৪	৩৯৫৯	২০৮৪	৩৬০	৩৪৬	৮২০	...
৮১৭	৮০৫	১৪০৬	৮৯৯	..	...	২৩৯	৩০৯
২৭৭	২৭৬	৪৪৪	১৩৬	৬	...	৫	২
৪৩৫	৩৬৯	৪৪৩	২৯৪	১৬০	১২৫	৪২	৪০
৬১০	৫৯১	৩৫৭	১০০	...	...	৩৬	৩০
৮৮১	৮০০	৪৩৮	১৪৭	...		৩০৮	১৭৭
৪৮৬	৪২৩	৮৭১	৫০৮	১৯৪	২২১	১৯০	১৬৪
২৪৩৬	২৩২৬	১১৬০	৪৯৮	৭৩৭	৭৫২	৮২৪৭	...
১২৯২	১২১৬	৫৮১	২৬৩	৬০২	৬৩৩	৪৬১৫	৪৪৫১
৮১৩	৮০১	৩২৫	৯৫		...	১৪৫৫	১৪১০
৩৩১	৩০৯	২৫৪	১৪০	১৩৫	১১৯	২১৭৭	২০১৫
১৪৪০	১১৮০	২৬৩৭	১৭০০	...		৩৩০	...
৫৯১	৫০২	১০৮৪	৬৫৩	.		১২৪	১০১
২১০	১৮৬	৬৫৫	৪২৯	.	...	২২	১৫
৩৪০	২৫৮	১২১	৪০	...	...	১৫২	১৪০
২৯৯	২৩৪	৭৭৭	৫৭৮	...	...	৬২	২৭
৩৬৪০	৩৫৭৮	১৮১৪	১১৫৬	...	...	৭৮৬	...
১৯৪১	১৯৪৯	৫৭৬	৩৮৪	..	...	৪১৭	৪১২
৮১৪	৮০৯	৫১৭	৩৩২	...	...	১৩১	১৪০
৮৮৫	৮২০	৭২১	৪৪০	.	১০	২৩৮	২৩৫
২৭০৬	২৬৫৭	৭১৭	২৩৫	...	১০	৯৩৮	..
১০৩৮	১০২২	৩৮২	৯৭	...	...	৬২০	৫৮০
৫০৯	৪৮৮	১৭৫	৫৯	...	.	৬৩	৫২
১১৫৯	১১৪৭	১৬০	৭৯		.	২৫৫	২৮৭

হিন্দু।

এলাকা	রাজ বংশী (কোচ)		রাজভর		রাজপুত (ছত্রি)	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	২৬৯০৫	২৪৯৩১	২৭২১	১৩১২	৪১৩৮	২৪৯৩
সদর বিভাগ	১১১১১	১০২৬৫	৮৪৫	৭৩১	১৪৭২	৭০৮
নসিরাবাদ	৩৭৪৮	২৫৯৭	১৪৩	১৯২	৩৬০	৫৫
ফুলবাড়িয়া	৩৯৫১	৩৫১০	২৩৩	১৩৬	৩৮	১০
গফরগাঁও	৩৭৪৯	৩৬০৯	১২১	১৩৯	৬১৩	৪২০
নান্দাইল	৯৭	...	১৭০	১২৬	৪৬	৩০
ঈশ্বরগঞ্জ	২০	৭	১২৮	১১৩	১৪৯	২৭
ফুলপুর	৫৪৬	৫৪২	৫০	২৫	২১৬	১৬৬
নেত্রকোণা বিঃ	২২৭	২৭৮	১২৯	৭৫	৩৮৬	১৭৯
নেত্রকোণা	৭	৩	৪৮	১১	২১৬	৯২
কেন্দুয়া			৪৫	৫৮	৫৮	২১
দুর্গাপুর	২৭০	২৭৫	৩৬	৬	১১২	৬৬
জামালপুর বিঃ	১১০৭০	১০৭৮৮	৮৫৩	৩২৮	১০৮৮	৭৫৯
জামালপুর	১৬৪৪	১৩৩২	৫৯৫	২৩৮	২৭১	৮৬
নালিতাবাড়ী	৫৩৪৩	৫৪৫৭	১০৭	৪০	৯১	৬০
দেওয়ানগঞ্জ	১০৬১	১০০৩	৬৩	২০	৫৮৬	৫৪৬
সেরপুর	৩০২২	২৯৮৬	৮৮	৩০	১৪০	৬৭
টাঙ্গাইল বিঃ	৩৪৪২	৩৫৭৭	৫৬৭	১৩৫	৭১৬	৪৯১
টাঙ্গাইল	১১২৫	১২৯০	৬৭	৫	১০৪	৪
কালীহাতী	১৬৪১	১৬১৪	৬৩	২২	৪৪০	৪০৯
গোপালপুর	৬৭৬	৬৭৩	৪৩৭	১০৮	১৭২	৭৮
কিশোরগঞ্জ বিঃ	৫	৩৩	৩২৭	৪৩	৫২৬	৩৫৬
কিশোরগঞ্জ	৫	৩২	১২০	১৯	১৮৬	৩৪
কটিহাদি	...	..	৯৬	১৩	১৫৮	১০৮
বাজিতপুর		১	১১১	১১	১৮২	২১৪

হিন্দু।

সুবর্ণ বণিক		শুদ্র		শুঁড়ি বা সাহা		সূত্রধর (ছুতার)	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
৯৯২	৮৯৪	৯৫০৮	৯১৫২	২৫৪৬৭	২৬৪৪৬	১৩৮৯৫	১২৬০২
২০২	১৪৩	১২৪৮	১১৮২	৩১২	২১৪৪	২৩৭৩	২০২৮
১৩৩	১১২	৪১২	৩৪০	৯২৪	৭৮৩	৭১৩	৫২১
৩০	৭	৩৪	৩৫	৩২৩	২৮১	১২৪	৯৬
১৭	১২	১৪৯	১২৯	৩৪২	৩৩৫	২৪৩	২৪৩
১৮	১২	৯০	১০৪	১৮২	২৬৮	৪৭৯	৪২২
৪	·	৪৯৫	৫০০	২৫৬	২৬২	৪২০	৪২৬
...		৬৮	৭৪	২৮৪	২১৫	৩৯৪	৩২০
৬	...	৪২৮৩	৪০৫৫	৩৯৮২	৩৯৫০	১৯৯১	১৭০৬
৬	...	২৮২০	২৬৮৭	২১০৪	২১২২	১০৭৯	৮৬৮
·	...	৯৮২	৯৬৯	৫৪৪	৫১৩	৭৭৮	৭১৪
...	...	৪৮১	৩৯৯	১৩৩৪	১৩১৫	১৩৪	১২৪
১১০	১০০	৫৮২	৫৮১	১২৮১	১১৩৫	১০২৫	৭৩৬
৩৫	২৮	৯২	৯১	৬৪৪	৫৫৭	৫৪২	৩৯৯
...	...	১১	৯	২২৫	১৯৬	১১৩	৮৮
৭৫	৭২	..		১৯৯	১৭১	১৯২	১২৭
...	..	৪৭৯	৪৮১	২১৩	২১১	১৭৮	১২২
৫৬৬	৫৪৪	৫৪৪	৫৩১	১২৯২০	১৪১৯১	৫১১৭	৪৯৩৪
৩৪৬	৩৭৮	৫২৭	৫০৬	৭০৮০	৭৬৫৩	২৬৫১	২৬১৩
৩৭	৫০	১৭	২৫	৩৭৩৪	৪১০৭	১৩৪০	১৩২৮
১৮৩	১১৬	..		২১০৬	২২৩১	১১২৬	৯৯৩
১০৮	১০৭	২৮৪১	২৮০৩	৪৯৭২	৫০২৬	৩৩৮৯	৩১৯৮
• ১৫	২১	৯৪১	১০০২	১৬৯৯	১৭২২	৯৬৭	৮৮০
৯০	৮৬	১০৮০	১৩০০	৮৮১	৮৭৪	৫৬৩	৫৬০
৩	...	৮২০	৫০১	২৩৯২	২৪৩০	১৮৫৯	১৭৫৮

হিন্দু।

এলাকা	তাঁতি		তেলী		তিয়র	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	৫৪৯১	৫৩১৫	৫৭১২	৫৪১০	১১২০৯	১১৩৮০
সদর বিভাগ	৫১৮	৩৯২	৬০৫	৪৫৫	৫৮৬৭	৫৮১০
নসিরাবাদ	২৬৯	১৭২	১৮৫	৭৮	১২৬৫	১২৫৩
ফুলবাড়িয়া	৪	১	২৩	২	১০৯১	১১৪৮
গফরগাঁও	১৭	...	৩২	৫৭	৩৩৭৭	৩২৯৯
নান্দাইল	৬৬	৯০	৮০	৮২	৭৯	৬৯
ঈশ্বরগঞ্জ	৫০	৩১	২১৩	১৯৭	..	...
ফুলপুর	১১২	৯৮	৭২	৩৯	৫৫	৪১
নেত্রকোণা বিঃ	৬৫	৫৯	১৩৭১	১২৯৮	২৩	১৯
নেত্রকোণা	২৮	৩০	৫০১	৪৭১	...	
কেন্দুয়া	৩২	২৭	৪৮০	৪৭৫	...	...
দুর্গাপুর	৫	২	৩৯০	৩৫২	২৩	১৯
জামালপুর বিঃ	২৬৫	২২৪	৪৬৫	৩৭২	৩৭৫	৪১৫
জামালপুর	১৭৬	১৭৯	২৫২	২২৭	২৩৫	২৮৩
নালিতাবাড়ী	৪	...	৪৩	৯	১৩৮	১৩২
দেওয়ানগঞ্জ	৫৬	৪২	১১৯	১১৫	২	..
সেরপুর	২৯	৩	৫১	২১		...
টাঙ্গাইল বিঃ	৪১৬৫	৪২৫৮	১৯৮৫	২১০৭	৪৬৯৬	৪৮৫২
টাঙ্গাইল	২৪৭৪	২৪৬০	৬২৯	৮০৬	২৫৪৯	২৬১৬
কালিহাতী	৮১২	৯৩৪	৭৫৮	৮১১	১৪··৭	১৫৭৯
গোপালপুর	৮৭৯	৮৬	৫৯৮	৪৯০	৬৮০	৬১৭
কিশোরগঞ্জ বিঃ	৪৭৮	৩৮২	১২৮৬	১১৭৮	৪৯৬	৫৬৮
কিশোরগঞ্জ	২১৮	২৩৪	৫৪৮	৫১১	২৪৮	২৮৪
কটিয়াদী	১০	১৩	৮৬	২০০	...	...
বাজিতপুর	২৪০	১৩৫	৫৫২	৪৬৭	২৪৮	২৮৪

মুসলমান।

বাদিয়া		দাই		দাতিয়া*		জুলা	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
২৪০০	২২৩৩	২৪৬৫	২৩৫৯	৬৮২	৬৫২	১৫১১৭	১৫০১২
৪৮০	৪৪৮	৮৪২	৯০৮	৪	...	১৮৮	৯৮
১১৭	১০২	৪৬	৯৭	...	...	১১	৩
৪১	৩৫	৭৩	৯৯	...	...	২৩	১৭
২৩	২৫	৯৭	১০৯	...	...	১৪২	৭৩
৮২	৮৬	১৮১	১৬২	...	...	...	...
৭৩	৭১	১৮২	১৮২	...	...	২	২
১৪৪	১২৯	২৬৩	২৫৯	৪	...	১০	৩
২০২	২১৭	১০৫৩	৯২৫	...	...	৯	২
১২৬	১৪১	৫৯৩	৫৫৭	...	...	৯	২
৭২	৭৬	৩২০	২৬৬	...	...	...	...
৪	...	১৪০	১০২	১	...	...	...
৫৭৫	৫৫৯	২২৮	২০১	৬৭৭	৬৫২	৬৪২	৬৫৮
১২৫	৭৩	১৪৮	১২১	৮	...	৫৬১	৫৪৯
৩৯	২৭	৪৩	৩৫	...	...	৩৪	৩৫
২০৩	২৪৩	১৩	১০	৬৬৯	৬৫২	৪৭	৭৪
২০৮	২১৬	২৪	৩৫	...	...	...	...
৫২৯	৪৩১	৫	৫	...	...	১৪২৭৫	১৩২৫২
১৫৪	১২২	৩	...	...	...	৭৯৬৬	৭৮৩৭
১৬৩	১০২	...	...	...	...	৪৬৬৩	৪৭৩৪
২১২	২০৭	২	৫	...	...	১৬৪৬	১৬৮১
৩৩৩	২৯২	২৬০	২৬০	...	...	২	...
১৮৫	১৭৩	৬৩	৪৭	...	...	...	...
৯৬	১০৩	১৪	১৩	...	...	২	...
৫২	১৬	১৮৩	২০০	...	...	...	...

মুসলমান।

এলাকা	কসবি পুরুষ	কসবি স্ত্রী	খাঁ পুরুষ	খাঁ স্ত্রী	কলু পুরুষ	কলু স্ত্রী	নাগারচি পুরুষ	নাগারচি স্ত্রী
সমগ্র জেলা	৩২	১৮৬৬	৩৪৬৩	৩১৩৩	১৪৮৩৬	১৪৬৯০	২২৭৩	২১৫৬
সদর বিভাগ	৫	৩০৯	৫৯৭	৫৪৮	৩৭২৭	৩৭৩৮	৩৪৭	৩০৯
নসিরাবাদ	৫	১৭৭	১১০	৯১	১৫৬৯	১৫৪৩	১৫	...
ফুলবাড়িয়া	...	...	৩১	১৪	৮৮২	৯৪৯	১৩	১২
গফরগাঁও	...	২০	..	...	৬৯৬	৭০২	...	...
নান্দাইল	..	২৭	১৯৫	১৫৮	৩৪৩	৩১১	৭৯	৭৯
ঈশ্বরগঞ্জ	...	৬৪	১৩৪	১৫৯	১৪১	১৫০	১৬০	১২৯
ফুলপুর	...	২১	১২৭	১২৬	৯৬	৮৩	৮০	৮১
নেত্রকোণা বিঃ	...	১০	১৫২৫	১৩১২	৫৫	২২	৮৪	৬৯
নেত্রকোণা	..	৩	৮৭৯	৭৫৬	৫০	২২	৪৪	.
কেন্দুয়া	...	.	৩৮৩	৩১১	...	..	৫০	৫১
দুর্গাপুর	...	৭	২৬৩	২৪৫	৫	...	১০	১৮
জামালপুর বিঃ	১১	৪১৯	৪৩২	৪২১	৩৭০৮	৩৬৯৫	৪৯৩	৫০৯
জামালপুর	১১	২০৯	৩৯	৫৮	২২২১	২১৩৭	৩৩৫	৩২২
নালিতাবাড়ী	...	৩০	১৮৭	১৯২	৯২	৬৬	৪০	২৮
দেওয়ানগঞ্জ	...	৯৬	১৫৯	১৪৮	৫৮৪	৬৫৩	৪২	৩৮
সেরপুর	...	৮৪	৪৭	২৩	৮১১	৮৩৯	৭৬	৬১
টাঙ্গাইল বিঃ	১৩	৮৭৪	২৬১	২৫৮	৫৬২৪	৫৫৩৫	৬৩৯	৬৫৮
টাঙ্গাইল	২	১৭৩	৭৮	৯৯	১৩৬৯	১৪৬৮	১৫৩	১৯১
কালীহাতী	৫	২২৬	৬৫	৭৭	২২১০	২১৪৫	১১৯	১৩
গোপালপুর	৬	৪৭৫	১১৮	৮২	২০৪৫	১৯৩২	২৫৭	২৩৭
কিশোরগঞ্জ বিঃ	৩	২৫৪	৬৪৮	৫৯৪	১৭২২	১৭০০	৬৬০	১১১১
কিশোরগঞ্জ	৩	১৬১	৪২০	৪৪৩	২৪৫	১৯৬	৭৯	৬৮
কটিয়াদি	...	১৯	৭১	৪১	২০৬	২২৩	১৮১	১৭৫
বাজিতপুর	...	৭৪	১৫৭	১১০	১২৭১	১২৮১	৪১০	৩৭৮

মুসলমান।

মাইকরস		মোগল		পাঠান		সৈয়দ		সেথ	
পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
৭৭০	৬৭৩	৫৮৭	৫৬৩	১৬২৫২	১৫৩৩৯	৪৩১৭	৩৯৩১	১৩৬২৫১৮	১২৯৯৪৪০
৩৮	৩১	৬১	৫৭	১৮০৯	১৫৩২	৬২৪	৫২৪	৩৫৯৯৮৫	৩৩৫৮৮৮
৯	..	২৬	২৩	৪১৫	২৯৪	২১৭	১৮৪	৯৬৯৬২	৯০০৪৫
...	...	৪	১	২০৯	১৫৪	৭	১	৩৯৮৭৮	৩৭৩১৪
...	...	৭	৮	১১১	৯৩	৮২	৮৮	৬১৫৩০	৫৮৪২৩
...	..	১২	১৫	৬৯৩	৬৮৩	৮৯	৮২	৪৪৪৫৫	৪২৫৩৩
...	...	...	...	২৭৮	২১৬	১৯৫	১৪২	৬৩৫৭২	৫৯৮৭৭
২৯	৩১	১২	১০	১০৩	৯২	৭৪	২৭	৫৩৫৮৮	৪৭৬৯৬
২০	...	৫৭	৪৭	৩২৪৬	২৯৩২	৬৫৮	৫৯৭	১৮০১৮৩	১৬৪৪০৩
...	...	৪১	৩৭	১৩১৮	১১২৭	৩১৪	২৪১	৮৯৯২৯	৮১২২৫
২০	..	৭	১০	১৩৮৬	১২৮০	৩০১	৩১৬	৬৪৩৪৯	৬১১৭৭
...	...	৯	.	৫৪২	৫২৫	৪৩	৪০	২৫৯০৫	২২০০১
১৬৫	২২১	১৯	২৪	১৩৬৯	১৩০৭	৫৩৬	৪৯০	২৬৭৬৬২	২৪৩৪১৯
৪১	৫১	৬	৯	৬৬১	৬২৩	৩৫০	৩৩৭	১১৬৪৫৪	১০১০১১
১২	১০	...	...	৯৯	৭১	৫৭	৪৮	২৯৮০৮	২৭৩৯৬
...	...	১৩	১৫	৫২৬	৫৪০	৬১	৬৩	৬২৭৭৪	৫৯৪০০
১১২	১৬০	.	..	৮৩	৭৩	৬৮	৪২	৫৮৬২৬	৫৫৬১২
...	...	৪৪৪	৪২৫	৯১৭৫	৯০০৩	১৯০৮	১৮২৩	৩১২৬৩৩	৩০৯৪৪০
.	...	১৭৫	১৭৮	৬৭৬৬	৬৬২৯	১২১১	১১৩৫	১৩৫৫০৪	১৩৬৩৯৩
...	...	২৪৪	২২৫	২১৭৫	২১৬৮	৫১৯	৫২৮	৭১৬০৭	৭০১৯৫
...	...	২৫	২২	২৩৪	২০৬	১৭৮	১৬০	১০৫৫২২	১০২৮৫০
১৪৭	৪২১	৬	১০	৬৫৩	৫৬৫	৫৯১	৪৯৭	২৪২০৫৫	২৩৬২৯২
৫৭	৫৩	...		৪২৪	৩৫৬	১৯৩	১৭৩	৯৯৫৪৭	৯৭১৩৬
৩৮০	৩৬৮	...	...	৩৬	৩৭	১০৯	৯৫	৫৮৬১৫	৫৭৩২৮
১০	...	৬	১০	১৯৩	১৭২	২৮৯	২২৯	৮৩৮৯৩	৮১৮২৬

এক সহস্রের নিম্নে যাহাদিগের সংখ্যা

হিন্দু	পুরুষ।	স্ত্রী	হিন্দু।	পুরুষ।	স্ত্রী।
আগরওয়ালা	৬২	১৩	হরি	১৬০	১২১
ঐ জৈন	২৪	১৭	জৈন (জৈন)	৪১	৩
আমট	১	...	ঝোড়া	২	...
বাহেলিয়া	২৯	২৪	কবিরপন্থী	৮৭	৯৯
বাইসবানিয়া	১৫	৫	কালিতা	১	...
ভিটী (চুনারী)	২৭৬	২০২	কলর	৫	৪
বানিয়া	৮	...	কলু	১৭	৩৭
বড়াই	৭	...	কালুয়ার	৭৯	৫২
বেদিয়া	১৩	১৪	কান	৩	৩
বেলদার	৬৯	৭২	কান্দু	৪০৮	৫৫
বেশ্যা	২০	৫৭৭	কাঞ্জর	২২	...
ভাট	২৭	২	কাঁশারী	১১২	১৫০
ভূঞিয়া	২৩	১	কাউর	৩	৫
ভূমিজ	১	...	কাউয়ালী	৪৪	৪৬
অগ্রদানী	৮২	৭০	কেউয়াট	৬২	৬
বর্ণব্রাহ্মণ	১৮২৯	২০১৯	খয়রা	৩	...
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ	১০৮৩	১১১৩	খতিয়া	৮	...
ব্রাহ্ম	৩৫	২৮	খরওয়ার	২৫	...
বারমীজ (বৌদ্ধ)	৫	...	খটিক	২৭	৫
ঢেইন	১২	...	খত্রী	২০	...
চিক	৮	...	খেন	৬	...
চাইনিজ (বৌদ্ধ)	৯	...	কুরি	১	...
ধনুক	১১১	৫	লালবেগী	১	...
দোয়াই	৩৩	২৬	লোহাইত কুড়ী	৪২২	৪২৭
গারেরি	২৮	১০	মঘ	২৯	২২
ঘসি	৩	...	মাহেশ্বরী	৩০	...
শুন্‌রি	১২৪	১	মাল্লা	৫৪৪	৭০
গোঁসাঞি	২	...	মণিপুরী	১৪	১৩
হাজম	১১	...	মারওয়ারী	২১	৬
হালই	২২২	৩৭	ম্যোচ	১	...

তাহাদিগের শ্রেণী ও সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

হিন্দু	পুরুষ	স্ত্রী	মুসলমান।	পুরুষ।	স্ত্রী।
মেথর	২২২	২০৩	আবদন	১৮৩	১৫২
মান্দা	১৯	৬	আফগান	৪	২
মারিয়ারী	১০	১০	আগন্দজী	১৭	৮
মারং	১০	...	আসবক	২৭	২৮
মুশাহার	৪২	২৯	বার্ডা	৬৪	৬৫
নট	৩০৫	২৯০	বেহারা	১৮	...
নেওয়াচ	২	...	বেলদার	৪২	৪৮
নুরী	২	...	ভাট	৪	৪
ওরাত্তন	৩৫	২৭	চৌধুরী	২০	৯
উড়িয়া	৮৯	২৫	দরজী	৩১	২৪
ওস্বয়াল	৩১	...	দেওয়ান	৪	৩
ঐ জৈন	১১৯	৩	ধোবা	১২	...
পার্সি	১৮৯	১২০	ধুনকর	৬	২
পাটুয়া	৩	...	ফকির	২৭৭	২৮৪
পোদ	১	...	গজি	৩	...
রাজওয়ার	১	...	হাজম	১৪৮	১২২
সদ্‌গোপ	২৪৬	২৪৪	কসাই	৯	৩
সাঁখারী	২৯৯	৩১১	কাজি	১৮	৬
সন্ন্যাসী	২৩৫	২৩৪	খন্দকার	১৪৫	১২৭
সাঁতাল	১৩	৬	লালবেগী	১	১
সারাওগী	৮	২	মাহিমাল	১৬	...
শিখ	৪	...	মাল্ল্যা	৩৭৮	৩৩৭
সোনার	৬১	৫	মল্লিক	১৭৫	১৫৯
সোরাহিয়া	২১০	১০	মেথর	৬	৬
সুরাজবংশী	২৯১	১০২	মীর	১৯৮	১৭৪
তাম্বুলী	২১	২৪	মিরধা	১২	৩১
তেলিঙ্গা	১	...	মিরজা	১১	৪
থাবু	১	...	মিঞা	১৬	১৭
তুড়া	৩৭৫	১২	মুচি	১৪	৬
তুরি	২৬	...	নলুয়া	১৯৩	১৭৩
বৈশ্য	১৪৩	২০০	নওমছলিম	৪	...
			নিকারী	২০১	১৮৬
			সুন্নি	২৪৯	২৪৫

পরিশিষ্ট

বয়ক্রম অনুসারে বিবাহিত, অবিবাহিত, বিপত্নীক

				অবিবাহিত।	
বয়স।	জনসংখ্যা।	পুরুষ।	স্ত্রী।	পুরুষ।	স্ত্রী।
মোট—	৩৯১৫০৬৮	২০১৪৮০৫	১৯০০২৬৩	১১০৬০০৮	৭২৪১২১
০—৫	৫৯৮৪৬৬	২৮৭৮৯২	৩১০৫৭৪	২৮৭০৫৮	৩০৮৮৫৪
৫—১০	৬৮০৫৮৬	৩৪১২৪৬	৩৩৯৩৪০	৩৩৮৬৩৭	৩১৯০৫৫
১০—১৫	৪৩০৮৫৫	২৪৪১৮৫	১৮৬৬৭০	২৩৩৬২১	৮০৩৬৬
১৫—২০	৩৬৬৫৯৫	১৭৩২৭৭	১৯৩৩১৮	১৩০৫৯৬	৭১৬৬
২০—৪০	১১৮৯৩৫৭	৬২১০৪০	৫৬৮৩১৭	১০৭৮৫৪	৬৯২৫
৪০—৬০	৪৮১২৪৭	২৬৫২৮৪	২১৬০০৩	৬৭৭০	১১৮০
৬০ হইতে অধিক	১৬৭৯২২	৮১৮৮১	৮৬০৪১	১৪৭২	৩৭৫
মোট হিন্দু	১০৮৮৮৫৭	৫৬৯৩৫২	৫১৯৫০৫	২৯৪৫২৭	১৬১২৮৪
০—৫	১৩৫৫৮০	৬৫৪৩৫	৭০১৪৫	৬৫১৯১	৬৯৫৮১
৫—১০	১৫৪৪১১	৭৭০৭০	৭৭৩৪১	৭৬৪৭৮	৭১৮০৪
১০—১৫	১০৭৪৯০	৬১০৯৬	৪৬৩৯৪	৫৮৫২৯	১৬৪১৬
১৫—২০	৯৮৭২২	৪৮৫৮৯	৫০১৩৩	৩৮৪৮২	১২৭১
২০—৪০	৩৬৪৬৮৩	১৯৭৯৬৪	১৬৬৭১৯	৪৯৯৪৫	১৬৯৫
৪০—৬০	১৬৮৩৫৬	৯১৮৫৯	৭৬৪৯৭	৪৮৭২	৩৪০
৬০ হইতে অধিক	৫৯৬১৫	২৭৩৩৯	৩২২৭৬	১০৩০	১৩৩
মোট মুসলমান	২৭৯৫৫৪৮	১৪২৯৭৬৪	১৩৬৫৭৮৪	৮০২৯৫৯	৫৫৬৩৩৩
০—৫	৪৫৭০২৩	২১৯৫৯০	২৩৭৪৩৩	২১৯০২০	২৩৬৩২৪
৫—১০	৫২০৫১৭	২৬১১৬৮	২৫৯৩৪৯	২৫৯২৯২	২৪৪৭৯৩
১০—১৫	৩২০২২৩	১৮১৪৪৫	১৩৮৭৭৮	১৭৩৬০৬	৬৩০৯৬
১৫—২০	২৬৫২০০	১২৩৬০৩	১৪১৫৯৭	৯১৩৯৮	৫৯১১
২০—৪০	৮১৫৭৩২	৪১৮৬৯৩	৩৮৭০৩৯	৫৭৩৫৫	৫১৪৪
৪০—৬০	৩০৯৬০৪	১৭১৩৫৬	১৩৮২৪৮	১৮৫৭	৮২৫
৬০ হইতে অধিক	১০৭২৪৯	৫৩৯০৯	৫৩৩৪০	৪৩১	২৪০

"ঘ"।

ও বিধবার সংখ্যা প্রদত্ত হইল। .(পৃষ্ঠা।)

বিবাহিত			
পুরুষ	স্ত্রী	বিপত্নীক	বিধবা
৮৫৫৬৯৬	৮৪৭১৩১	৫৩১০১	৩২৯০১১
৮০৪	১৪৬৭	৩০	২৫৩
২৫০২	১৯১৭৩	১৭০	১১১২
১০৩৮৮	১০২৬০২	১৭৬	৩৭০২
৪১৮৬৪	১৭৬৩৯৭	৮১৭	৯৫৫৫
৪৯৩৬৪১	৪৬৫৭০২	১৭৫৪৫	৯৫৬৯০
২৫৮৩৬৭	৭৪৬৪৪	২০১৪৭	১৪০১৫৯
৬৬১৩০	৭১২৬	১৪২৭৯	৭৮৫৪০
২৪৬৯১৩	২১২৮৭১	২৭৯১২	১৪৫৩৫০
২৩৪	৪১৯	১০	১৪৫
৫৩৮	৫০৬৬	৫৪	৪৭১
২৪৯৩	২৮৪৪৬	৭৪	১৪৮৮
৯৭৬৫	৪৪১৬২	৩৪২	৪৭০০
১৪০১৭৭	১১৫২৩৯	৭৮৪২	৪৯৭৮৫
৭৫১৩৯	১৭৯২১	১১৮৪৮	৫৮২৩৬
১৮৫৬৭	১৬১৮	৭৭৪২	৩০৫২৫
৬০১৯৩৪	৬২৭০২২	২৪৮৭১	১৮২৪২৯
৫৫২	১০০৭	১৮	১০২
১৮২৪	১৩৯২৩	৫২	৬৩৩
৭৭৪০	৭৩৪৯২	৯৯	২১৯০
৩১৭৪০	১৩০৯০০	৪৬৫	৪৭৮৬
৩৫১৭৪৪	৩৪৬৩৫৮	৯৫৯৪	৪৫৫৩৭
১৬১৩২০	৫৫৯৬২	৮১৭৯	৮১৪৬১
৪৭০১৪	৫৩৮০	৬৪৬৪	৪৭৭২০

পরিশিষ্ট "ঙ"।

ময়মনসিংহ জেলার কতিপয় গ্রাম্য শব্দ

অ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
অক্কা	এখন	অচ্ছু	ও (সম্বোধন)
অকুটানি	উদ্গার	অদু	ঐ
অক্ত	সময়	অন্দর	ভিতর বাড়ী
অজ্ (বড়)	সকলের (বড়)	অকপাল্যা	ভাগ্যহীন
অস্কন	খসিয়া পড়া	অতগুলাইন	এত গুলি
অত্টি (চাউল)	এতগুলি(চাউল)	অত্লী	এত গুলি
অবুজ	নির্ব্বোধ	অমন্দ	ভাল
অসুজ	অশৌচ	অচম্বিত	আশ্চর্য্য
অজম্	জীর্ণ	অদ্দিন	এতদিন
অনু	ওখানে	অখেনে	অসময়ে

আ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
আবল্লি	দরকার	আতারে পাতারে	এখানে ওখানে
আবাত্তি	অপরিপক্ক	আগারে পাগারে	এখানে ওখানে
আয়াম	সময়	আড্ডি	হাড়
আল্যা	অগ্নিভাণ্ড	আওয়াজ	শব্দ
আইলক্ষা	কাষ্ঠাসন বিশেষ	আরুইল	টিকটিকি

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
আতাপাতা	তাড়াতাড়ি	আংডা	গির, গাইট
আমছাম	সংগ্রহ	আলাদা	পৃথক
আপেচাল	বাজেকথা	আঁৎ	নাড়ীভুড়ী ইত্যাদি
আগন	মলত্যাগ		
আংকা	হঠাৎ	আনিমাছি	অনর্থক বিলম্ব
আরগাজা	অপরিস্কার	আনাগুনা	যাওয়া আসা
আনাইজ	তরকারী	আন্ধাগুন্ধা	অন্ধকার
আচানক	আশ্চর্য্য	আউসি	সৌখিন
আছার	বাঁট	আগুয়ানি	নিকটে আনা
আদানি	হাঁফানি	আওয়াদানি	গোলমাল
আলি	বীজ	আকাল	দুর্ভিক্ষ
আত্তাইল	মাছ ইত্যাদির খাদ	আকাতলি	বগল
আঁইডা	উচ্ছিষ্ট	আদচাম	নির্ব্বুদ্ধিতা
আঁচানি	আহারান্তে মুখ ধৌতকরু	আরি	ঝুড়ি
		আনারি	অজ্ঞ
আবঙ	অপটু	আবাক্কা	বুদ্ধিহীন
আবরা	বোবা	আকন	অঙ্কন
আইনধুনা	চালে যে কাল পদার্থ ঝুলিয়া থাকে	আমলি	তেঁতুল
		আক্কল	বুদ্ধি
		আইগুাল	আবর্জ্জনাদি ফেলিবার স্থান
আবুদুবুদ	ছেলেপেলে		
আজাইর	অবসর	আজগুয়া	অন্ধ
আকল	বুদ্ধি	আঙ্গার খাঁ	(অঙ্গরক্ষা) জামা

ই।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ইডা	ঢিল	ইদ্রুন	এই প্রকার

উ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
উত্তুরা	অকর্ম্মণ্য	উচপিচ	উদ্বেগ
উর	নিকট	উবুরণ	অতিরিক্ত হওয়া
উসারা	বারেন্দা	উদাম	আবরণ শূন্য
উজর	আপত্তি	উৎলানি	উছলিয়া উঠা
উজার	জনশূন্য স্থান	উদ্রাম	জানিয়া না জানার ভাণ করা
উলুঙ্গা, উর্দ্দুঙ্গা	যাহাদের কার্য্যে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।	উষ্টা	পদাঘাত
		উক্কা	হুঁকা
উঙ্গানি	নিদ্রাবশে ঝুমান	উচ্ছিসটাল	আস্তকুড়
উভ্দা	উল্টা	উগার	মাচাঙ্গ
উপ্	উৎসাহ	উঁষ	শিশির
উজুর	দিক	উর	গাভীর বাঁট
উলানি	লেলিয়ে দেওয়া	উন্দা	নত
উকুরা	হুড়কা	উম	তাপ
উমশিলা	গরম	উলটিত	ঘরের নীচে বৃষ্টি পড়ার স্থান
উমুন্নিয়া	অত্যন্ত		
উনানি	গলিয়া যাওয়া	উডান	আঙ্গিনা

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
উক	ইক্ষু	উরাৎ	উরু
উডন	উঠা		

ও।

শব্দ	অর্থ
ওযালা	পরের গৃহে থাকা

এ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
এঙলানি	অবজ্ঞা করা	এমনে	এই প্রকারে
এলা ...	..	...	এখন

ক।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
কাইজ্যা	বিবাদ	কাড়া	মোট দড়ি
কাওড়া	আড়াআড়ি ভাবে জিনিসের অবস্থান	কামাই	রোজগার
		কোয়ারা	সোহাগ
করুল	ডোগা	কেওয়ার	কবাট
কুটনা	যে একজনের দোষ অন্যের কাছে লাগায়	কুব	অস্ত্রের ঘাত
		কাইত	এক পার্শ্বে হেলান
		কাবু	কায়দা
কড়া	ছোট কল	কুঁরা	সূক্ষ্ম অংশ (ছনের কুঁরা)
কুদাম	ধমক দেওয়া		
কোয়াল	চুয়াল, বিবাদ	কাচ্‌লা	বড় পাতিল

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
কাহিল	পীড়িত	কিস্মত	বল
কিচ্ছা	প্রস্তাব	কমিল	অসৎ
কেরেঙ্কাল	বিবাদ	কিমা	আঁটা, কষা
কান্দা	কিনারা	কাউছালি	কষ্টজনক ভাব
কেরে	কেন	কালকুয়া	কল্য
কেরাই	পরিহাস	কচলাইয়া	হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া
কেনা	ছোট		
কোঁপা	পোতা	কর্দ্দনি	কোমরবন্ধ
কাচ্‌লি	ছোট		

খ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
খলল	ক্ষতি করা	খোমার	রাগ
খিজ্‌রাণি	মাটী খুজিয়া তালাস করা	খোয়া	শিশির
		খুঁৎ	হীনতা
খামাকা	অনর্থক	খুয়া	পাটের অংশ
খিচকান	বিবাদ	খিটকাল	বিবাদ
খলকন	উছলিয়া পড়া	খেট খেটিয়া	বিবাদপরায়ণ
খাই	গভীরতা	খাঙ্গে	খাটে
খোড়ল	গর্ত্ত	খেজালও	দুঃখ
খুবুলি	ছিদ্র	খারনি	দাঁড়ান
খুম	নূতন শাখা	খেরাকি	জানালা

গ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
গঞ্জাগঞ্জি	ঘন	গিলাপ	আলোয়ান
গাবর	অসভ্য	গর্‌মা	অসার, মধ্যম
গাথা	গর্ত্ত	গাইল	উদ্‌খল
গুসা	রাগ	গর্দ্দি	চূর্ণ
গইটা	শুষ্ক গোবর	গর্‌দা	অবশিষ্ট খারাপ জিনিস
গাঙ্গ	নদী		
গিদব	অপরিষ্কার	গাট্রি	গাঁঠুরি
গৈরত	ধ্বংশ	গুইল	গোসাপ
গুত মুড়িয়া	মোটা	গঁইচ	শাল
গলিজ	অপরিষ্কার	গয়না	গহনা
গোটা	বীজ	গোয়াল	গোগ
গরিয়া	অকর্ম্মণ্য	গুড়ি	মূল
গর্‌দনা	ঘাড়	গোয়াইল	গোশালা
গিরিম্বারী	জাঁকজমক	গুনরি	পথ

ঘ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ঘসি	শুষ্ক গোবর	ঘণ্টা	পায়ের গোড়ালি
ঘারুয়া	অবাধ্য	ঘাবরাণি	ভয়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হওয়া
ঘিরাট	আবরণ		
ঘেঘানি	গুঁ গুঁ শব্দ করা		

চ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
চাঙ্গারি	চাঙ্গ	চশ্‌ম	লজ্জা
চিলতা	অপ্রশস্ত খণ্ড	চিক্‌টামি	বাচালতা
চান্নি	জ্যোৎস্না	চিল্লানি	চীৎকার করা
চুককা	টক	চুখল	তুষ
চেনা	গোমূত্র	চাবানি	চর্ব্বণ করা
চুপড়া	চুপড়ী	চুবানি	জলে ডুবান
চাপা	চুয়াল	চুপাকরা	বাদানুবাদ করা
চোখা	তীক্ষ্ণ	চাইন	চিল
চাক্কা	ডিন	চেগানি	ঠকান

ছ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ছিনাল	অসৎ	ছোঁচা	ধূর্ত্ত
ছুতিয়াইল	আঁস্তাকুড়	ছেড়া	মেয়ে
ছেকাইট ছিয়া	উদখলে জিনিস চূর্ণ করিবার জন্য লম্বা কাষ্ঠ খণ্ড	ছেউরা	অনাথ
		ছেদা	ছিদ্র
		ছেপ	থুথু
ছিনাই	ঝিনুক	ছেরাবেরা	শৃঙ্খলাশূণ্যতা
ছাবা	চর্ব্বিত দ্রব্য	ছিদ্দত	দুর্দ্দশা
ছাব্‌রা	লোভী	ছাও	ছানা
ছেঁওয়া	ছায়া	ছিঁক	মৃৎপাত্রের ভঙ্গখণ্ড

জ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
জিলকী	বিদ্যুৎ	জিঙ্গলা	কঞ্চি
জিলা	চাকচিক্য	জিরান	বিশ্রাম
জবর	অত্যন্ত	জুত্তপুত্ত	চুপচাপ
জাঙ্গাল	উচ্চ আলি (জল আটকাইবার জন্য)	জিঞ্জিল	শিকল
		জুয়ান	বলবান
জাণ্ডা	খুঁটী	জঙ্কার	মরীচা
জেঁতা	জীবিত	জিম্মারিয়া	চুপ করিয়া
জুখ	মাপ	জাবরাস	অবগাহন
জোঁক	জলৌকা	জেরে	পরে
জালা	ধানের চারা	জামি	মাড়ী
জুইত	সুবিধা	জির	কেচুয়া

ঝ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ঝাপ	দোয়ার	ঝাইল	পেটেরা

ট।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
টান	উচ্চ, তরী	টাইল	ধান্য রাখিবার ডুল বিশেষ
টোপা	মাটির ঘট	টুণ্ডা	বক্র
টেডন	চতুর	টুকানি	আহরণ
টাঙ্গানি	ঝুলানি		

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
তারটেন্	তাহার কাছে	টিলা	উচা জায়গা
টিস্কন	টিকিয়া থাকা		

ঠ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ঠাওব	বুঝিতে পারা	ঠাডা	ব্রজপাত
ঠিসি	বিদ্রূপ	ঠেঁডী(কাপড়)	অপ্রশস্ত
ঠুনি	কাঠের পালা	ঠেমানি	গুছাইয়া রাখা
ঠুলি	মাটীর ঘট	ঠুঁই	গরুর মুখাবরণ

ড।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ডাবা	হুকা	ডাবুয়া	অঞ্জলি
ডুমা	নেকড়া	ডর	ভয়
ডলক	বৃষ্টি	ডিবা	গুঁতা
ডেকা	পুং গো বৎস	ডিলকি	হঠাৎ উপরের দিবে উঠা
ডেরা	কুঁড়ে ঘর		
ডাঙ্গব	বড়	ডেঙ্গা	ডাঁটা
ডাট	শক্ত	ডেগুড়া	কুড়ে ঘর

ঢ।

শব্দ	অর্থ
ঢক ‥ …	আকৃতি

ত।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
তিনচ আলগা	নিমিষ মধ্যে	তেবেণ্ডা	যে সহজে কোন উপদেশের বাধ্য হয় না
তাগা	সূতা	তেবাল্লিয়া	
তকানি	আস্তে আস্তে বলা কিম্বা কোন জিনিষ অন্বেষণ করা	তেনা	নেকড়া
		তেবিবেড়ি	বাড়াবাড়
		তালি	জড়া
তব্ধা	শব্দ রহিত	তাযান	সংখ্যা

থ।

থেত্রাবেরা	অসমান	থুবাণ	একত্র করা
থাকাথুকি করা	ঘাবরাইয়া যাওয়া	থুতা	ঠুঁটের নিম্ন ভাগ
থাথাবাবি	দমক	থেকান	আছাড়
থরবইয়া	চমকিত হওয়া	থেতা	তুলনা
থাউন	মাথায় জাতা দিয়া ধরা		

দ।

দলা	একত্র	দাওয়াল	মজুর
দরন্	দোয়ার, যাহার দ্বারা দোয়ার বন্ধ করা হয়	দমালি	গোলমাল
		দূনা	কেঁদে
দেড়িয়া	অসমান	দন্ (দ্বন্দ্ব)	বিবাদ
দামলানি	হস্তপদাদি বিক্ষেপ	দিরঙ্গ	দেড়ি

ধ।

ধাইর	ঘরের ভিট	ধুরকুলা	বিকৃতবর্ণ বিশিষ্ট
ধুরমসা	বর্ণ বিকৃতি	ধুন্দা	কালা

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ধুকুকা	ধাঁধাঁ	ধুন	দিশা
ধুরা	ধান্যাদি হইতে যে সমস্ত অন্তঃসার শূন্য ধান বাহির হয়		

ন।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
নাড়া মুড়া	পত্রাদি শূন্য	নিকৃটানি	হাস্যকরা (খারাপ ভাবে)
নাগ্‌রালি	দিগ বিদিগ শূন্যতা		
নিমিজিমি	অস্পষ্ট	নকলানি	ঠাট্টাকরা
		নিহুতি	নিঃশব্দ

প।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
পলন	টুক্‌রা টুকরা করিয়া কাটা	পুক্তা	পূর্ণাঙ্গ বিশিষ্ট
		পাঁথী	গো বন্ধনের দড়ি
পুম্	উর্ব্বরা	পাই	দিক
পিঁড়া	সিঁড়ী	পনা	ছোট মৎস্য
পুঁথী	নূতন শাখা	পাস	বিস্তার
পুঁরী	বালিকা	পাঁড়	গুঁতা দেওয়া
পতাবর	প্রভাতের পূর্ব্ব সময়	পিছলামী	ভাঁড়ামী
		পাট	আসন
পশর	আলোক	পল্লা	নর্দ্দামা
পাঙ্গে	সন্দেহ করে	পুরিন্দা	পুটলা
পুলা	ছেলে	পিল্যা	ঈর্ষাপরায়ণ

ফ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ফিসুন্ন্যা	হিংস্রুক	ফেদা	ময়লা
ফেলফেলিয়া	পাতলা	ফস্কিয়া	পিছলাইয়া

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ফাল	লম্ফ	ফলসী	আমের শুষ্ক টুকরা
ফাঁর	প্রস্থ	ফুইট	ফোঁড়া
ফইজ্যাত	অপদস্ত		

ব।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
বাউল্লিয়া	ঘরবাড়ী শূন্য	বউল	মুকুল
বাইত্	বমি	বন্দ	মাঠ
বাদল	ঘন ঘন বৃষ্টি	বেয়াঁরা	অবাধ্য
বিচুন	পাখা (হাত পাখা)	বকা	গালি
বিছুন	বীজ	বেম্রাণি	হম্বা হম্বা রব করা
বাইস (পনাবাইস)	দল	বকন	গালি দেওয়া
		বেওয়া	বেঠিক
বিকটানি	বিকৃতভাবে কিছু করা	বিতিগিচ্ছা	অপরিষ্কার
		বাউতি	ঘুরাফিরা
বিকজানি	বিকৃতভাবে কিছু দেখান	বুচ্কী	কাপড়ের গাঁঠরি
		বিয়ালে	বৈকালে
বরাদ্দ	আন্দাজ	বিয়ানে	প্রাতঃকালে
বুনি	স্তন	বুগল	নিকট
বানানি	তৈয়ার করা	বড়ই	কুল
বারাত	নিকট	বেবাক	সমস্ত, সকল
বিচরা	পালান, ক্ষেত		

ভ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ভেংচি	মুখ বিকৃতি	ভেদা	পদাঘাত
ভাদাম্যা	যে কাজকর্ম্ম করে না	ভোগাছানি	ক্ষুধার শেষ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ভুত্যামারা	খুব বড়	ভেড়াইল	কদলী বৃক্ষের শাঁস
ভাইল	ছলনা	ভোগা	ফাঁকি

ম।

মুজি	ছোট কাঁঠাল	মজাক	ঠাটা
মগরা	অবাধ্য	মুস্তামি	আব্দার
মাস্কারাম	ঠাট্টা	মলখা	খই ভাজিবার পর যে তুষ বাহির হয়
মাজু	দুর্ব্বল		
মুদ্দা	মূল কথা	মুচামুচ্যা	অন্নের জন্য খাট
মুচকা	মুচরান	মাইচ্ছা	কেদাবা
মেলা	অনেক		

য।

যঙ্কা	যখন	যুলুঙ্গা	পিঁজরা
যাউ	ক্ষুদান্ন		

র।

রুক্	দিক্	রেজেলা	অবাধ্য
রুডা	রস শূন্য	রাকসা	অতিরিক্ত (ভোজী)

ল।

লুদ	কাদা	লেকল্যেক্যা	হালকা
লেদাভূষা	উদাসীন (কাযে)	লেবরা	অকর্ম্মণ্য
লবেজান	দুর্ব্বল	লেরবেরা	অকর্ম্মণ্য
লগে	সঙ্গে	লাকান	ন্যায়
লুফুন্দরা	অকর্ম্মণ্য	লেডা কাঁটাল	রসাল

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
লুঙ্গা	অবশ	লুডা	ঘটি
লেঙ্গা	দুর্ব্বল	লিখন	চিঠি, পত্র

শ, স, ষ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
সাঁকু	পুল	সুদার্থ	সরল
সাছুন	সম্মার্জ্জনী	সবরে	সকালে
শঁকরা	অন্ন উচ্ছিষ্ট	শুটকি	শুকনা মাছ
সিমুটন	সামলালি	সিদল	শুকনা মাছ

হ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
হুঙ্গন	আঘ্রাণ লওয়া	হাটকালা	কালা
হুঙ্গা	হুল	হিলানি	ভরা
হুরণ	ঝাঁটা দিয়া পরিস্কার করা	হালিয়া	শলাকা
		হাদন	অনুরোধ কৃ
হিঙ্গাইল	নাকের জল	হমকে	সম্মুখে
হেইদুক্কা	সেই দিন	হইবালা	তখন
হইলা	দুরন্ত করা	হগলে	এইমাত্র
হপায়	মোটে	হব্রিয়াম্	পেয়ারা
হয়রা	আলস্য পরায়ণ		

পরিশিষ্ট

এণ্ট্রেন্স স্কুল গুলির নাম, স্থাপনের সময়,

	স্কুলের নাম	স্থাপনের সময়	ছাত্র সংখ্যা
	গবর্ণমেণ্ট স্কুল		
১।	ময়মনসিংহ জেলা স্কুল	১৮৫৩	৩১১
২।	আলেকজাণ্ডার বালিকা স্কুল, ময়মনসিংহ	...	১০৮
	সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল		
৩।	জামালপুর ডনো হাই স্কুল	১৮৮২	২২৩
৪।	কিশোরগঞ্জ হাই স্কুল	১৮৮২	৩৬৯
৫।	সেরপুর ভিক্টোরিয়া একাডেমি	১৮৮৭	২৭৭
৬।	নেত্রকোণা দত্ত হাই স্কুল	১৮৮৯	৪১৫
৭।	বাজিতপুর হাই স্কুল	১৮৯০	২০৩
৮।	পিংনা হাই স্কুল	১৮৯৬	২৩০
	অপ্রাপ্ত সাহায্য		
৯।	সিটি স্কুল, ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ	১৮৮৩	৬০৯
১০।	মৃত্যুঞ্জয় স্কুল, ময়মনসিংহ	১৯০১	২৫৪
১১।	এডওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসন, ময়মনসিংহ	১৯০৩	১৮৮
১২।	ধলা হাই স্কুল	১৮৯৩	২৭০
১৩।	মুক্তাগাছা রামকিশোর স্কুল	...	২৭৫
১৪।	রাম গোপালপুর স্কুল	১৮৯০	২০০
১৫।	সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল	১৮৭০	২৫২
১৬।	টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী স্কুল	১৮৮০	৪৬৯
১৭।	নাগরপুর হাই স্কুল	...	২২৩
১৮।	করটিয়া হাই স্কুল	১৯০০	২১৯
১৯।	সুবর্ণখালি শশীমুখী হাই স্কুল	১৯০০	১৮৯
২০।	গফরগাঁও হাই স্কুল	১৯০৭	...
	জাতীয় বিদ্যালয়		
২১।	ময়মনসিংহ নেসন্যাল স্কুল	১৯০৬	...
২২।	কিশোরগঞ্জ হরিমোহন জাতীয় বিদ্যালয়	১৯০৬	...

"চ"।

ছাত্র সংখ্যা ও আয়। (৫৪ পৃষ্ঠা)।

সরকারী সাহায্য	ছাত্র বেতন	বিবিধ আয়	মোট আয়।
৪১৭২৲	৭২২৮৲	...	১১৪০০৲
২৩৮৩৲	২৯৬৲	৭২+১৭৫৲	২৯২৬৲
৩৯২৲	৩৮০৫৲	৬৪৫৲	৪৮৪২৲
৪১২৲	৫৮৭২৲	২৯৲	৬৩১৩৲
৪১৯৲	৩৪৯৪৲	৪১৯৲	৪৩৩২৲
৩৫৭৲	৬৭৯০৲	...	৭১৪৭৲
১৪৬৲	৩০৬৫৲	৩৫৩৲	৩৫৬৪৲
২১৩৲	২২৬৬৲	১০২৯৲	৩৫০৮৲
...	৮৩৭৫৲	৬২৯৲	৯০০৪৲
...	৩৩৬০৲	...	৩৩৬০৲
...	২৫৭৭৲	১৮৫৲	২৭৬২৲
...	৪০১৪৲	৪৩৬৲	৪৪৫০৲
..	২৯০৫৲	১০৯৮৲	৪০০৩৲
...	৫৭০৲	২৩৮১৲	২৯৫১৲
...	২৯৫৩৲	২৬০৮৲	৫৫৬১৲
...	৬৫১০৲	...	৬৫১০৲
...	২৫১৪৲	৭০০৲	৩২১৪৲
...	১৫৮৮৲	২৫৪৯৲	৪১৩৭৲
...	১৮৫৮৲	১৮২১৲	৩৬৭৯৲

পরিশিষ্ট

থানা ওয়ারি শিক্ষিত অশিক্ষিতের

এলাকা	মোট	হিন্দু		মুসলমান	
	লেখাপড়া জানে	লেখাপডা জানে		লেখাপড়া জানে	
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	১৪৬৩৮৬	৯২৪৭২	৫২৮১	৪৬৫৭১	১৩৭১
সদর বিভাগ	৩৪২০৭	১০৯৬০	১৫৪০	১১০১৫	৩৩৯
নসিরাবাদ	১৪৫৮৭	৯৩২৮	৮৮৪	৪০৩৬	১৪৮
ফুলবাড়ীয়া	২৫৪৭	১১২৫	৬৮	১১৩৩	২১
গফরগাঁও	৫১২২	২৬১৫	২২০	২১২৫	৫৬
নান্দাইল	৩০০৫	১৯১৪	৯৮	৯৪৮	৪৫
ঈশ্বরগঞ্জ	৫৪৮৭	৩৫৬৭	২১৪	১৬৬১	৪৪
ফুলপুর	৩৪৫৯	২৩১১	৭৬	৯২১	২৫
নেত্রকোণা বিভাগ	১৮৭৯৭	১৩৫৬১	৪৯৫	৪৫২৫	১১০
নেত্রকোণা	৯৬৬৩	৬৯৯১	২১০	২৩৯২	৬৯
কেন্দুয়া	৫৩৮৪	৩৬৩৭	১৯১	১৫৩৪	১২
দুর্গাপুর	৩৭৫০	২৯৩৩	৯৪	৫৯৯	১৯
জামালপুর বিভাগ	২০১৮০	১০১৬৪	৫১১	৮৯৯১	২৮৮
জামালপুর	১০৩৫০	৪৬৫২	৩৪০	৫০৫৩	২৩৮
নালিতা বাড়ী	২১২৩	১২২৬	২	৮৮৬	৭
দেওয়ান গঞ্জ	৩০৭৬	১৮০৯	·	১১৭৭	১২
সেরপুর	৪৬৩১	২৪৭৭	১৬৯	১৮৭৫	৩১
টাঙ্গাইল বিভাগ	৪৫১৫৩	২৮১৯৯	১৮৪১	১৪৮৩৩	৩৭১
টাঙ্গাইল	২২৪৯৬	১৫০২৬	১১৪০	৬২১৪	১০৯
কালিহাতী	১০৭১৭	৭১৭২	৪৪০	২৯৯৮	১০৬
গোপালপুর	১২০৪০	৬০০১	২৬১	৫৬২১	১৫৬
কিশোরগঞ্জ বিভাগ	২৭৯৪৯	১৯৫৮৮	৮৯৫	৭১৮৮	২৬৩
কিশোরগঞ্জ	১১৮৩১	৮৩৪৩	৪৭০	২৮৫৮	১৫৪
কটিহাদী	৫৫৩৪	৪০৩২	২৭১	১১৭৪	৫৭
বাজিতপুর	১০৫৮৪	৭২১৩	১৫৪	৩১৫৬	৫২

"ছ"।

সংখ্যা। (৫৭ পৃষ্ঠা)।

প্রেতোপাসক লেখাপড়া জানে		শতকরা কতজন লেখাপড়া জানে			ইংরেজী জানে
পুরুষ	স্ত্রী	হিন্দু	মুসলমান	প্রেতোপাসক	
৯৪	১৪	৯·	১·৭	০·৮	১০৩৬৫
৬২	...		...		৩৩২১
...	...	১৪·৫	২·২	...	২৫৪৭
১০	...	৪·৪	১·৬	০·৬	১১৭
...	.	৭·১	১·৯	..	২০৩
...	...	৭·৯	১·১	...	৮৬
.	..	১০·৯	১·৪	...	২৭৫
৫২	১৪	৫·০	০·৯	০·৫	৯৩
২৪		...	...	...	৯৩৮
১	...	৭·৭	১·৪	০·৩	৬১৮
...	...	৬·৫	১·২	...	২১৬
২৩	...	৫·৫	১·২	০·৩	১২৪
৬	...	...	...	...	১০১৮
৩	...	১১·২	২·২	৭·০	৫৭২
২	...	৩·২	১·৫	০·১	৫১
...	...	১১·২	·৯	...	৪৪
১	...	৯·৪	১·৬	০·১	৩৫১
২	...	...	...	...	৩৪৭৯
...	...	১০·১	২·১	...	২২৯৪
১	...	১১·৩	১·৯	০·৩	৪৮৫
১	.	১১·৮	২·৬	০·৪	৭০০
...	...	..	..	...	১৫৮৯
.	...	৯·২	১·৪	...	৭১৯
...	...	১১·৯	১·০	...	২৮০
.	.	৭·৭	১·৯	...	৫৯০

পরিশিষ্ট "জ"।

জেলা বোর্ডের অধীন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাস্তাগুলির নাম ও স্থানের দূরত্ব। (১১২ পৃষ্ঠা)।

ময়মনসিংহ	হইতে	সুবর্ণখালী	৪৪½	মাইল
ময়মনসিংহ	"	টোক	৪২	"
ময়মনসিংহ	"	ঈশ্বরগঞ্জ	১৩	"
শ্যামগঞ্জ	"	ফাড়ংপাড়া	৩৫	"
ময়মনসিংহ	"	ফুলবাড়ীয়া	১৩	"
ময়মনসিংহ	"	জামালপুর	৩১½	"
জামালপুর	"	সুবর্ণখালী	৩১	"
জামালপুর	"	নালিতাবাড়ী	২২	"
পিয়ারপুর	"	সেরপুর	১৬	"
হোসেনপুর	"	কাটিহাদী (কিশোরগঞ্জ হইয়া)	২৫	"
মধুপুর	"	টাঙ্গাইল	২৮½	"
ময়মনসিংহ	"	নেত্রকণা	২৪	"
মির্জ্জাপুর	"	দিলালপুর	২৬	"
ঈশ্বরগঞ্জ	"	কেন্দুয়া	১৬	"
জামালপুর	"	দেওয়ানগঞ্জ	২২	"
নেত্রকোণা	"	মোহনগঞ্জ (বারহাট্টা হইয়া)	১৬½	"
শম্ভুগঞ্জ	"	(ফুলপুর হইয়া) হালুয়াঘাট	২৭	"
ফুলবাড়ীয়া	"	কালীহাতী	২৬	"
বারুহাট	"	ডালু	৫	"
সুবর্ণখালী	"	এলেঙ্গা	১৮	"

দেওপাড়া	হইতে	টাঙ্গাইল	১৪ মাইল
আতুলিয়া	”	কিশোরগঞ্জ	২০ ”
শ্যামগঞ্জ	”	রামগোপালপুর	৯ ”
কিশোরগঞ্জ	”	করিমগঞ্জ	৬½ ”
হোসেনপুর	”	নান্দাইল	১২ ”
হোসেনপুর	”	কালিয়াচাপড়া	৮½ ”
নেত্রকোণা	”	কেন্দুয়া	১৮½ ”
নেত্রকোণা	”	ঘাগড়া (ইলাসপর হইয়া)	১৬½ ”
বালিপাড়া	”	নান্দাইল	১২ ”
ঠাকুরাণী দীঘি	”	তেলীগাতি	২২ ”
গফরগাঁও	”	গুপ্তবৃন্দাবন	২০ ”
ময়মনসিংহ	”	পোড়াবাড়ী	১৮ ”
টাঙ্গাইল	”	করটীয়া	৫ ”
দুর্গাপুর	”	নাজিরপুর	৭½ ”
জামালপুর	”	মাদারগঞ্জ	১৭ ”
কালীবাজার	”	বৈলর	৪ ”
নান্দাইল	”	আঠারবাড়ী	৪½ ”
নালিতাবাড়ী	”	ডালু	৮ ”
টাঙ্গাইল	”	নাগরপুর	১৩ ”
কালীবাজার	”	ঈশ্বরগঞ্জ	১১ ”
পোগলদীঘি	”	জগন্নাথগঞ্জ	২½ ”
টাঙ্গাইল	”	পোড়াবাড়ী ষ্টেশন	৭ ”
সেরপুর	”	মহেন্দ্রগঞ্জ	২৩½ ”
সেরপুর	”	থারুহাট	১১ ”

বেগুনবাড়ী	,,	মুক্তাগাছা	৪	মাইল
বিলাপাড়া	,,	শিবগঞ্জ	৯	,,
ভরাদিয়া	,,	ভৈরব	১৮	,,
টাঙ্গাইল	,,	জামুর্কী (দেলদুয়ার হইয়া)	১২	,,
ঈশ্বরগঞ্জ	,,	ঝালুয়া	১০	,,
নান্দাইল	,,	ধোবাগাতি	৪	,,
গোপালপুর	,,	ঘাটাইল	৫	,,
অষ্টগ্রাম	,,	ষ্টিমার ষ্টেশন	৩½	,,
বাউসিবাঙ্গালী	,,	চাঁড়ালজানি	১৬	,,
কেন্দুয়া	,,	বাদলা	১৩	,,
চর ঈশ্বরদিয়া	,,	ফুলপুর	১০	,,
আঠারবাড়ী	,,	সাইতপুর	৪½	,,
কেন্দুয়া	,,	গোগ	২½	,,
কাওরাইদ	,,	টোক	১৩	,,
ধলা	,,	কাশিগঞ্জ	৮	,,
জামুর্কী	,,	গড়ই	১১½	,,
তারাকান্দা	,,	কোকাইল	৮	,,
পিয়ারপুর	,,	কাশিগঞ্জ	৮½	,,
নাগরপুর	,,	বিনানই	৪½	,,
মশাখালি	,,	দত্তেরবাজার	৬½	,,
বেগুনবাড়ী	,,	বাহাদুরপুর	৯	,,

লোকেল বোর্ড সমূহের অধীন রাস্তার পরিমাণ।

	সড়ক (Road)	পথ (Track)	মোট
সদর লোকেল বোর্ডের অধীন	২২২ মাইল	৩০ মাইল	২৫২ মাইল
জামালপুর ,, ,,	২৩৮ ,,	২৯৮ ,,	৫৩৬ ,,
কিশোরগঞ্জ ,, ,,	২৮৯ ,,	৬১ ,,	৩৫০ ,,
টাঙ্গাইল ,, ,,	১৯৬ ,,	১৩৭ ,,	৩৩৩ ,,
নেত্রকোণা ,, ,,	১৭০ ,,	৪২ ,,	২১২ ,,
	১১১৫ ,,	৫৬৮ ,,	১৬৮৩ ,,

পরিশিষ্ট "ঝ"।

এই জেলার সদর ষ্টেসন হইতে পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহের সদর ষ্টেসনে হাঁটিয়া যাইবার পথ ও তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। (১১৩ পৃষ্ঠা)।

ময়মনসিংহ হইতে বগুড়া।

১। বেগমবাড়ী (ময়মনসিংহ) ৭ মাইল। সুতী নদীর পার অবস্থিত। বর্ষা কালে খেয়া থাকে, অন্য সময় হাঁটিয়া পার হইতে হয়।

২। পিয়ারপুর (ময়মনসিংহ) ১৮ মাইল। ব্রহ্মপুত্র তীরে।

৩। ভবানীগঞ্জ ঐ ২৯ " ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের নিকট।

৪। জামালপুর ঐ ৩৬ " মহকুমা।

৫। ব্রাহ্মণপুরা ঐ ৪৫½ " চাতল নদীর তীরে অবস্থিত। ঝিণাই নদী পার হইতে হয়, বর্ষায় খেয়া; অন্যান্য সময় হাঁটিয়া।

৬। মাদারগঞ্জ (ময়মনসিংহ) ৫৫½ মাইল। দাওকোবা নদীর তীরে অবস্থিত। চাতল নদী হাঁটিয়া পার হইতে হয়। বর্ষায় খেয়া থাকে। পুলিস ষ্টেসন।

১। সরাই কান্দি (বগুড়া) ৬৪½ মাইল। বেঙ্গালী নদীর তীরে। দাওকোবা (যমুনা) খেয়া নৌকায় পার হইতে হয়। রাস্তা বর্ষা কালে বড়ই দুর্গম হয়।

২। বগুড়া ঐ ৭৭½ মাইল। প্রথমে বেঙ্গালী, ২ মাইলে, সুকদা, ৫ মাইলে ইচ্ছামতী ও শেষ করতোয়া নদী

পার হইতে হয়। করতোয়ায় খেয়া আছে। অন্যান্য গুলিতে বর্ষা কালে খেয়া থাকে।

ময়মনসিংহ হইতে রঙ্গপুর।

১। বেগমবাড়ী
২। পিয়ারপুর
৩। ভবানীগঞ্জ
৪। জামালপুর
} ময়মনসিংহ ৩৬ মাইল। উপরে দ্রষ্টব্য।

৫। পলসা ঐ ৪০ " ঝিণাই নদীর তীরে। বর্ষায় খেয়া থাকে।

৬। ইসলামপুর ঐ ৫২ " বর্ষায় রাস্তা দুর্গম হয়।

৭। দেওয়ানগঞ্জ ঐ ৬০ " নালা ও খালে বাঁশের পুল। পুলিশ ষ্টেসন।

৮। বাহাদুরাবাদ ঐ ৬৬ " ব্রহ্মপুত্রের তীরে। বর্ষায় রাস্তা দুর্গম হয়।

১। ভবানীগঞ্জ (রঙ্গপুর) ৭৪ " গুজারী নদীর বাম তীরে। ব্রহ্মপুত্র খেয়া নৌকায় বা ষ্টিমারে পার হইতে হয়।

২। দরিয়াপুর (রঙ্গপুর) ৮৩ মাইল মনাস নদীর তীরে।

৩। কাটগরা ঐ ৯৬ " ঘাটকনদীর নিকট।

৪। আলিকরি ঐ ১০৭ " বর্ষা ব্যতীত অন্যান্য সময় জলাভাব।

৫। রঙ্গপুর ঐ ১১৮ "

ময়মনসিংহ হইতে শ্রীহট্ট।

১। শ্যামগঞ্জ (ময়মনসিংহ) ১৪ মাইল শম্ভুগঞ্জের খেয়ায় ব্রহ্মপুত্র পার হইতে হয়।

২। নেত্রকোণা (ময়মনসিংহ) ২৪ মাইল মহকুমা।
৩। বারহাট্টা ঐ ৩২ „ খেয়া আছে। পুলিস ষ্টেসন।
৪। মোহনগঞ্জ ঐ ৩৯ „ কংশ নদীর তীরে অবস্থিত।
৫। তেলীগাঁও ঐ ৫২ „ বর্ষায় জলমগ্ন হয়।
১। বিশারপাশা (শ্রীহট্ট) ৬২ „ সোমেশ্বরী নদীর অপর পারে।
২। লামাগাও ঐ ৭৪ „ তাহিবপুরের নিকট পাটনাই নদী পার হইতে হয়। খেয়া আছে।
৩। শ্রীপুর (শ্রীহট্ট) ৮১ মাইল পাটনাই নদীর তীরে।
৪। মোল্লাপাড়া ঐ ৯৫ „ ঔষধালয় আছে। জঙ্গলাকীর্ণ স্থান।
৫। সোনামগঞ্জ ঐ ১০৬ „ মহকুমা। সুর্ম্মা নদীর তীরে।
৬। তুয়ারা বাজার ঐ ১১৫ „ সুর্ম্মা নদীর নিকট।
৭। ছাতক ঐ ১২৩ „ পুলিস ষ্টেসন।
৮। গোবিন্দগঞ্জ ঐ ১৩৮ „ ঔষধালয় আছে।
৯। শ্রীহট্ট ঐ ১৫০ „ ৩য় মাইলে লামাকাজি ও সন্নিকটে সুর্ম্মা নদী পার হইতে হয়।

ময়মনসিংহ হইতে টুরা পাহাড়।

১। বেগমবাড়ী (ময়মনসিংহ) ৭ মাইল।
২। পিয়ারপুর ঐ ১৮ „
৩। চন্দ্রকোণা ঐ ২৩ „ ব্রহ্মপুত্র খেয়া নৌকায় পার হইতে হয়।
৪। সেরপুর ঐ ৩৩ „ চৌকি।

৫। নালিতাবাড়ী (ময়মনসিংহ) ৪৪ „ ৩ মাইলে মালিঝি ও ৮ মাইলে সলং নদী পার হইতে হয়। বর্ষায় খেয়া থাকে।

৬। ডালু (গারহিল) ৫২ „ বৃহৎ বাজার। খাল ও নালাতে পুল নাই।

১। কিরারা ঐ ৭০ „ খাল ও নালায় বর্ষা কালেও খেয়া থাকে না।

২। টুরা ঐ ৮৮ „

ময়মনসিংহ হইতে ঢাকা।

১। কালীবাজার (ময়মনসিংহ) ১০ মাইল। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পার। রেল ষ্টেসন।

২। বালিপাড়া ঐ ২০ „ ঐ দক্ষিণ পার।

৩। গফরগাঁও ঐ ২৮ „ ঐ ঐ ঐ

৪। দত্তের বাজার ঐ ৩৮ „ ব্রহ্মপুত্র ও বানারের সঙ্গম স্থলে।

১। টোক (ঢাকা) ৪৩ „ ঐ ঐ

২। সাগরদি ঐ ৪৭ „ ব্রহ্মপুত্র তীরে।

৩। গরবাড়ীয়া ঐ ৫৯ „

৪। পাঁচ দোনা ঐ ৭১½ „ খেয়া নৌকায় নদী পার হইতে হয়।

৫। মুড়া পাড়া ঐ ৮৩½ „ লক্ষীয়া নদীর বাম পারে অবস্থিত।

৬। ঢাকা ঐ ৯৫ „ বালু নদী পার হইয়া শেষ লক্ষীয়া পার হইতে হয়। খেয়া আছে।

ময়মনসিংহ হইতে পাবনা।

১। মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) ১১ মাইল। উৎকৃষ্ট পাকা রাস্তা।
২। গাবতলি ঐ ১৯ ,, বানারের তীরে।
৩। মধুপুর ঐ ৩০ ,, বাঁশী নদীর তীরে।
৪। গোপালপুর ঐ ৩৭½ ,, পুলিস ষ্টেসন।
৫। সুবর্ণখালি ঐ ৪৫ ,, ছোট ছোট খাল অতিক্রম করিতে হয়। বর্ষায় খেয়া থাকে। নালার উপর সেতু আছে।
১। সিরাজগঞ্জ (পাবনা) ৫৬½ মাইল। যবুনাপার হইতে হয়। খেয়া আছে।
২। জামতলি ঐ ৬৩½ ,, কূপ জল পান করিতে হয়।
৩। সাহাজাদপুর ঐ ৭৯½ ,, নবীপুর গোদারায় ফুলঝুরি নদী পার হইতে হয়।
৪। ধুনাউরি (পাবনা) ৮৯½ ,, কূপ জল পান করিতে হয়। বরাল নদী, ২ বার পার হইতে হয়। বন্দোবস্ত আছে।
৫। আতাইখলা (পাবনা) ৯৬½ ,, সাদিপুর পার হইতে হয়। গঙ্গার পার।
৬। পাবনা ঐ ১০৮½ ,, ইছামতী পার হইয়া।

পরিশিষ্ট "ঞ"।

চাকুরি-ব্যবসায়ীদিগের তালিকা। (১৩২ পৃষ্ঠা)।

তালুকদার শ্রেণীর মধ্যে	মোট।	পুরুষ।	স্ত্রী।
গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী	৭৩ জন	৭৩	...
অন্যত্র কেরাণী	১১২ ,,	১১২	
জমিদারের ম্যানেজার প্রভৃতি	৪০ ,,	৪০	...
উকিল মোক্তার	৩১ ,,	৩১	..
শস্য বিক্রেতা	২৫৮ ,,	২৫৮	..
কণ্ট্রাক্টর	২৮ ,,	২৮	.
মহাজনের দোকানে	২৮৭ ,,	২৮৭	...
স্কুলের শিক্ষক	১২৮ ,,	১২৮	...
ডাক্তার, কবিরাজ	১২৭ ,,	১২৪	৩
পুরোহিত	২৬০ ,,	২৫৮	২
টাকার মহাজন	৪৮৬ ,,	৪৬১	২৫
বাড়ী ভাড়াটীয়া	৯৮ ,,	৯৮	
অন্যান্য	৪৮১ ,,	৪৬২	১৯
	২৯০৭	২৮৫৮	৪৯

প্রজা শ্রেণীর মধ্যে—			
পিয়ন, কনেষ্টবল ইত্যাদি	২৪৫ জন	২৪৫	..
চৌকিদার	১৩১১ ,,	১৩১১	.
শ্রমজীবী	১০৫১৪ ,,	১০৩৮৭	১২৭
কলের মজুর	২৪ ,,	২৪	
চাউল বিক্রেতা	২০০ ,,	১৪৯	৫১
মাছ বিক্রেতা	৪৭০৮ ,,	৪৬৮৮	২০
			১৯৮

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
নৌকা চালক	১১২৭	১১২৭	.
গো রাখাল	১২৭৬	১,২৬৯	৭
নাপিতের কাজ	৯০২	৯০২	...
ধোপার কাজ	৫৮৪	৫৭৩	১১
দোকানদার	৫২২৪	৫১৯৮	২৬
স্কুলের শিক্ষক	৩৭৮	৩৭৮	...
তৈল ব্যবসায়ী	৯৪২	৯২০	২২
বস্ত্র ব্যবসায়ী	৭৬৪	৭৫৮	৬
দরজীর কাজ	৪০৬	৪০৬	...
সূত্রধরের কাজ	১৫৫৯	১৫৫৯	...
কুমারের কাজ	৯০৯	৯০৮	১
কামারের কাজ	২৩৪	২৩৪	...
বাঁশের কাজ	৩৭৭	৩৬৫	১২
চামড়ার কাজ	৯৯	৯৯	. .
মেথরের কাজ	৬০	৫৯	১
শস্যবিক্রেতা	২১৭৮	২১৭১	৭
বাদ্যকরের কাজ	১১৫৯	১১৫৯	.
টাকা দাদন	১৭৬১	১৭৩৮	২৩
অন্যান্য	৬২৬৭	৬১৫৯	১০৮
	৪৩২৮২	৪২৮৬০	৪২২

———

পরিশিষ্ট

গত ১৮৯৮ সন হইতে ১৯০২ সন পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের

মিউনিসিপালিটী ও থানা		রেজেষ্টরী কৃত জনসংখ্যা	জন্ম সংখ্যা	জন্ম গড়ে হাজার করা
সমগ্র জেলা—		৩৭৪৭৮৩১·৬	১৪৪০৯৫·২	৩৮·৪৫
নসিরাবাদ মিউনিসিপালিটী		১২৮০০·৬	১৮৩·২	১৪·৩১
মুক্তাগাছা	,,	৫৩১২·৬	১৩৭·৮	২৫·৯৪
সেরপুর	,,	১১৪৬৭·৬	৪৪১·০	৩৮·৪৬
কিশোরগঞ্জ	,,	১৪৯০০·৮	৪৬২·৪	৩১·০৩
বাজিতপুর	,,	৯৬৪৬·৬	৩৩০·৬	৩৪·২৭
নেত্রকোণা	,,	১০৪৫৩·৪	৩০৮·৪	২৯·৫০
টাঙ্গাইল	,,	১৭৪৪৭·৮	৩৮৫·৬	২২·১০
জামালপুর	,,	১৬৪৬৩·৪	৬৪৮·২	৩৯·৩৭
নসিরাবাদ	থানা	২৪৪৭৫৬·২	৫৯৫৮·৬	২৪·৩৪
ফুলবাড়ীয়া	,,	৯৯৭৭৬·২	৭০০২·০	৭০·১৭
গফর গাঁও	,,	১৪৯৩৪৪·৬	৫৭৪৯·০	৩৮·৪৯
নান্দাইল	,,	১০৯৯০৮·০	৪১৯৭·৮	৩৮·১৯
ঈশ্বরগঞ্জ	,,	১৫০১৬৪·৪	৫৮২৪·৬	৩৮·৭৮
ফুলপুর	,,	১৪৮৮৫৩·০	৫০৭৩·২	৩৪·০৮
নেত্রকোণা	,,	২৫৮১৪৪·৮	৫১২৫·০	১৯·৮৫
কেন্দুয়া	,,	১৭৮৫৪৩·০	১০২৩৫·০	৫৭·৩২
দুর্গাপুর	,,	১১৫১৬১·৪	৩৩৬৮·৮	২৯·২৫
জামালপুর	,,	২৫৯১৬৯·৪	১১১৬৫·৮	৪৩·০৮
নালিতাবাড়ী	,,	৯১১২৪·২	৩৮১৩·০	৪১·৮৪
দেওয়ানগঞ্জ	,,	১৩৫৭৮০·২	৫২১৯·৪	৩৮·২৯
সেরপুর	,,	১৩১১৩০·৬	৫৬৬৯·৪	৪৩·২৩
টাঙ্গাইল	,,	৪৪০৮৬২·০	১৭০৪৮·৪	৩৮·৬৭
কালীহাতী	,,	২১৭৭৪৯·২	৮৭৫৯·২	৪৪·২২
গোপালপুর	,,	২৪৫১৬৯·৪	১০৩৯৯·৪	৪২·৪২
কিশোরগঞ্জ	,,	২৮১০০৫·২	১৩৬০০·৮	৪৮·৪০
কটিহাদি	,,	১৪৫১৮০·০	৫৭৭৩·৩	৩৯·৭৬
বাজিতপুর	,,	২৪৭৫১৭·০	৭২১৫·৬	২৯·১৫

"ট"।

জন্ম মৃত্যুর হার প্রদর্শিত হইল। (১৩৩ পৃষ্ঠা)।

মৃত্যু	মৃত্যু গড়ে	হাজার করা মৃত্যু					অন্যান্য
সংখ্যা	হাজার করা	ওলাউঠা	বসন্ত	জ্বর	উদরাময়	পক্ষঘাত	কারণে
১০১৭৮০·৬	২৭·১৬	২·৩১	০·২৯	১৯·৯৬	০·২৫	০·২৪	৪·১১
২৩৩·৮	১৮·২৬	১·৪৩	০·০৪	১০·০৫	২·৪৪	০·৩৯	৩·৯১
৯৮·৬	১৮·৫৬	২·৩৩	···	১০·৫৭	১·০১	০·৩৯	৪·২৬
৩৩৪·২	২৯·১৫	৩·০৬	০·৩৮	১৬·১১	২·১৯	০·৩০	৭·১১
৩৫১·৬	২৩·৫৯	১·৭৮	০·২০	১৫·৬৬	০·৩৭	০·১৭	৫·৪১
৩১২·২	৩২·৩৬	৩·৭৮	০·৪৫	২০·০০	০·৬৬	০·০৭	৭·৪০
২৫২·০	২৪·১০	২·৮০	০·০৮	১৩·৭৪	০·৭৯	০·২১	৬·৪৮
৩৮০·৮	২১·৮২	১·১৯	০·২৩	১৬·৬৮	০·৬৭	০·১৮	২·৮৭
৪৫২·৬	২৭·৪৯	২·৫০	০·২৪	১৭·৪৬	০·৭১	০·২৮	৬·৩০
৪২৮২·২	১৭·৪৯	১·৩১	···	১৪·০৪	০·২২	০·১১	১·৮০
৫০৬৪·৬	৫০·৭৯	২·৬৮	০·০২	৪৩·৪৫	০·২৯	০·২৪	৪·১১
৩৯৫০·২	২৬·৪৫	২·০০	০·০৪	২১·৭৯	০·২৯	০·৩১	২·০২
২৭২৪·৪	২৪·৭৯	০·৮৯	০·০৬	২০·৭৮	···	০·১০	২·৯৬
৩২৩৭·২	২১·৫৬	০·৪৪	০·২২	১৬·৮৫	০·১১	০·০৮	৩·৮৬
৩৪০১·৪	২২·৮৬	০·৭৪		১৯·২৬	০·৩৯	০·০৮	২·৩৯
৩৩১০·৪	১২·৮২	০·৭১	০·০৬	৮·৮১	০·১১	০·১৪	২·৯৯
৭৩১২·৬	৪১·১৮	৩·৯৬	০·৩৪	২৫·৩৫	০·৪১	০·৩০	১০·৮২
৩৬১৮·৮	৩১·৮৬	২·৯২	···	২৬·৫৪	০·২২	০·১৭	২·০১
৭৮৯১·৪	৩০·৪৫	৩·৮৭	০·৪০	১৮·৩৪	০·২১	০·১৭	৭·৪৬
২৬৬৮·৬	২৯·২৮	১·১৪	০·০৭	২৪·৮২	০·১৪	০·২০	২·৯১
৩২৪৭·২	২৩·৯১	৩·৯১	০·৬০	১৪·৭৮	০·০৭	০·৩৪	৪·২১
৩৩৫৫·০	২৫·৫৮	০·৯৮	০·৯৫	১৮·১৬	০·৪৭	০·২৬	৪·৭৬
১৩৮১২·৪	৩১·৩৩	২·১০	০·৩৭	২৬·০০	০·১৯	০·৪৬	২·২১
৬০৭৭·২	২৭·৯১	১·৯৯	০·০১	২৪·৬৩	০·১২	০·২৫	০·৯১
৬৫৬৩·৮	২৬·৭৭	২·৪৯	০·২৫	২১·২৪	০·১৩	০·৩২	২·৩৪
৯৮৭৫·৬	৩৫·১৪	৪·৩৭	০·৫১	২২·২৪	০·২৭	০·১৫	৭·৬০
৩৮৯৭·২	২৬·৮৫	৩·১৩	০·১৪	১৮·৫১	০·৪৫	০·৩৩	৪·২৯
৫০২৪·৬	২০·৩০	৩·১৯	০·৬৬	১১·৭৭	০·১৭	০·১৪	৪·৩৭

পরিশিষ্ট "ঠ"।

গত সাত বৎসরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। (১৩৪ পৃষ্ঠা।)

মাস	১৯০৬	১৯০৫	১৯০৪	১৯০৩	১৯০২	১৯০১	১৯০০	১৮৯৯	১৮৯৮	১৮৯৭
জানুয়ারি	০·১৪	০·০৮	০·৬৮	০·৪৭	...	০.৩৩	০·২৪	২·৯৫	০·৪৭	...
ফেব্রুয়ারি	১·৩৪	০·৮০	২·০৪	০·৩৬	..	১·১৮	১·৯৩	০·৮৬	০·১৯	১·৩০
মার্চ্চ	১·৬৫	৩·৯৩	...	৩·০৭	১·০৮	১·১২	১০·৬৭	০·১০	০·৪০	৪·৭৪
এপ্রিল	০·৭৮	৪·৯৬	৮·৬৩	১·০২	১১·৬০	২·৫০	৬·১৩	১০·১৫	৪·৩৬	৩·০৯
মে	১৬·৫৪	২০·৬৫	২২·৫০	১১·৯১	১৬·৪২	১৬·৮৩	৮·২১	১১·৩২	৯·০৪	১২·২৪
জুন	১০·৪৬	১৯·০৩	১৫·৫২	৩৫·৬৪	২৯·৪৬	৩২·২৩	২০·৮১	১১·৪০	২৬·৪৬	৭·৬০
জুলাই	৯·২৫	১৬·৪৯	১৪·৭১	১৮·০৯	১৭·৫০	১৫·২৬	৩৯·৮৬	২২·০৬	১২·৪৫	৯·৫০
আগষ্ট	৩৩·৫৯	২৬·৬৬	৪·৯৯	২৪·০১	১৯·১০	১৩·৫২	৮·১৯	১৬·৮৩	২০·১৯	১৩·৫৯
সেপ্টেম্বর	২৭·৩৮	১৪·১৮	৬·৯৫	১১·২৮	১০·৬৯	৪২·৮৯	১০·২৬	১৯·৫২	১২·৮৪	১২·৮৩
অক্টোবর	৭·৯৬	৫·৮৩	২·৫৭	৮·৯৭	৩·৪৪	৫·৪০	১·৮২	৮·৪২	১২·০৮	৩·৮৮
নবেম্বর	০·৩২	..	০·৩৬	১·০৭	..	৭·২৩	..	৫·০৩	৫·৪৮	০·৩২
ডিসেম্বর	...	০·০৭	০·১৬	...	...	...	...	০·০৪	০·০১	..
মোট	১০৯·৪১	১১২·৬৮	৭৯·১১	১১৭·২৯	১০৯·২৯	১৪০·৪৯	১০৮·১২	১০৮·৬৮	১০০·৯৭	৬৯·০৯

পরিশিষ্ট "ড"।

জেলার কোন স্থানে কত জন পুলিস কর্ম্মচারি তাহার তালিকা (১৩৭ পৃষ্ঠা)।

এলাকা।	ইনিস্পেক্টর।	সব-ইনিস্পেক্টর	হেড কনেষ্টবল।	রাইটার কনেষ্টবল।	কনেষ্টবল।	টাউন চৌকিদার।	চৌকিদার।	দফাদার।
নসিরাবাদ	২	৮	৯	৫	৯৫	১০	৩১৮	৩৯
মুক্তাগাছা	...	১	১	...	১১	৫	১৩০	১৬
ফুলবাড়ীয়া	...	২	...	১	৮	...	১৯২	২৯
গফরগাঁও	.	৩	...	১	৮	...	২৬৯	৩২
ঈশ্বরগঞ্জ	১	২	১	২	৯	...	২৯৩	৩০
নান্দাইল	...	১	১	১	৮	...	২৩৪	২২
ফুলপুর	...	৩	.	১	১০	...	২৯৬	৩৫
নেত্রকোণা	১	৩	৩	৩	১৮	১৫	৩০২	৩৪
বারহাট্টা	...	১	..	...	৬	..	১৯৭	২২
কেন্দুয়া	...	২	১	১	১১	...	২৮৪	৩২
খালিয়াজুরী	..	১		...	৪	...	৫৪	৬
দুর্গাপুর	...	২	...	১	৪	..	২৫৯	২৯
জামালপুর	১	৪	৩	৩	১৮	১৫	২৮৭	৩১
মাদারগঞ্জ	...	১	...	...	৪	.	৮০	৯
সেরপুর	...	২	২	১	১১	১০	২০২	২৮
নালিতাবাড়ী	...	২	...	১	৮	...	২২৪	২৬

এলাকা।	ইন্‌স্পেক্টর।	সব-ইন্‌স্পেক্টর।	হেড কনেষ্টবল।	রাইটার কনেষ্টবল।	কনেষ্টবল।	টাউন চৌকিদার।	চৌকিদার।	দফাদার
দেওয়ানগঞ্জ	...	২	...	১	৮	...	২৪৮	২৯
কিশোরগঞ্জ	১	৪	২	৩	১৫	১৫	২৮৮	২৯
বাদলা	...	২	...	...	৯	...	২১৩	২১
কটিহাদি	...	২	...	১	৮	...	২৬৭	২৮
বাজিতপুর	...	২	১	১	৯	১০	২১২	২১
ভৈরববাজার	...	১	...	...	৬	...	৭২	৮
অষ্টগ্রাম	...	১	...	...	৬	...	১২৫	১৩
টাঙ্গাইল	১	৪	৪	৩	২৪	২৫	৪১৩	৩৭
নাগরপুর	...	২		...	৯	...	১৭৮	১৮
কালিহাতী	...	২	...	১	৮	...	২৬৪	২২
মির্জ্জাপুর	...	১	...	..	৬	..	১৬৭	১৩
ঘাটাইল	...	১	...	...	৬	...	১৫৭	১৫
গোপালপুর	.	৩	১	১	১১	..	৩০২	২৩
সরিষাবাড়ী	...	১	..	...	৬	...	১২৪	১২
রিজার্ভ পুলিস	.	১০	৭	...	৬২	...	..	..
সৈনিক পুলিস	..	১	২	...	২৫	..	..	...
মোট	৭	৭৭	৩৮	৩২	৪৫৫	১০৫	৬৬৪৯	৭০৯

পরিশিষ্ট "ঢ"।

এই জেলার হেড পোষ্ট আফিস, সব পোষ্ট আফিস ও ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিসগুলির নাম। (১৩৯ পৃষ্ঠা)।

ময়মনসিংহ—হেড আফিস (২য় শ্রেণী)।

বেগুণবাড়ী, বেতাগরী, চন্দ্রকোণা, দাদ্রা, দাপুনিয়া, দেবগ্রাম, ডৌহাখলা, ফুলবাড়ী, গোঁসাই চান্দুরা খারুয়া, কুশমাইল, পিয়ারপুর, শ্যামগঞ্জ, শম্ভুগঞ্জ।

বক্সিগঞ্জ—সব পোঃ।

বড়বাজার—সব পোঃ।

বাউসী বাঙ্গালী সব পোঃ—দিঘপাইত, গুণেববাড়ী।

ধলা—সব পোঃ।

দুর্গাপুর সুসুঙ্গ—সব পোঃ।

গফর গাঁও—সব পোঃ—দত্তের বাজার, কাশীগঞ্জ, রাণীগঞ্জ, শিবগঞ্জ, উস্থি।

ঘোষ গাঁও—সব পোঃ—বাহাদুরপুর, হালুয়াঘাট, রূপ্সি, শাখুয়াই।

গৌরীপুর—সব পোঃ।

ঈশ্বরগঞ্জ—সব পোঃ।

জামালপুর সব পোঃ—বাহাদুরাবাদ, দুরমুট, দেওয়ানগঞ্জ, ফুলকোচা, গুণারীতলা, গুথাইল, ইসলামপুর, জালালপুর, কালীবাড়ী, মাদারগঞ্জ, নান্দিনা, নরুন্দি, সাহাবাজপুর।

মুক্তাগাছা—সব পোঃ—দুল্লা, ঘোগা।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে ষ্টেশন—সব পোঃ।

নারায়ণ ডহর– সব পোঃ—দেওটুকন, ঢাকুয়া, ঘাগরা, ঝান-জাইল, পূর্ব্বধলা, রায়দোমরৌহা।

নেত্রকোণা সব পোঃ—আশুজিয়া, বাঙ্গালা, বাবহাটা, লক্ষ্মীগঞ্জ, মোহনগঞ্জ, রায়পুর, রামপুর, সমাজ, তেলাগাতি।

রামগোপালপুর সব পোঃ।

সেনবাড়ী সব পোঃ—বৈলর, চরপাড়া, কালীর বাজার।

সবিষাবাড়ী সব পোঃ—চাপরাকোণা, পোগলাদিঘা।

সেরপুর টাউন সব পোঃ—হাতাবান্ধা, নালিতাবাড়ী, পাইকুড়া রৌহা, ষাড়মারা, শ্রীবর্দ্ধি শম্ভুগঞ্জ।

১ ১৮ ৬৬

কিশোরগঞ্জ হেড আফিস (২য় শ্রেণী)।

আচমিতা, বনগ্রাম, বাব পাড়া, বৌলাই, চাতল, গচিহাটা, জারৈতলা, যশোদল, জয়কা, কালিয়াচাপড়া, মধ্যপাড়া, মশুয়া, নান্দাইল, নীলগঞ্জ।

আঠার বাড়ী—সব পোঃ—কুমাকুলা, সান্দিকোণা।

বাজিতপুর—সব পোঃ—অষ্টগ্রাম, দিঘীরপার, দুলালপুর, লচিয়া, রামদি, সরারচর।

ভৈরব—সব পোঃ—সিমুলকান্দি।

হোসেনপুর—সব পোঃ—গঙ্গাটিয়া, মটখলা, লক্ষ্মীয়া।

ঝুলনবাজার—সব পোঃ।

করিমগঞ্জ—সব পোঃ—বাদলা, ফতেপুর, গুজাদিয়া, ইটনা, জামৎপুর, সেকান্দর নগর।

কটিহাদী—সব পোঃ—ডুয়াইগাঁও।

কেন্দুয়া—সব পোঃ—কাটাহাদি, খালিয়াজুরী, নয়াপাড়া, সুখারি, ত্রিমোহনী বাজার।

নিকলী দামপাড়া—সব পোঃ--মিটামইন।

তাতারকান্দি—সব পোঃ।

১ ১০ ৩৯

টাঙ্গাইল হেড আফিস (২য় শ্রেণী)।

বাঘিল, বড় বাশালিয়া, বেড়াবুচনা, বেথইর, গালা, ঘরুন্দা, ঘাটাইল, কাগমারি, কৈজুবা, কালোহা, কুকডহরা, পাথরাইল।

বল্লারতনগঞ্জ—সব পোঃ।

ভদ্রা—সব পোঃ।

দেলদোয়ার—সব পোঃ।

এলাসিন—সব পোঃ—হিঙ্গানগর, সলিল আররা।

এলাঙ্গা--সব পোঃ—মগরা, পটল, পলিমা, টেরখি।

গোপালপর—সব পোঃ—নগদা সিমলা, কামাখ্যা মোহনপুর।

হেমনগর—সব পোঃ—ধনবাড়ী, ঝাওয়াইল, সোনামৈ বাজার।

জামুর্কি--সব পোঃ—আটঘরি, আটীয়া মামুদপুর, মহেরা, মৈশামুড়া, পাকুটিয়া।

কালীহাতী—সব পোঃ--ধলাপাড়া।

কাঁটালিয়া—সব পোঃ—দেওহাটা।

করটিয়া—সব পোঃ—বাশাইল।

কেদারপর—সব পোঃ।

মধুপুর—সব পোঃ—আম্বারিয়া।

নগরবাড়ী সব পোঃ—দেওপুর, নিকলা, শিয়ালকোল।

নাগরপুর—সব পোঃ—চৌধুরীডাঙ্গা, বিনানই, গয়হাটা, মামুদনগর।

পিংনা—সব পোঃ।

সাঁকরাইল—সব পোঃ—আলিসাকান্দা, বিন্নাফইর, পুড়াবাড়ী।

সন্তোষ—সব পোঃ।

১	১৮	৪২

মোট হেড আফিস ৩, সব আফিস ৪৬, ব্রাঞ্চ আফিস ১৪৭।

SOME GOLDEN OPINIONS.
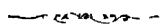
ভারতের সুসন্তান প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, I.C.S., C.I.E., মহোদয় বরোদা হইতে লিখিয়াছেন ঃ—

"Your "ময়মনসিংহের বিবরণ" is excellently compiled and got up. I shall look forward with interest to the publication of "ময়মনসিংহের ইতিহাস" which will interest me still more.

ময়মনসিংহের গৌরব পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"ময়মনসিংহের বিবরণ" পাঠ করিয়াছি। এই পুস্তকে গ্রন্থকারের গবেষণা এবং বস্তু সন্নিবেশের কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। ইতিবৃত্ত সংগ্রহ বিষয়ে গ্রন্থকারের যেরূপ দক্ষতা, লিখিবার বিষয়েও দক্ষতা সেইরূপ। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও সরস। কতকগুলি প্রাচীনকাল প্রচলিত শব্দের ব্যবহার করা আমার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। তদ্দ্বারা পুরাতত্ত্বানুসন্ধানীদিগের কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য হইতে পারে। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

সুসঙ্গের বিদ্যোৎসাহী মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদ-চন্দ্র সিংহ, বি,এ, বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

"ময়মনসিংহবাসীদের যে অভাব ছিল তাহা আপনি পূরণ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।" * * *

পদ্মা, গীতিকা, আরতি প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ প্রণেতা, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন :—

আপনার "ময়মনসিংহের বিবরণ" পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। বইখানি বহু জ্ঞাতব্য ও অপ্রকাশিতপূর্ব্ব তথ্যে পরিপূর্ণ। আপনি সংক্ষেপে কাজের কথা যথেষ্ট লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আপনার ভাষা ভাল, লিখিবার কৌশল প্রশংসনীয়। আমি আপনার পুস্তকের অভিনন্দন করি।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

"This is a little book containing within a small compass an account of the District of Mymensingh by Babu Kedar Nath Mazumdar. The book is divided into xi chapters in which the author very graphically and elaborately describes the geographical boundaries, divisions into Perganas, the census, education, literature, natural features, agriculture self-government, general condition, railways, etc. The bare enumeration of the contents of the book, we suppose, is sufficient to give the reader an insight into its subject matter. The District was created on the 1st May

1787; and the powers of administration so long vested in the landholders were now takenup by the Collector of the District. The author shews how the old order passed away giving place to new and bringing about a state of things which was destined to last for a long time to come. The long list of schools shows that high education has made great progress in the District, while the establishment of two colleges at Tangail and the head quarters of the District solely under Indian management, does credit to purely Indian enterprise in this direction.

The most interesting and important chapter is that which deals with the local arts, industries, manufactures and agriculture. In these days when our countrymen have been awakened to a sense of manly selfhelp and selfreliance and have their minds turned to the working of the various resources of the country, such an account, and that too in a handy and popular form, can not fail to be welcome and to attract general notice. We would recommend the section on art to the special attention of the reader. The extract below, it is hoped, will be its own apology for quoting it.—'The Endis of Sandhikona in Netrakona are noteworthy...........Islampore in Jamalpur is wellknown for bell-metal articles, jugs of the same material are also manufactured at Kagmari and those made at Jagadal are the

best that can be found. The iron works of Karga-on in Kishoregunj and Bajitpur, especially the swords, knives and fish-knives of Kargaon are known far and wide.'

The author who, we are informed, has devoted a good many years to these researches, has shown a path which needs only to be pointed out to be followed by others. And the accounts of the different districts of Bengal will only serve to help the public to a fuller knowledge of the country as a whole. We have every hope that workers in the same field will unite their efforts and many a dark and hitherto unknown nook and corner of the districts of Bengal will be brought to light.

In conclusion, we may say that the book is not only through-going, but being in vernacular, is better accessible to the general public. It traces the history of the District from its creation to the present day; and small as it is, the book is a masterly work from start to finish. The map appended to the book is also nicely got up and quite in keeping with the aims of the work."

The Amrita Bazar Patrika, 8-11-04.

বঙ্গবাসী ।—"ময়মনসিংহ জেলার সাধারণ এবং ভৌগোলিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে এই পুস্তক খানি লিখিত। ইহাতে উক্ত জেলার প্রাকৃতিক সীমা, জেলার প্রাচীন বিবরণ, জনসংখ্যা, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাবলম্বীর বিবরণ, শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, প্রাচীন ও বর্ত্তমান সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্য, সংবাদ পত্র, নদ,

নদী, খাল, পাহাড়, পর্ব্বত উৎপন্ন ও বাণিজ্য-দ্রব্য, পশু, পক্ষী, মৎস্য, বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প, প্রাচীনকালের দুর্ভিক্ষ, শত বৎসর পূর্ব্বে ক্রিয়াকাণ্ডের খরচ, রেল ষ্টীমার সম্বন্ধীয় বিবরণ প্রভৃতি নানা কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ ময়মনসিংহের প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য, সমস্ত বিষয়ই এই পুস্তকে আছে। পুস্তক পাঠে জানা যায়—১৭৮৭ সনের ১লা মে এ জেলা স্থাপিত হয়। * * * ইংরেজশাসন কালের প্রারম্ভে ইহা "ময়মনসিংহ" নামে অভিহিত হয়। পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে প্রাচীন ও বর্ত্তমান সাহিত্যের আলোচনা, সপ্তম অধ্যায়ে উৎপন্ন বাণিজ্যের কথা এবং দশম অধ্যায়ে দেশের অবস্থা পাঠে অনেক নূতন তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। পূর্ব্বকালীন হিন্দুর ও মুসলমানের বিবাহ ব্যয়ের যে তালিকা এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত আজকালকার দিনের বিবাহের ব্যয় তুলনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে কোনও প্রাচীন জমিদার পরিবারের হাট খরচের একটী তালিকা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে তৎকালে ২৩ কাহণ ১৪ পণ কড়িতে চাউল চিড়া ও তৈল ব্যতীত সমস্ত জিনিষই পাওয়া গিয়াছিল। ঐ ২৩ কাহণ কড়ির মূল্য তখন সাত টাকা ছিল। ঐ সকল জিনিষ ও কাপড়ের মূল্য ধরিলে বোধ হয় ঐ বিবাহে কুড়ি টাকার বড় অধিক খরচ হয় নাই। ১২২৮ সালের উক্ত জমিদারের দুর্গোৎসবে ১৯।/০ খরচ হইয়াছিল। পুস্তক খানিতে এইরূপ আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে। এ পুস্তক পাঠে অনেকেই বিশেষ প্রীত হইবেন, ইহাই আমাদের সম্পূর্ণ আশা। পুস্তকের ভাষা সরল ও সহজ, ছাপা ও কাগজ সুন্দর। ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩১১।"

সঞ্জীবনী।—"আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আমরা ইতিহাসের আদর জানি না, স্বীয় বাস-স্থানেরও সম্যক তত্ত্ব অবগতি নহি। ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রেব কলঙ্কস্বরূপ। কেদার বাবু স্বীয় জন্মভূমির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া সেই জাতীয়কলঙ্ক দূর করিতে যত্ন করিয়াছেন তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। ময়মনসিংহ পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ জেলা, জন সংখ্যায় সমগ্র বঙ্গদেশেব শীর্ষ স্থানীয়। এ জেলার সুবিশাল শ্যামলশস্যপূর্ণ সমতল এবং নানা তরুরাজীসমাকীর্ণ পার্ব্বত্য-ভূমি দর্শন করিলে চিত্তে শান্তিরসের আবির্ভাব হয়। এ জেলার উৎপন্ন শস্যে জেলাবাসী ৪০ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইয়াও বহু শস্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। এ জেলার উৎপন্ন পাট আজ কাল বঙ্গীয় বাণিজ্যক্ষেত্রে এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। শিক্ষানুরাগ ও কর্ম্মোৎসাহেও ময়মনসিংহ পশ্চাৎপদ নহে। এই বিশাল জেলার প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া কেদার বাবু স্বদেশানুরাগের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বহু পরিশ্রম, অনুসন্ধান ও অর্থ ব্যয় করিয়া এই সুন্দর পুস্তকখানি স্বদেশবাসীদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি বাঙ্গালি মাত্রেই এই পুস্তকের আদর করিবেন। ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কেদার বাবুর সহায়তা করিয়া যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।"

এডুকেশন গেজেট।—"এই পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষ সুখী হইলাম। ভারতের প্রত্যেক জেলার জন্য সেই সেই প্রদেশের সাধুভাষায় এইরূপ এক একখানি পুস্তক লিখিত হওয়া বড়ই সুখের

হইবে। এই পুস্তকে সুন্দর একখানি মানচিত্র আছে এবং ময়মনসিংহ সম্বন্ধে পুরাবৃত্ত, সাহিত্যালোচনা, প্রাচীনকীর্ত্তি প্রভৃতি জ্ঞাতব্য সাধারণ কথা সবই আছে।"

ROYAL ASIATIC SOCIETY.
22, ALBEMARLE STREET, W.,
London ; November, 14th 1906.

To

Babu Kedar Nath Mazumdar, M.R.A.S.

Sir,

I have the pleasure to inform you that, at a meeting of this Society, held Tuesday, November 13th, you were elected a Nonresident Member of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

The Council of the Society will be glad to receive from you communications on subjects connected with the purposes for which they are associated.

I have the honour to be
Sir,
Your most obedient Servant
(Sd). C. HUGHES,
Secretary.

An Extract from the letter of Mr. Tindall, I.C.S., Under-Secretary to the Government of Eastern

Bengal and Assam, to the Commissioner of Dacca Division :-

In recognition of Babu Kedar Nath Mazumdar's Bengali literary works, His Honour (the Lieutenant Governor) is prepared to give him a Remington Type writer. * * *

Mr. R. C. Dutta, I.C.S., C.I.E., writes from Baroda :—

I am much indebted to you for the interesting book "The History of Mymensingh." I have no doubt it will be valued by the people of Mymensingh and others who are interested in that important District, &c. &c.

Sir Gurudas Banerjee, Kt., M.A., D.L., says :-

It is very rarely we come accross books of such worth and value. The history bears impress of assiduous research and care. The style is also popular. I have no hesitation in pronouncing that it will command appreciation and success.

Honorable Justice Saroda Charan Mitter, M.A., B.L., says :—

The book (History of Mymensingh) has brought to the surface many a new thing. I have been edified by the knowledge of many things quite new to me. The style is clear and easy. If every district succeeds in bringing out books of

this description for itself, a respectable and reliable History of Bengal is only a question of time and that time is looming very near to my mind.

Honorable Justice Asutosh Mukherjee Saraswati, M.A., B.L., F.R.S.E., says :—

The book (History of Mymensingh) displays great research and erudition and I have read it with considerable interest. I hope you will have sufficient encouragement to induce you to carry on your works.

Mahamahopadhya Pandit Satish Chandra Vidyabhusan, M.A., Professor, Presidency College, writes :—

Please accept my best thanks for the kind present of your excellent work which gives in a concise form the full history of the District of Mymensingh. You have quoted many Pouranic and Budhistic legends and adduced several inscriptional evidences relative to the condition of Mymensingh during the Hindu Period. Your chapters on Mahamedan and British Periods are also full and exhaustive as you have included in them, information derived from rare Persian books and manuscripts and from British official correspondences and other documents.

Your style of writing is easy and attractive. You are, I believe the first Bengali gentleman,

who has written such a comprehensive history of a particular district, and I have, no doubt, your book will be highly appreciated by the public and will receive due patronage from the Government.

Sir. H. H. Risley, K.C.I.E., C.I.E., C.S.I., Secretary to the Government of India, Home Dept., writes :–

I have to thank you for your kindness in presenting me with a copy of your valuable History, &c.

Mr. H. E. Stapleton, B.A., B.Sc., Inspector of Schools, Dacca Division, writes :–

I have been through your book with much interest. You appear to have gone to the original authorities for your materials, and I am glad to see that some acknowledgment of your work has been made to you both by Government and the District Board.

I should be glad to hear when the "ময়মনসিংহ কাহিনী" is likely to be published.

Pandit Ray Rajendra Chandra Sastri Bahadur, M.A., Librarian to the Government of Bengal, writes :–

I have read your History of Mymensingh with great pleasure. The chapters in the begining,

treating of Hindu and Buddhist Periods, are extremely interesting. It is a most readable book and I can safely recommend it to the literary public.

An extract from the letter of Mr. P. C. Lyon, I.C.S., Chief Secretary to the Govt. of E. B. & A., to the Director of Public Instruction, E. B. & A. :- -

At the instance of the Commissioner of the Dacca Division, I am directed to accord sanction to the purchase of 150 copies of each of the books (Description of Mymensingh and History of Mymensingh by Babu Kedar Nath Mazumdar) at a cost of Rs. 450/-, &c.

Mr. W. B. Thomson, Late Magistrate Collector, Mymensingh, remarks :—

The History promises to be very interesting and when the book is brought out, it will apparently be a most suitable one to be given as a prize to scholars. * * *

Babu Hiralal Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, writes :—

I rose from a perusal of your manuscript of the "History of Mymensingh" with feelings of great respect for you as a literary man. Few amongst our countrymen have displayed such

spirit of true research and fidelity to historical facts as has been done by you in your treatise. It is a relief to find that in this unfortunate age of hyperbole and exaggeration, you have been able to confine yourself to a patient recital of facts unearthed by you from a mass of mouldering records some which bordered very nearly in the antique.

Few amongst us will appreciate the labours which you have thus imposed upon yourself, but I trust the educated community will judge your production at its proper value, and I am sure if your book is properly brought to the notice of the authorities and public bodies of the District, they will devise means of encouraging such a promising young author by every legitimate means that lies in their power. * *

An Extract from the proceedings of the Special Education Committee, held on the 24th November, 1905 :--

Para 1. The manuscript copy of the "History of Mymensingh District" was gone through by the members of the Special Education Sub-Committee appointed for the purpose.

Resolved unanimously that as the book has been well written, the author Babu Kedar Nath Majumdar be given encouragement by recommending for him a grant of Rs. 250 from the

District Fund towards the cost of publication of the book. * *

Dated, Mymensing, D. B. Office, the 4th December, 1905 | Sd. L. O. CLARKE, *Chairman*

The Bengalee

"The author of this book (The History of Mymensingh) Babu Kedar Nath Mazumdar is the writer of series of books of this type. He has traced in it the history of the District from its foundation to the present day. The book has been handsomely got up. We hope the public will accord the author, generous reception which he fully deserves."

ঢাকা গেজেট।—"পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত নানাবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। ইতিহাস পাঠক ও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এই পুস্তকে অনেক উপাদেয় দ্রব্যসম্ভার প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন। ইহাতে বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ময়মনসিংহের ঘটনাবলি ধারাবাহিকরূপে সুবিন্যস্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গের অন্যান্য স্থানের সামাজিক ইতিহাস ও মধ্যে মধ্যে সুন্দররূপে গ্রথিত হইয়াছে। "আনন্দ-মঠে" যে সন্ন্যাসীবিদ্রোহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এই পুস্তকে তাহারও ঐতিহাসিক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" কথা নীলকরের অত্যাচারকাহিনী, সিপাহীবিদ্রোহের কথা, বারভূঞার কথা, প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক বিবরণে পুস্তক-খানি সমলঙ্কৃত। যাঁহারা প্রাচীন ইতিহাস পাঠে অনুরক্তি প্রদর্শন করেন, আমরা এই ইতিহাস গ্রন্থখানি পাঠ করিবার জন্য তাঁহা-

দিগকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে প্রাচীন ময়মনসিংহের এক খানা সুরঞ্জিত মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণকার্য্য অতি পরিপাটীরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। * * * * শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ময়মনসিংহের ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার এই গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের জন্য বিলাতের রয়েল এসিয়াটীক সোসাইটী তাহাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া M.R.A.S. এই সম্মান জনক উপাধি দান করিয়াছেন। কেদার বাবুর এই সম্মানে ময়মনসিংহের সম্মান।”

ভারতী।—“এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি, বাঙ্গালাদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সমূহের যে প্রণালীতে ইতিহাস রচনা করা আবশ্যক, এই পুস্তকখানি তাহার সুস্পষ্ট আভাষ দেখাইতেছে, ইহা যে দীপটি জ্বালিয়াছে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও আমাদের পথপ্রদর্শক। উহা রাজপ্রাসাদের কক্ষে পড়িয়া মুসলমান ঐশ্বর্য্যের চিত্রে পাঠকের চক্ষু ঝলসিত করিয়া দিতেছে না, কিন্তু উহার প্রভায় আমরা যে কয়েকখানি কুটীরের চিত্র দেখিতে পাইয়াছি, তাহাদের দৈন্য সত্ত্বেও আমাদিগের স্বগৃহ বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হইবার কারণ নাই। ময়মনসিংহ জেলায় নেত্রকোণার অন্তর্গত কাটিহালী গ্রামে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পরমহংস পূর্ণানন্দ গিরি সংস্কৃত ভাষায় “শাক্ত ক্রম” “শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি” “শ্যামারহস্য” ও “তত্ত্বানন্দ-তরঙ্গিণী” প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেন, পূর্ণানন্দের স্বহস্তলিখিত ১৪৪৮ শকাব্দের একখানি সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। প্রায় শতবৎসর অতীত হইল, ময়মনসিংহবাসী কালী বিদ্যালঙ্কার “অষ্টাবিংশতি তত্ত্বাবশিষ্ট” নামক সংস্কৃত গ্রন্থে রঘুনন্দনের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বোরগ্রামবাসী পদ্মপুরাণরচক

নারায়ণদেব, ১৫৭৯ খৃঃ অব্দে লিখিত চণ্ডীপ্রণেতা মাধবাচার্য্য, ষোড়শ শতাব্দীর লেখক রূপনারায়ণ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী, অনন্ত দত্ত, সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক রাজা বাজসিংহ; দ্বিজ বংশীদাস প্রভৃতি বহুসংখ্যক ময়মনসিংহবাসী গ্রন্থকারের পরিচয় তিনি এই পুস্তকে দিয়াছেন, ময়মনসিংহের কেল্লা বোকাই নগর, কেল্লা তাজপুর, মধুপুরবন, গুপ্তবৃন্দাবন, গড়জরিপা, দুর্ম্মুট, রোয়াইলবাড়ী প্রভৃতি পল্লী যাহাতে কোন না কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে তাহাদের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। সুতরাং এই পুস্তক ইংরেজী কিম্বা আরবী পার্শী পুস্তকের তর্জ্জমা নহে, গ্রন্থকার নিজে স্বদেশকে ভাল করিয়া বুঝিতে ও চিনিতে চাহিয়াছেন, এজন্য পূর্ব্বপুরুষদের বাড়ীঘর ও কীর্ত্তিকলাপ স্বচক্ষে দেখিয়া পরিচয় দিতেছেন—এই সকল কাহিনীতে বহু আড়ম্বরে সন্ধি-বিগ্রহ সম্বন্ধীয় রাজনীতির তত্ত্ব না থাকিলেও—ইহা দেশের খাঁটি ইতিহাসের সূত্রপাত বলিয়া আমরা আদর করিতেছি। গ্রন্থের শেষের দিকে লেখক ময়মনসিংহ জেলার বড় বড় গ্রামগুলির একটি তালিকা দিয়াছেন—তুচ্ছ বলিয়া তিনি উপকরণ অবহেলা করেন নাই। এজন্যই তাঁহার ভাবী কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আমরা আশান্বিত হইয়াছি।"

শিল্প ও সাহিত্য।—ধনে, জনে ও ক্ষেত্রফলে ময়মনসিংহকে বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান জেলা বলা যাইতে পারে। এই পুস্তকখানি সেই জেলার সাধারণ ভৌগোলিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে সাধারণের বোধগম্য অতি সরল ভাষায় লিখিত। ইহাতে ময়মনসিংহ জেলা সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার ক্রমে "ময়মনসিংহের ইতিহাস" ও "ময়মনসিংহ কাহিনী" প্রকাশিত করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। ভগবানের কৃপায় তাঁহার অভীষ্ট সফল হইলে এই তিনখানি পুস্তক একত্র যোগে একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হইবে।

বাঙ্গলা দেশের প্রকৃত ইতিহাস নাই। এই সুবিস্তীর্ণ প্রাচীন ভূভাগের সুদীর্ঘ ইতিহাস সঙ্কলন করাও সুকঠিন ব্যাপার। তবে কেদার বাবু যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন ইহা হইতে ক্রমে তাহার পথ সুগম হইবার সম্ভাবনা। ইতিপূর্ব্বে "মেদিনীপুরের ইতিহাস" ও "বরিশালের ইতিহাস" নামক এই জাতীয় যে ক'খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ইংরাজী পুস্তকের সংক্ষিপ্ত প্রতি-লিপি মাত্র। বিভারিজ, টেলর, ওয়েষ্টল্যাণ্ড, টইনবি প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের পুস্তকে যেরূপ গুরুতর পরিশ্রমের ও গবেষণার পরিচয় আছে বাঙ্গালীর সে জাতীয় কোন পুস্তকে সেরূপ নাই। এরূপ স্থলে কেদার বাবুর চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। তিনি বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশ করিতে বহু পরিশ্রম করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া-ছেন। এমন কি বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা লিখিবার সাধ্যও তাঁহার নাই। লিখিবার কার্য্য তাঁহাকে অন্য দ্বারা করাইয়া লইতে হয়। এরূপ অবস্থায়ও তিনি চেষ্টা পরিত্যাগ করেন নাই। স্বকীয় জেলার সর্ব্ববিধ উন্নতি কল্পে সেই দরিদ্র যুবকের স্বার্থত্যাগ সর্ব্বথা আদর্শস্থানীয়। যে ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা তিনি অবহেলিত ঐতিহাসিক শাস্ত্রের আলোচনায় জীবনপাত করিতেছেন, তাহা অন্নচিন্তারত স্বার্থান্ধ বাঙ্গালীর ঘরে বড় সুদুর্ল্লভ।

অন্যে তাহার পথানুসরণ করিলে ক্রমে বাঙ্গালার—অন্যান্য জেলায় পৃথক পৃথক ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইতে পারে। এই সকল ইতিবৃত্তের সারসঙ্কলন করিলে সমগ্র বঙ্গদেশের একখানি প্রকাণ্ড ইতিহাসের সৃষ্টি হইবে। যখন সে সুদিন আসিবে, তখন কেদার বাবুর মত উদ্যমশীল স্বদেশভক্ত সাহিত্য সেবীর নাম সে ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।